NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

# একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৭ রাশিয়ায় ভূমিকম্প, জারি সুনামি সতর্কতা

আমদাবাদে আত্মঘাতী একই পরিবারের ৫ সদস্য, তদন্ত ৭

কলকাতা ২১ জুলাই ২০২৫ ৪ শ্রাবণ ১৪৩২ সোমবার উনবিংশ বর্ষ ৪২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 21.07.2025, Vol.19, Issue No. 42, 8 Pages, Price 3.00

# আজ একুশে, নজর ছাব্বিশে

## ধৃতদের নিয়ে পাটনায় পুলিশ

**নিজস্ব প্রতিবেদন: চন্দন মিশ্র হত্যা মামলায় বড়সড় সাফল্য পেল বিহার পুলিশ। রবিবার কলকাতা থেকে পাটনায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে এই বহুচর্চিত মামলার মূল অভিযুক্ত তৌসিফ ওরফে বাদশা-সহ আরও তিন অভিযুক্তকে। কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের সক্রিয় সহযোগিতায় ধৃতদের গ্রেপ্তার করে আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পাটনায় নিয়ে যায় বিহার পুলিশ।**

**শনিবার রাতে বিহার পুলিশের তরফে জারি করা এক সরকারি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, পারস এমআরআই হাসপাতালের ভিতরে চন্দন মিশ্র খুনের ঘটনায় প্রযুক্তিগত তথ্য, সিসিটিভি ফুটেজ এবং অন্যান্য গোয়েন্দা সূত্র বিশ্লেষণ করে মূল ষড়যন্ত্রকারীদের শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য, হত্যার পরিকল্পনা করা হয়েছিল নিশু খানের বাসভবনে। সেখানে তৌসিফ-সহ আরও তিন অভিযুক্ত উপস্থিত ছিল। এই চার জনই মূল ষড়যন্ত্রে যুক্ত বলে দাবি পুলিশের।**

**রবিবার সকালে পাটনার সিনিয়র পুলিশ সুপার কার্তিকেয় শর্মা মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের সঙ্গে তাঁর সরকারি বাসভবনে সাক্ষাৎ করেন। প্রায় ১৫ মিনিটের ওই বৈঠকে তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে গোটা তদন্তের অগ্রগতি, গ্রেপ্তারি, প্রযুক্তিগত তথ্য এবং পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে অবহিত করেন।**

পুলিশ সূত্রের খবর, এই মামলায় আরও যে সব ব্যক্তি সন্দেহভাজন হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন, তাদের ওপর কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে। প্রয়োজনে তাদেরও শীঘ্রই ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। মূল অভিযুক্তদের পাটনায় ফিরিয়ে আনার ফলে তদন্তে গতি আসবে বলেই মনে করছে প্রশাসন।

এদিন কলকাতা পুলিশ একটি বিবৃতিতে জানায়, চন্দন মিশ্র হত্যাকাণ্ড সংক্রান্ত গোয়েন্দা তথ্যভিত্তিক অভিযানে কলকাতা পুলিশের এসটিএফ চার অভিযুক্তকে হেপাজতে নেয়। বিহার পুলিশ প্রয়োজনীয় আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করছে, যাতে অভিযুক্তদের উপযুক্ত আদালতের সামনে পেশ করা যায়। এই সমন্বিত অভিযান দুই রাজ্যের পুলিশের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সহযোগিতার একটি নজির হিসেবেই দেখছে গোয়েন্দা মহল। গোটা পাটনায় এই হত্যাকাণ্ড ঘিরে উত্তেজনার পারদ এখনও নামেনি। প্রশাসনের আশা, অভিযুক্তদের হেপাজতে এনে জিজ্ঞাসাবাদে অনেক অজানা তথ্য সামনে আসবে এবং শীঘ্রই মামলার চার্জশিট পেশ করা সম্ভব হবে। এখন নজর তদন্তের গতিপথে, এই ষড়যন্ত্রের পেছনে আদৌ কি কেউ আছে, যারা এখনও ধরাছোঁয়ার বাইরে?

## সভার প্রাক্কালেই চড়া সুর মমতার

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে রবিবার বিকেলে ধর্মতলায় যান তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। সমস্ত বিষয় নিয়ে খোঁজ নেন তিনি।

এদিনই ঘড়ির কাঁটায় ৬টা বেজে ৫ মিনিট নাগাদ ধর্মতলায় পৌঁছন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোজা পৌঁছে যান ভিক্টোরিয়া হাউসের উলটোদিকের মূল মঞ্চে। সেখান থেকেই দলের নেতা ও পুলিশ আধিকারিকদের কাছ থেকে গোটা পরিস্থিতির তথ্য নেন। রবিবার সভামঞ্চ পরিদর্শনে গিয়ে সুর চড়ান তৃণমূল নেত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মন্তব্য, 'পুলিশের অনুমতি ছাড়া নবান্ন অভিযান হলে আপত্তি কোথায় থাকে?' তিনি বলেন, 'আমাদের আন্দোলন দমানোর ক্ষমতা ছিল না সিপিএমের। গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করতে গিয়ে ওরা এমন ভাবে গুলি চালিয়েছিল যে, ১৩ জন ঘটনাস্থলেই মারা যান। দেড়শো জন পুলিশের গুলিতে আহত হন। প্রায় ৩৩ বছর ধরে এই প্রোগ্রাম এখানে হয়, তার কারণ এখানে অনেকগুলো প্রাণ লুটিয়ে পড়েছিল। তাই আমাদের বছরে একটাই প্রোগ্রাম শহিদ স্মরণে আমরা এখানেই করি।'

তৃণমূল নেত্রীর সংযোজন, 'এ নিয়েও অনেকের আপত্তি আছে। আমার বক্তব্য, তারা যখন নবান্ন অভিযান করেন, পুলিশের অনুমতি ছাড়া, তখন আপত্তি কোথায় থাকে? আমাদের দেখে ওদেরও প্রোগ্রাম করতে হয়। কই, আমরা তো ওদের দেখে প্রোগ্রাম করি না! তৃণমূলের থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত।' অন্য দিকে, একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতি পরিদর্শনে রবিবার বিকেলে গীতাঞ্জলি স্টেডিয়ামের ক্যাম্পে যান তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এদিন প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন, কথা বলেন দলীয় কর্মীদের সঙ্গেও।

একুশে জুলাই শহিদ দিবস বরাবর রাজ্যের শাসক দল তৃণমূলের মেগা ইভেন্ট। এবার আবার ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে শেষ একুশে জুলাই। ফলে তার গুরুত্ব অনেকটাই বেশি। তার তোড়জোড়ও তুঙ্গে। রবিবার বিকেল থেকেই সভামঞ্চ চত্বরে ছিলেন তাবড় তাবড় নেতারা। খতিয়ে দেখে নেন সবটা। শনিবার সকাল থেকেই হাওড়া স্টেশনে জমায়েত শুরু হয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 'শহিদ দিবসে'র এই বার্ষিক অনুষ্ঠান ঘিরে রাজপথে থাকবে জনসমুদ্র। বাংলার রাজপথে এই উত্তেজনা দেখে রাজনৈতিক মহল বলছে, আগামী বিধানসভা নির্বাচনের প্রহর গণনা শুরু হয়ে গেল।

প্রতি বছরের মতো এবারও ২১ জুলাই শহিদ দিবস উপলক্ষে রাজ্যজুড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উন্মাদনা তুঙ্গে। তবে এবারের সভার তাৎপর্য আরও গভীর। কারণ, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে এই সভা থেকেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলের ভবিষ্যৎ রণকৌশল ও 'ছাব্বিশে'র বার্তা দেবেন বলে দলীয় সূত্রে ইঙ্গিত মিলেছে। সেই বার্তা শুনতেই শনিবার এবং রবিবার, অর্থাৎ ২০ ও ২১ জুলাইয়ের আগের দিন থেকেই কলকাতামুখী হয়েছেন রাজ্যের বিভিন্ন জেলার হাজার হাজার তৃণমূল কর্মী।

প্রায় ৬০০ জনের বসার জায়গাসহ তিনটি পৃথক মঞ্চ তৈরি হয়েছে, প্রথমটি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্বের জন্য, দ্বিতীয়টি শহিদ পরিবার ও আমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য এবং তৃতীয়টি জনপ্রতিনিধিদের জন্য। মূল মঞ্চের উচ্চতা ১৩ ফুট, দৈর্ঘ্য ৮০ ফুট ও প্রস্থ ৪২ ফুট। গোটা মঞ্চ তৃণমূলের পতাকা ও শীর্ষ নেতানেত্রীর ছবি দিয়ে সাজানো।

দূরবর্তী জেলা থেকে আগত কর্মীদের জন্য দক্ষিণ কলকাতার গীতাঞ্জলি স্টেডিয়ামে ২৫ থেকে ৩০ হাজার মানুষের থাকা-খাওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিশুদের জন্য দুধ, মহিলাদের জন্য পৃথক থাকার বন্দোবস্ত, চিকিৎসা শিবির, ওষুধপত্র সবই প্রস্তুত। খাবারের মেনুতে রয়েছে ডিম, ডাল, আলু-সোয়াবিনের তরকারি। এই পুরো ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে কলকাতা পুরসভার বরো চেয়ারম্যান সুশান্ত ঘোষ।

## চ্যালেঞ্জ যানজট নিয়ন্ত্রণের, অগ্নিপরীক্ষায় সতর্ক পুলিশ

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, তৃণমূল কংগ্রেসের শহিদ দিবসের সভাকে কেন্দ্র করে শহরে সকাল ৯টা থেকে ১১টার মধ্যে যাতে কোনও যানজট না-হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। সেই নির্দেশ মেনেই সভার আয়োজন নিশ্চিত করতে উদ্যোগী হয়েছে তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব। ২১ জুলাইয়ের তৃণমূল কংগ্রেসের শহিদ দিবস উপলক্ষে ধর্মতলায় লক্ষাধিক মানুষের জমায়েতের আগে শহরজুড়ে চূড়ান্ত সতর্কতা নিয়েছে কলকাতা পুলিশ। আদালতের নির্দেশ মেনে যান চলাচল স্বাভাবিক রাখা এবং জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই একগুচ্ছ পদক্ষেপ ঘোষণা করেছে লালবাজার।

কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ কুমার বর্মা জানিয়েছেন, কোনও রকম সমস্যায় পড়লে সরাসরি যোগাযোগ করা যাবে তিনটি নম্বরে। টোল-ফ্রি নম্বর ১০৭৩। এছাড়া মোবাইল নম্বর ৯৮৩০৮১১১১১ ও ৯৮৩০০১০০০০-তেও পাওয়া যাবে জরুরি সহায়তা। শহরের পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছেন, সোমবার ভোর ৪টে থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত নির্দিষ্ট রাস্তায় যাত্রীবাহী গাড়ির ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকবে।

ধর্মতলার সভামঞ্চের দিকে শহরের সাতটি জায়গা থেকে মিছিল আসবে, শ্যামবাজার, হেদুয়া, হাজরা, পার্ক সার্কাস, হাওড়া, শিয়ালদহ ও কলকাতা স্টেশন এলাকা থেকে। প্রতিটি মিছিলের শুরু এবং শেষে থাকবেন পুলিশকর্মীরা। বড় মিছিলগুলোতে একজন করে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার পদমর্যাদার আধিকারিক থাকবেন নেতৃত্বে। সভামঞ্চের চারপাশে গঠিত হয়েছে ১৪টি নিরাপত্তা জোন, যেগুলির প্রত্যেকটির দায়িত্বে থাকবেন একাধিক আইপিএস অফিসার। এছাড়াও শহরের বিভিন্ন মেট্রো স্টেশনে একজন করে সাব-ইনস্পেক্টর মোতায়েন থাকবেন ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য। সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে শহরের বিভিন্ন জায়গায় প্রস্তুত রাখা হয়েছে ১৮টি অ্যাম্বুল্যান্স। বিভিন্ন স্থানে বসানো হবে বাঁশের গেট, টিনের ব্যারিকেড ও ভিউ কাটার। সভাস্থলের কাছাকাছি স্থানে মোতায়েন থাকবে তিনটি কুইক রেসপন্স টিম। প্রত্যেক জেলায় আলাদা পার্কিং জায়গা নির্ধারণ করা হয়েছে, যাতে শহরের কেন্দ্রস্থলে অতিরিক্ত যানজট না-হয়। পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া, বীরভূম, হুগলি, বর্ধমান, পুরুলিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ কলকাতা, সব ক্ষেত্রেই গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য নির্দিষ্ট এলাকা চিহ্নিত করে রেখেছে পুলিশ।

সামগ্রিক ভাবে বলা যায়, ধর্মতলায় ২১ জুলাইয়ের জমায়েত যাতে শান্তিপূর্ণ ও আইন মেনে হয়, তার জন্য পুলিশ প্রশাসন সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে। প্রতিটি স্তরে নজরদারি এবং সমন্বয়ের মাধ্যমে বড় কোনও বিশৃঙ্খলা ঠেকানোর চেষ্টাই এখন পুলিশের মূল লক্ষ্য।

## দক্ষিণের পালটা, উত্তরে শুভেন্দুরা

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** হাইকোর্টের অনুমতিতে বিজেপির 'উত্তরকন্যা অভিযান'। দুর্গাপুরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভা থেকেই কার্যত রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের ঢাকে কাঠি পড়ে গিয়েছে, এমনটাই বলছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। সভায় বাংলার জনতার উদ্দেশে মোদীর বার্তা ছিল সরাসরি- উন্নয়ন বনাম দুর্নীতি, জনকল্যাণ বনাম পরিবারতন্ত্র।

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে আজ দুপুর ১২টা নাগাদ শিলিগুড়ির উত্তরকন্যা ভবনের সামনে জমায়েত করবে বিজেপি-সমর্থিত যুবমোর্চা। 'উড়িয়ে ধুলো, উত্তরকন্যা চলো' স্লোগানে ইতিমধ্যেই গর্জে উঠেছে বঙ্গ বিজেপি। সূত্রের খবর, ২১ জুলাই বিজেপির কর্মসূচির পরের দিন অর্থাৎ ২২ জুলাই রাজধানীতে যাচ্ছেন নন্দীগ্রামের সাংসদ। ২১ জুলাইয়ের দিনই বিজেপির যুব মোর্চার অনুষ্ঠান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সেই কারণে এই কর্মসূচির পরই দিল্লি সফর করবেন বিরোধী দলনেতা। কিন্তু কেন? এব্যাপারে তিনি শুধু জানিয়েছেন, রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের সঙ্গে দেখা করতে তিনি দিল্লি যাচ্ছেন।

যদিও বিজেপি সূত্রের খবর, এই দিল্লি সফরে শুভেন্দু অধিকারী রেলমন্ত্রী ছাড়াও বেশ কয়েকজন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা ও কয়েকজন মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন। শমীক ভট্টাচার্য বিজেপির রাজ্য সভাপতি হওয়ার পর এটাই হবে শুভেন্দু অধিকারীর প্রথম দিল্লি সফর। বিজেপি সূত্রে, খবর ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির দলীয় কোন্দল যাতে প্রকাশ না-হয়, তার জন্যও বিরোধী দলনেতাকে বার্তা দেওয়া হতে পারে। দিলীপ ঘোষকেই এই নিয়ে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে। বারবার সংবাদ মাধ্যমের সামনে মুখ খুলতে নিষেধ করা হয়েছে।

অন্য দিকে অগস্টে আরজি করের নির্যাতিতার বাবা ও মা নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছে। সেই কর্মসূচিতে বিজেপি পতাকা ছাড়াই যোগদান করবে। জেলা থেকে নেতাকর্মীরা সেই অভিযানে যোগ দিতে চান। তাদের জন্য বিশেষ ট্রেনের কোচের ব্যবস্থা করার জন্যই রেলমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে দিল্লি যাচ্ছেন শুভেন্দু। বিজেপি পরিষদীয় দল সূত্রে খবর, দূর-দূরান্তের জেলা থেকে যাঁরা ওই কর্মসূচিতে যোগদান করতে চান, তাঁদের জন্য অতিরিক্ত রেলের কোচ সংযোজনের আবেদন রেলমন্ত্রীর কাছে জানাবেন শুভেন্দু বাড়তি কোচে যে পরিমাণ মানুষ কলকাতা থেকে যাতায়াত করবেন, তাঁদের জন্য টিকিটের বন্দোবস্ত করবেন বিরোধী দলনেতা। সেই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে রেলমন্ত্রীর দ্বারস্থ হবেন তিনি। বিজেপির একটি সূত্র জানাচ্ছে, নবান্ন অভিযানের কর্মসূচির পাশাপাশি রাজ্যে চলা বেশ কিছু রেল প্রকল্পের কাজ নিয়েও রেলমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন নন্দীগ্রাম বিধায়ক।

ফের উত্তরবঙ্গে পা বাড়াচ্ছে বিজেপি। ২১ জুলাই শিলিগুড়ির উত্তরকন্যা অভিযানের ডাক দেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। নিজের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে একটি ভিডিয়ো বার্তায় তিনি কর্মী ও সাধারণ মানুষের উদ্দেশে বার্তা দেন, একদিকে যেমন রয়েছে উচ্চ আদালতের অনুমোদন, তেমনই তাঁর ভাষায়, রয়েছে 'পায়ে পায়ে উড়িয়ে ধুলো, ২১ জুলাই উত্তরকন্যা চলো' স্লোগানের আবেগ।

শুভেন্দু বলেন, '২১ জুলাই সোমবার, কলকাতা হাইকোর্টের অনুমোদন আদায় করে নিয়ে বেলা ১১টা নাগাদ উত্তরকন্যার সামনে নির্ধারিত স্থানে দেখা হবে।' দলের কর্মী-সমর্থকদের প্রতি তাঁর আহ্বান, 'আমরা চলি সমুখপানে, কে আমাদের বাঁধবে। রইল যারা পিছুর টানে, কাঁদবে তারা কাঁদবে।' উল্লেখ্য, উত্তরকন্যা রাজ্য সরকারের উত্তরবঙ্গের প্রশাসনিক সদর দপ্তর। রাজ্যের নানা প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত ও 'উন্নয়ন নিয়ে বৈষম্য'র অভিযোগে উত্তরকন্যা অভিযানের কর্মসূচি আগেই ঘোষণা করেছিল বিজেপি। এবার সেই কর্মসূচিকে ঘিরেই বার্তা দিলেন বিরোধী দলনেতা।

## আলোচনায় রাজি কেন্দ্র, সমন্বয়ের বার্তা রিজিজুর

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই: সংসদে আজ শুরু বাদল অধিবেশন। বর্ষাকালীন অধিবেশনে ৮টি বিল থাকতে পারে আলোচ্য সূচিতে। পহেলগাঁও হামলা, অপারেশন সিঁদুর, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যস্থতার দাবি। সব কিছু নিয়েই সংসদে আলোচনায় রাজি মোদি সরকার। সর্বদল বৈঠকে বিরোধীদের জানালেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। ২১ জুলাই থেকে শুরু হয়ে, ২১ অগস্ট পর্যন্ত সংসদে বাদল অধিবেশন চলবে। ২১টি অধিবেশন হবে। মাঝে ১২ থেকে ১৮ অগস্ট বিরতি থাকবে।

রাজনৈতিক মহলের মতে, বিহারে বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে বিতর্ক হতে পারে সংসদে। এই বিষয়ে ইতিমধ্যে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে কংগ্রেস এবং আরজেডি। বিষয়টি সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত পৌঁছেছে। প্রতিদিন লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন বসবে বেলা এগারোটা থেকে। আজ বাদল অধিবেশন শুরু হওয়ার প্রাক্কালে রবিবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডার পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত হল সর্বদল বৈঠক।

রবিবার সর্বদলীয় বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রিজিজু বলেছেন, 'সংসদ অধিবেশন শুরুর আগে সমস্ত দলের ফ্লোর লিডারদের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই অধিবেশনে মোট ৫১টি রাজনৈতিক দল এবং নির্দল সাংসদরা অংশগ্রহণ করেন। এই ৫১টি দলের ৫৪ জন সদস্য সভায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। ৪০ জন তাঁদের দলের পক্ষে নিজেদের মতামত উপস্থাপন করেছিলেন। এটি খুবই গঠনমূলক ছিল। সমস্ত রাজনৈতিক নেতা তাঁদের দলের অবস্থান এবং এই অধিবেশনে তারা কী কী বিষয় আনতে চান, তা জানিয়েছেন। সংসদে অপারেশন সিঁদুরের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে আগ্রহী আমরা। সরকার সবরকম প্রশ্নেরই জবাব দিতে প্রস্তুত।'

## ক্ষতি পাক পরমাণু ঘাঁটির, চাঞ্চল্য উপগ্রহের ছবিতে

**অপারেশন SINDOOR**

**ইসলামাবাদ, ২০ জুলাই:** দু'মাস পেরনোর পরও 'অপারেশন সিঁদুর' নিয়ে চর্চা অব্যাহত। এবার বিদেশি উপগ্রহচিত্র বিশ্লেষক ড্যামিয়েন সাইমনের দাবি, ওই অপারেশনের সময়ই ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র আছড়ে পড়েছিল কিরানা পাহাড়েও। সেখানেই পরমাণু অস্ত্রের ঘাঁটি তৈরি করেছে পাকিস্তান! অবশ্য এনিয়ে এখনও নয়াদিল্লি কিংবা ইসলামাবাদ কোনও প্রতিক্রিয়া জানায়নি। তবে এর আগে ভারতীয় সেনার তরফে বলা হয়েছিল, কিরানা হিলসে কোনও হামলা চালানো হয়নি।

প্রসঙ্গত, পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশে সারগোদা জেলায় অবস্থিত এই পাহাড়ি এলাকা পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর অন্যতম বড় ঘাঁটি। মনে করা হয়, পাকিস্তানের হাতে যে ১৭০টি পারমাণবিক ওয়ারহেড রয়েছে তা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছে। সেই তালিকায় আছে এই কিরানা হিলও। সেই

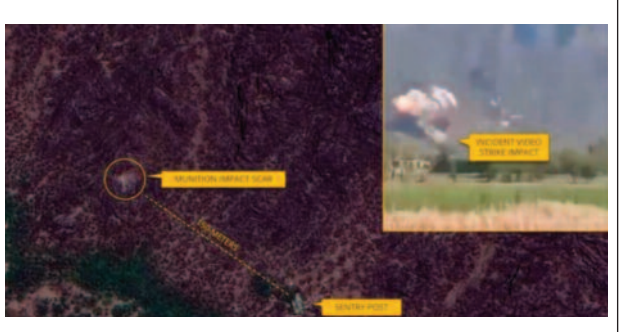

পাহাড়ই ভারতের হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন আশঙ্কা শুরু হয়েছিল আগেই। এবার সামনে এল গত মাসে গুগল আর্থের নতুন ছবি। সেই তথ্য খতিয়ে দেখে সাইমন দাবি করেছেন, মে মাসে ওই এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলগুলি উপগ্রহ চিত্রে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। সেই সঙ্গেই তিনি যে আর একটি ছবি দেখিয়েছেন সেটি সারাগোধা বিমান ঘাঁটির। সেখানেও ভারত হামলা চালিয়েছিল। কিন্তু বর্তমান ছবিটিতে সারিয়ে তোলা রানওয়ে দেখা যাচ্ছে।

'অপারেশন সিঁদুরে'র পর কিরানা হিলস ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকতে পারে বলে ব্যাপক জল্পনা শুরু হয় সোশ্যাল মিডিয়ায়। ভারত সেখানে হামলা চালিয়েছে কিনা প্রশ্ন করা হলে এয়ার মার্শাল একে ভারতী স্পষ্ট ভাষায় সে দাবি খারিজ করে জানান, 'কিরানা হিলসে যে পরমাণু ঘাঁটি রয়েছে এ তথ্য আমাদের দেওয়ার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ। এমন কোনও তথ্য আমাদের কাছে নেই। তবে কিরানা হিলসে আমরা হামলা চালাইনি। সেখানে যাই থাকুক না কেন।' এবার ফের বিতর্ক ছড়াল ড্যামিয়েন সাইমনের দাবি ঘিরে।

### পর্যবেক্ষণে লেজ

■ এবার আতশকাচের নীচে এয়ার ইন্ডিয়া বিমানের লেজ। আমদাবাদে দুর্ঘটনা নিয়ে প্রাথমিক রিপোর্টে বলা হয়েছে, রানওয়ে ছেড়ে আকাশে ওড়ার ২৬ সেকেন্ডের মধ্যে বিমান বিপর্যয়ের কারণ জ্বালানি সুইচ বন্ধ হয়ে যাওয়া। নতুন করে অভিশপ্ত বিমানের লেজের যন্ত্রাংশগুলিকে পর্যবেক্ষণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তদন্তকারীরা।

### বৃষ্টি বজায়

■ আজও বৃষ্টির ধারা বজায় থাকবে বলেই পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। আবহাওয়াবিদদের মতে, উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের ওপরে একটি নিম্নচাপ সৃষ্টির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। তার জেরে মৌসুমি অক্ষরেখা এখন বাঁকুড়া, কাঁথি হয়ে সোজা বঙ্গোপসাগরের বুকে। সেইসঙ্গে আরও একটি অক্ষরেখা উত্তর বিহার থেকে ওড়িশা পর্যন্ত বিস্তৃত।

# শহিদ সমাবেশ ঘিরে তৃণমূলের কর্মীদের ঢল উত্তর হাওড়ায়, প্রস্তুতি তুঙ্গে

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** আজ ২১ জুলাই। ধর্মতলায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেসের বার্ষিক শহিদ সমাবেশ। তার আগেই রবিবার সকাল থেকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার তৃণমূল কর্মী ও সমর্থক এসে পৌঁছেছেন হাওড়া স্টেশনে। সভায় যোগদানের জন্য হাওড়া হয়ে কলকাতায় প্রবেশ করছেন তাঁরা। উত্তর হাওড়ার নানা জায়গায় শাসক দলের তরফে কর্মীদের জন্য থাকা-খাওয়ার বিশেষ বন্দোবস্ত করা হয়েছে। রবিবার সকালে হাওড়া স্টেশনের বাইরে খোলা হয়েছে একাধিক সহায়তা ক্যাম্প। এই ক্যাম্প থেকে ধর্মতলার উদ্দেশ্যে বাস ছাড়ার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। এছাড়াও লঞ্চে এবং হাওড়া ব্রিজ দিয়ে পায়ে হেঁটেও অনেক কর্মী সমর্থক ধর্মতলার দিকে এসেছেন।

উত্তর হাওড়ার সালকিয়ার শ্রীরাম বাটিকা এবং শ্যাম গার্ডেন; এই দুই জায়গায় বাইরে থেকে আসা প্রায় ৩৫ হাজার কর্মী-সমর্থকের জন্য বিশাল রান্নাবান্নার আয়োজন করা হয়েছে। রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ রায় রবিবার সকালে ওইসব জায়গায় ঘুরে দেখে যান প্রস্তুতির অগ্রগতি। রান্নার তদারকিতে রয়েছেন স্থানীয় বিধায়ক গৌতম চৌধুরী। প্রায় আড়াইশো জন রাঁধুনি এবং সহকারী রাঁধুনির সহায়তায় দুপুর থেকে রাত অবধি চলে রান্নার কাজ।

মেনুতে থাকছে ভাত, ডাল, আলু-পটল-সোয়াবিনের তরকারি এবং ডিম। জানা গিয়েছে, রবিবার শ্রীরাম বাটিকা ও শ্যাম গার্ডেনে ব্যাপক সংখ্যায় কর্মী-সমর্থকেরা এসেছেন। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূমের মতো জেলা থেকে আগত কর্মীদের সেখানে রাখা হয়েছে। পাশাপাশি উত্তর হাওড়ার একাধিক ক্লাব, স্কুল, কলেজেও রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করা হয়। ধর্মতলার সভা ঘিরে এখন কার্যত উত্তাল হাওড়া।

দিনভর কর্মীদের আগমন অব্যাহত থাকবে বলেই সূত্রের খবর। ২১ জুলাইয়ের শহিদ দিবসের আগে হাওড়াতেই যেন কর্মীদের এক অস্থায়ী ঘাঁটি গড়ে উঠেছে।

## কিষান দিবস উদ্‌যাপন



**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ১৯ জুলাই, ব্যাংক জাতীয়করণ দিবসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এই উদ্‌যাপন, কৃষি সরঞ্জাম, পরিবহণ এবং অন্যান্য প্রয়োজনে আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে কৃষি সম্প্রদায়কে সহায়তা করার জন্য ব্যাংকের প্রতিশ্রুতি তুলে ধরে। কিষান ক্রেডিট কার্ড প্রকল্প, একটি গুরুত্বপূর্ণ অফার, কৃষি ও সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের পাশাপাশি অ-কৃষি কার্যক্রমের জন্য সময়োপযোগী এবং প্রয়োজন-ভিত্তিক ঋণ প্রদান করে। ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ঋণ দেওয়ার পাশাপাশি ছাগল পালন, মৎস্য, মৌমাছি পালন এবং হাঁস-মুরগি পালনের মতো বিভিন্ন কৃষি কার্যক্রমকেও সহায়তা করে। পূর্ব বর্ধমান জেলার ধাত্রীগ্রামে একটি শিবিরের আয়োজন করে ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া কিষান দিবস উদযাপন করেছে, যেখানে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় কৃষকদের ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া একটি শিবিরের আয়োজন করে কিষান দিবস উদ্‌যাপন করেছে, যার উদ্বোধন করেন জেনারেল ম্যানেজার উদ্দালক ভট্টাচার্য এবং জোনাল ম্যানেজার গয়ালাল মাঝি। কিষান মহোৎসবের অংশ হিসেবে এই অনুষ্ঠানের লক্ষ্য ছিল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার কৃষকদের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রকল্প, যার মধ্যে রয়েছে কিষান ক্রেডিট কার্ড এবং বিভিন্ন কৃষিকাজের জন্য ঋণ। এই একক শিবিরে মোট ২.৫ কোটি টাকা অনুমোদন করা হয়েছে এবং ৪০ জন কৃষককে বিতরণ করা হয়েছে। জোনাল ম্যানেজার গয়ালাল মাঝি জানান, ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া বিষ্ণুপুর এবং বেলিয়ারা (বাঁকুড়া) এবং নবাবহাট (পূর্ব বর্ধমান) -এও শিবিরের আয়োজন করেছে, যেখানে মোট ৪৫ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

## ‘জাতীয় পতাকা দিবস’ উদ্‌যাপন শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের



**নিজস্ব প্রতিবেদন:** শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স সুন্দরবনের ‘বেলা সাহা স্মৃতি বিদ্যা মন্দির’-এ অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে জাতীয় পতাকা দিবস উদযাপন করেছে। ১৯৪৭ সালে ২২ জুলাই ভারতীয় তেরঙ্গাকে দেশের জাতীয় পতাকা হিসেবে গ্রহণ করার স্মৃতি হিসেবে এদিনটিতে জাতীয় স্তরে ‘জাতীয় পতাকা দিবস’ হিসেবে পালিত হয়। ‘বেলা সাহা স্মৃতি বিদ্যা মন্দির’ হল সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত একটি বিদ্যালয়, যার দায়িত্বভার ‘শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স’ গ্রহণ করেছে।

এদিনের অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিখ্যাত নৃত্য গুরু সুদর্শন চক্রবর্তী, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন তপন পট্টনায়ক, প্রেসিডেন্ট, রোটারি ক্লাব অফ ক্যালকাটা ওল্ড সিটি, দেবাশীষ বসু, প্রখ্যাত কথা শিল্পী ও রূপক সাহা, ডিরেক্টর, শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স। এইদিনে এই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জাতীয় পতাকার তাৎপর্য বোঝানোর জন্য এক শিক্ষামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল।

এর পাশাপাশি জাতীয় পতাকার মধ্যে থাকা রংগুলি আসলে কীসের প্রতীক ও কী বার্তা দেয় সেটাও এই অধিবেশনে বোঝানো হয়। শিক্ষার্থীদের দেশাত্মবোধক গান, নাচ ও আবৃত্তির মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে উঠে। কর্মসূচিটি জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে শেষ হয়েছিল।



**নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হল প্রত্যন্ত সুন্দরবনের নামখানা ব্লকের রাজনগর বিশ্বম্ভর হাইস্কুলে। এই অনুষ্ঠানে ৫টি স্কুল থেকে ১৮ টি বিভাগের ওপর ১২০ জন ছাত্রছাত্রী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।**

### ২১ জুলাই আজ তৃণমূলের রাজনৈতিক রূপচর্চার দিনমাত্র

## শহিদদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে শাসক দল: শমীক ভট্টাচার্য



**নিজস্ব প্রতিবেদন:** শহিদ দিবস নয়, তৃণমূলের ২১ জুলাই এখন শুধুই রাজনৈতিক মঞ্চ। এমনই তীব্র ভাষায় আক্রমণ শানালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর কথায়, বর্তমানে তৃণমূলের ২১ জুলাই একটি রাজনৈতিক রূপচর্চা ছাড়া আর কিছু না।

শহিদদের স্মৃতিচারণ করে শমীক বলেন, ২১ জুলাইয়ের প্রাসঙ্গিকতা সেদিনকেই হারিয়ে গেছে, যেদিন ২১ জুলাই যে আমলা গুলি চালানোর অর্ডার কপিতে সই করেছিল, তাকে বিধায়ক তথা মন্ত্রী করা হয়েছিল। পরবর্তীতে তাকে রাজ্যসভার সাংসদ করেছিল তৃণমূল। তাঁর কটাক্ষ, তৃণমূল নিজেদের রাজনৈতিক উত্তরণের জন্য যে শহিদদের সোপান বানিয়েছিল, সেই শহিদদের আত্মা, তাদের পরিবারের আবেগের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এটা এখন তৃণমূলের কাছে শুধুই একটা রাজনৈতিক মঞ্চ। সেই শহিদরা তৃণমূলের কাছে আজকে প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে।

শুধু ২১ জুলাই নয়, উত্তরবঙ্গের পরিবেশ-প্রকৃতির উপরও আক্রমণ করেছে তৃণমূল;এমনই অভিযোগ তুলেছেন শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর বক্তব্য, তৃণমূল কংগ্রেস প্রকৃতির বিরুদ্ধে গিয়ে কাজ করছে। বেআইনিভাবে বালি উত্তোলন, নদীর গতিপথ বদল, পাহাড়ি ঢাল থেকে পাথর তুলে আনা চলছে। অর্কিড, ক্যাকটাসের বনাঞ্চল সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। চা-বাগানের জমি দখল করে রিসর্ট গড়ে তোলা হচ্ছে।

শাসকদলের এই নীতির বিরুদ্ধে আগামী দিনে আরও জোরালো আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি।

## পরিদর্শনে ধর্মতলার সভামঞ্চে অনুব্রত



**নিজস্ব প্রতিবেদন:** একুশে জুলাইয়ের আগে রবিবার বিকেলে ধর্মতলার সভাস্থলে গেলেন বীরভূমের দাপুটে নেতা অনুব্রত মণ্ডল। ঘুরে দেখলেন শেষবেলার প্রস্তুতি। তবে এদিন একুশের সমাবেশ নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি তিনি। রবিবার বিকেল ৫টার কিছু আগে ধর্মতলায় তৃণমূলের মঞ্চের কাছে ব্যারিকেড ঘেরা এলাকায় দেখা যায় তাঁকে। প্রথমে তিনি সভাস্থলে ঢুকতে চাইছিলেন। কিন্তু প্রাথমিকভাবে নিরাপত্তারক্ষীরা বীরভূমের তৃণমূল নেতাকে ব্যারিকেডের বাইরেই দাঁড়াতে বলেন। সেখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেন কেষ্ট। মিনিট কুড়ি পর সভাস্থলে যাওয়ার অনুমতি মেলে। তারপর তিনি ভিতরে প্রবেশ করে মঞ্চে উঠে চেয়ারে বসেন। সেইসঙ্গে খতিয়ে দেখেন সভার প্রস্তুতি।

## কালীগঞ্জে মৃত তামান্নার প্রতি সুবিচার চেয়ে কংগ্রেসের শহিদ দিবস পালনের ডাক

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ‘কালীগঞ্জ চলো’ - ডাক দিয়েছে রাজ্য যুব কংগ্রেস কমিটি। নদিয়া জেলার কালীগঞ্জের বালিকা তামান্না খুনের কিনারা হয়নি। প্রায় এক মাসের কাছাকাছি হতে চলেছে, ওই ঘটনায় বিচার চাইতে পথে নামছে যুব কংগ্রেস। উল্লেখ্য, গত ২৩ জুন উপ নির্বাচনের ফল ঘোষণার দিন দুপুরে ওই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে শাসকদল, এই অভিযোগ কংগ্রেস সহ সমস্ত বিরোধীদের। কার্যত, স্কুল পড়ুয়াকে লক্ষ্য করে বোমা ছুড়ে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে। সেই শহিদ পরিবারের পাশে দাঁড়াতে ফের সেখানে এক দলের তরফেও কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ যুব কংগ্রেসের সদস্য ও আহ্বায়ক শাহিন জাভেদ এই প্রসঙ্গে জানান, শহিদদের রক্তে লেখা এই ঐতিহাসিক দিন। তামান্না, অভয়াদের জন্যে ন্যায় বিচারের দাবিতেই এর সুবিচার চাইতে শহিদ দিবস সেখানে পালন করা হবে। প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরীর নেতৃত্বেই হবে জনসভা।

## মিড ডে মিলে দুর্নীতির অভিযোগ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া:** **বাগনানের পর এবার উলুবেড়িয়া। বিদ্যালয়ের মিড ডে মিলে দুর্নীতির অভিযোগ উঠল উলুবেড়িয়া ১ নং ব্লকের একটি বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে। ঘটনায় ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে শোকজ করেছেন উলুবেড়িয়া ১ নং ব্লকের বিডিও এইচএম রিয়াজুল হক। তাকে তিনদিনের মধ্যে লিখিত উত্তর দিতে বলা হয়েছে। উলুবেড়িয়া ১ নং ব্লক প্রশাসন সূত্রে খবর বেশ কিছুদিন ধরেই ব্লকের ওই বিদ্যালয়ে মিড ডে মিলের দুর্নীতি নিয়ে অভিযোগ সামনে আসছিল। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠছিল প্রতিদিন যে সংখ্যক পড়ুয়া বিদ্যালয়ে আসছে তার থেকেও বেশি সংখ্যক পড়ুয়ার সংখ্যা মিড ডে মিলের পোর্টালে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। আর এই বিষয়টি সামনে আসতেই নড়েচড়ে বসে ব্লক প্রশাসন।**

**সম্প্রতি ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরা, বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে গেলে তাদের সামনে দুর্নীতির বিষয়টি পরিস্কার হয়ে যায়। দেখা যায় সেই দিন বিদ্যালয়ে ৯০ জন পড়ুয়া উপস্থিত থাকলেও পোর্টালে সেই সংখ্যা ৫১৫ দেখানো হয়েছে। এমনকী পরের দিন আধিকারিকরা ওই বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে গেলে সেদিনেও দেখা যায় পঞ্চম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সেদিন বিদ্যালয়ে ১৯৩ জন পড়ুয়া উপস্থিত থাকলেও পোর্টালে সেই সন্ধ্যা ৫০৮ দেখানো হয়েছে। শুধু তাই নয়, পড়ুয়াদের মিড ডে মিলের খাবার পরিবেশন করার আগে বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদের সেই খাবার খেয়ে পরীক্ষা করে দেখালে যে সরকারের নির্দেশ আছে সেই নির্দেশও এই বিদ্যালয়ে মানা হচ্ছে না। আর এর পরেই ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে শোকজ করার নির্দেশ দেন বিডিও। বিডিও এইচ এম রিয়াজুল হক বলেন, প্রধান শিক্ষকের কাছ থেকে এইরকম অনিয়ম ও প্রত্যাশিত এবং নিন্দনীয়। ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে শোকজ করা হয়েছে। সন্তোষজনক উত্তর না পেলে ওনার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানান বিডিও এইচএম রিয়াজুল হক।**

## রাস্তা উদ্বোধনে মাইকে কুরুচিকর ভাষা, বিতর্কে জয়নগরের তৃণমূল বিধায়ক

**নিজস্ব প্রতিবেদন, জয়নগর:** পথ নির্মাণের উদ্বোধনে গিয়ে প্রকাশ্যে মাইকে পুলিশ প্রশাসনকে কুরুচিকর ভাষায় আক্রমণ করলেন জয়নগর বিধানসভার তৃণমূল বিধায়ক। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বকুলতলা থানার অন্তর্গত রূপনগর গ্রামে, বেলেদুর্গানগর গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায়। গ্রামের মানুষ ও স্থানীয় নেতৃত্বের উপস্থিতিতে মঞ্চে দাঁড়িয়ে মাইকে প্রশাসনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেন অশালীন ও কুৎসিত ভাষা, যা মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন মাধ্যমে।

এই ঘটনার পর থেকেই শুরু হয় জোরদার রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সদস্য খান জিয়াউল হক ঘটনার তীব্র নিন্দা করে বলেন, এই ধরনের ভাষা তৃণমূল কংগ্রেস কখনও সমর্থন করে না। একজন শিক্ষক হিসেবে তাঁর আরও সংযত হওয়া উচিত ছিল। তিনি কোন পরিস্থিতিতে এমন ভাষা ব্যবহার করলেন, সেটা তাঁর বিষয়; কিন্তু দল বা শিক্ষক সমাজ এই আচরণকে মান্যতা দিতে পারে না। এদিকে ঘটনার সুযোগ নিয়ে কড়া আক্রমণ শানিয়েছেন বিরোধী দল বিজেপির নেতারা। জয়নগর সাংগঠনিক জেলার বিজেপি সভাপতি উৎপল নস্কর বলেন, একজন শিক্ষক হয়ে প্রকাশ্যে এই ধরনের ভাষা প্রয়োগ অত্যন্ত লজ্জাজনক। তাঁর অবিলম্বে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়া উচিত। এই ঘটনার পর সাধারণ মানুষের মধ্যেও মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। কেউ বলছেন, রাজনীতির রূঢ় বাস্তবতা থেকে এই উক্তি এসেছে, আবার কেউ বলছেন, এক জনপ্রতিনিধির কাছ থেকে এই ব্যবহার অনভিপ্রেত। তৃণমূল নেতৃত্ব এই ঘটনার রাজনৈতিক ক্ষতি সামাল দিতে মরিয়া হলেও, প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইবেন কিনা বিধায়ক, এখন সেটাই দেখার। যদিও বিধায়ক বিশ্বনাথ দাসের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি এই বিষয়ে কিছু বলতে চাননি।


# শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

**তারাপিঠ ও কামাক্ষা সিদ্ধ**



**অধ্যাঃ স্বপন ভট্টাচার্য্য (জি.এস)**
**এফ.আর.এস (লন্ডন)**
বংশানুক্রমে ও ৪৫ বছরের অভিজ্ঞতায় **বিদ্যা, বিবাহ, ব্যাবসা, দাম্পত্য কলহ** ইত্যাদি সমাধানের জন্য আজই আসুন ও জীবন শান্তিতে কাটান।
**বিঃদ্রঃ- প্রতি ৬ মাসে জ্যোতিষ, তন্ত্র, হস্তরেখা, সংখ্যাতত্ত্ব, বাস্তুবিদ্যা শিখুন। ভর্তি চলিতেছে।**
**M-9830508955/ 8972034019**

**CHANGE OF NAME & D.O.B**

I, KRISHNA RAO S/O Rama Rao resident of H. No. 14, BL. No. 5, P.O. & P.S.- Jagatdal, Dist.- North 24 Parganas, PIN- 743125 do hereby declare vide affidavit serial no. 78 dated 18.07.2025 in the court of the Ld. Judicial Magistrate, 1st Class, at Barrackpore that my correct and actual name is KRISHNA RAO and it is recorded in my Aadhar Card but inadvertently, my name was recorded as Y. MOHAN RAO S/O Rama Rao in my previous Aadhar Card. My actual date of birth is 01.07.1964 and it is recorded in my Aadhar and PAN cards but inadvertently, in my Voter ID card, the year of birth has been recorded as 1971. KRISHNA RAO and Y. MOHAN RAO is the same and one identical person.

**বিজ্ঞপ্তি**

**আমার মক্কেল শ্রী সুরজিৎ সেনগুপ্ত পিতা- স্বর্গীয় প্রণব কুমার সেনগুপ্ত** ইংরেজি ১৩/১২/২১ তারিখে সোনারপুর অ্যাডিশনাল ডিসটিক সাব রেজিস্ট্রি অফিস হইতে আমোক্তার শ্রী সুশান্ত নস্কর ও শ্রী শেখর রায় ৭৮৫৯ নম্বর পাওয়ার নামা দলিলের সম্পত্তি যাহা মৌজা এলাচি, জে.এল. নম্বর-৭০ এল.আর.- ৩০/৩৭/৭৫৮/৭৭৩ খতিয়ানে, এল.আর. ১৩৭৭, নম্বর দাগ এ ০২ কাটা ২৮ বর্গফুট জমি সোনারপুর রেজিস্ট্রি অফিসে ইংরেজি ০৯/০৬/২০২৫ তারিখে৪৯৬৭/ ২০২৫ নং দলিল মূলে ক্রয় করে মিউটেশনের জন্য আবেদন করে। যাহার কেস নং MN/2025/ 1615/31261 যদি কারো কোনো আপত্তি থাকে তাহলে ১৫ দিনের মধ্যে সোনারপুর বি. এল. এন্ড আর. ও অফিসে যোগাযোগ করুণ।

**Bishal Dey**
**Advocate**
**F/1943/2023**

**শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/**





## আজকের দিনটি কেমন যাবে?

**আজ ২১ শে জুলাই , ৪ ঠা শ্রাবন সোম বার, কৃষ্ণ পক্ষের কামিকা একাদশী তিথি । জন্মে বৃষ রাশি। অষ্টোত্তরী রবি র বিংশোত্তোরী চন্দ্র র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই , সকাল ৮/২৬ র পরে একপাদ দোষ ।**

**মেষ রাশি :** শুভ। বাণিজ্যে অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। লৌহ মেশিনারি বা ইমারতির দ্রব্য ব্যাবসায়ীদের শুভ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ও শুভ। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোনো সুখবর নিয়ে বান্ধব বা স্বজন পরিবারে আসবে। প্রতিবেশীর দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ, কেমিক্যালের এর ব্যবসা যারা করছেন তারা লাভবান হবেন। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সাদা।

**বৃষ রাশি :** শশুর বাড়ির স্বজন আত্মীয় দ্বারা ছোট ভ্রমণের সুযোগ এবং তাদের দাঁড়ায় সম্মান বৃদ্ধির যোগ। আজ বিপদ মুক্ত। পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ বেরোবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকবে, তবে ক্ষতির সম্ভবনা নেই। নারীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধি। প্রবীণ প্রতিবেশি কিছুদিন আগেও যার সাথে বিবাদ ছিল তার দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্র ওম গণ গণেশায় নমো। শুভ দিক উত্তর। শুভ রং ঘিয়ে।

**মিথুন রাশি :** পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্য হতে সতর্ক থাকুন। আজকের দিনটা ভালো হলেও খুব সতর্ক থাকা ভালো। একসাথে পড়াশুনা করতেন এরকম বান্ধব দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। বাড়িতে তালা দেওয়ার সময় তাড়াহুড়ো করবেন না, আপনার তাড়াহুড়োর কারণে মূল্যবান দ্রব্য কিছু দিন আগে ক্ষতি হয়েছে। ঋণ নি গ্রহণ করতে পারেন। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সবুজ।

**কর্কট রাশি :** আজ ধনপ্রাপ্তি, অর্থপ্রাপ্তি, সম্পদপ্রাপ্তির প্রভূত সম্ভাবনা। বফন্ধু বান্ধব দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জলের মিস্ত্রি বাড়িতে আসলে আধার কার্ড বা পরিচয় পত্র নিতে ভুলবেন না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ আলোচনায় পরিবারে নতুন কোনো জিনিস আসতে পারে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে প্রতিউত্তর না দেওয়া ভালো। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

**সিংহ রাশি :** ইলেকট্রিকাল দ্রব্য এসি, টিভি ফ্রিজ কেনার জন্য মনস্থির করছিলেন আজ শুভ দিন। পরিবারের আট বছরের নিচের কোনো শিশুর দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি গ্রোভবতী মায়েরা একটু সচেতন থাকুন। বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে একটু ভেবে নিন। বাড়ি-ঘর, জমি সংক্রান্ত সমস্যার নি সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ এক বন্ধুর সহযোগিতায় মুক্ত হবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে শুভ। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। মন্ত্র ওম নমঃ গণেশায়। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

**কন্যা রাশি :** সচেতনতা মূলক শান্তি। স্বামী স্ত্রী র গভীর আলোচনায় কেন তৃতীয় ব্যাক্তিকে টানছেন? লিভার, তলপেট, গলব্লাডার, নিয়ে যে সমস্যা তৈরি হয়েছিল তার থেকে মুক্তি। এক কৃষ্ণবর্ণ বান্ধব দ্বারা শুভ। পরিশ্রমের দ্বারা সফলতা কথাটা ভুলে গেলে আজ ক্ষতি। দূর ভ্রমণে না যাওয়া ভালো। স্পষ্ট কথা বলা ভালো তবে অন্যকে কষ্ট না দিয়ে। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

**তুলা রাশি :** বিষয় আসায় বিশেষ করে মৃত পিতার সম্প্রতি বা মৃত দাদুর সম্পত্তি থেকে আয় বৃদ্ধির নতুন পথ দেখা যাবে। আজ দাম্পত্য সুখ নিশ্চিত। পরিবারে ধন বৃদ্ধি, ব্যবসা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু প্রতিবেশী সেজে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করবে। মায়েদের প্রসূতি রোগে কষ্ট বৃদ্ধি। স্বজন-পরিজন থেকেও না থাকার মতন। একটি সুখবর আসবে সান্ধ্যকালীন। প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পশ্চিম।

**বৃশ্চিক রাশি :** মনে এক আর মুখে এক, এই করলে বিপদ। প্রাণের বন্ধু আপনি যাকে ভাবতেন তিনি আপনাকে কেন এড়িয়ে চলছে? এক প্রভাব শালী রাজনৈতিক ব্যাক্তির দ্বারা ক্ষতির আশংকা। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন হঠাৎ বিবাদ-বিতর্ক শুরু হতে পারে। নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক থেকে দুঃখ প্রাপ্তি। পরিবারে গুরুজনের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। নিজ নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি থেকে লাভ প্রপ্তি। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। মন্ত্র সং শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

**ধনু রাশি :** কিছু শুভ। যাকে এতদিন শত্রু মনে করতেন আজ তিনি আপনার বন্ধু রূপে বিশেষ কোনো উপকার করবে। পরিবারের নাবালক আত্মীয় দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। বান্ধব সহযোগে ভ্রমণের দ্বারা অতীব শুভ। বাড়ির পোষ্য কুকুর বা বেড়াল থেকে সমস্যা তৈরী হবে। অর্থ বৃদ্ধি নাহলেও শুভ সংকেত আগামীকাল দেখা যাবে। সন্ধ্যার পর কোনো নিমন্ত্রনে গেলে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর

**মকর রাশি :** এক প্রিয়জনের সহযোগিতায় নৈরাশ্য হতাশা কাটবে আনন্দ প্রাপ্তি। গুরুর মন্ত্র নিলেন কিন্তু পুজোপাঠ জপ-তপ এ আপনার মন নেই, তাহলে দৈব কৃপা কেমন করে পাবেন। গ্রহ স্থিতি অনুসারে বান্ধব দ্বারা বা মোবাইল ফোন দ্বারা কোনো স্বজন সম্পর্কে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি হবে। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

**কুম্ভ রাশি :** স্বজন বান্ধব সহ আনন্দ প্রাপ্তি। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। আপনার মনে সেবা মূলক ভাব ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, সমাজে কোনো শুভ কিছু করার চিন্তা আজ আপনার রাশির উপ অতীব শুভ যোগ তৈরি করছে। হঠাৎ করে অর্থ প্রাপ্তি। প্রেমিক যুগল ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

**মীন রাশি :** সতর্ক থাকুন। আজ ছোট ঘটনা নিয়ে যদি অধৈর্য হয়ে পড়েন পরিবারে বিবাদ বিতর্ক সৃষ্টি হয় তাহলে সুখ কি করে আসবে? আজ সতর্ক বি থাকার দিন। প্রেমিক যুগল আজ কথা না রক্ষার জন্য ছোট বিবাদ বড় আকার নেবে। কোর্ট কেসে যে মামলাটি আছে আজ সেই বিষয় দুঃখ প্রাপ্তি হবে। গৌড় বর্ণের শত্রু থেকে সতর্ক থাকুন।। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

**(আজ কামিকা একাদশী তিথি।)**


**NOTICE**

This is to inform that, my client Sk. Jakir Hossen & Sk. Sahid Hoossen S/o Late Sk. Nuru R/o Jafala, P.O. : Jakpur, P.S. KGP (L), Dist- Paschim Medinipur, WB-721301, executed General Power of Attorney in respect of 30.50 Dec. (30 Dec. + 0.50 Dec.) property, vide Deed No IV-107/12 on 26/04/12 at Kharagpur A.D.S.R in favour of Sheikh Saijad S/o Sk. Aziz in respect of 30 Dec. property, R.S. & L.R. Plot No. 317, Khatian No. RS- 150, L.R.-768, J.L. No. 211, Mouza- Ruisanda, P.S. KGP (L), Dist- Paschim Medinipur.

Then said attorney are sold out approx 30 Dec. area of the said property to **Nargis Parveen** W/o Sk. Saijid R/o Panchberia, P.O. : Inda, P.S. KGP (T), Dist- Paschim Medinipur, WB-721305, through the Deed No. **I-4871/25** dated : 16/06/25, **I-4874/25** dated : 16/06/25, **I-5372/25** dated: 01/07/25, **I-5374/25** dated : 01/07/25 & **I-5456/25** dated : 02/07/25 at Kharagpur A.D.S.R. That, if any person have any objection, then he/ she may communicate with me within 30 days after publication otherwise his/her claim shall not be entitled as per law.

**BRAJADULAL ADHIKARI**
Advocate, Enro : F/683/1144/2014
KGP SDO Court, Paschim Medinipur

**NOTICE**

This is to inform that, my client 1). Sulekha Dasgupta W/o Sumanta Dasgupta 2). Uma Saha W/o Dilip Saha, 3). Niva Gupta Roy W/o Asit Kumar Roy, 4). Sourish Gupta S/o Late Sukharanjan Gupta 5). Moumita Gupta W/o Sujoy Gupta 6). Sayan Gupta S/o Late Pradip Gupta, R/o Kharida Bangalipara, P.O. : KGP, P.S. KGP (T), Dist- Paschim Medinipur, WB-721301, executed General Power of Attorney in respect of 1.58 Dec. property, vide Deed No IV-4752/2022 on 05/05/22 at Kharagpur A.D.S.R in favour of 1). Dipak Gupta S/o Late Sukharanjan Gupta, 2). Keya Gupta W/o Late Pranab Gupta, 3). Tapasi Gupta W/o Late Pradip Gupta, in respect of 1.58 Dec. property, R.S. Plot No. 681 & L.R. Plot No. 1286, Khatian No. 132 L.R. & RS- 584, J.L. No. 194, Mouza- Kharida, P.S. KGP (T), Dist- Paschim Medinipur.

Then said attorney are sold out approx 1.58 Dec. area of the said property to **Laxmi Devi Sonar** W/o Ashok Prasad Sonar R/o Kharida Bangali para, P.O. : KGP, P.S. KGP (T), Dist- Paschim Medinipur, WB-721301, through the Deed No. I-7594/2023 on 11/08/2023 at Kharagpur A.D.S.R. That, if any person have any objection, then he/ she may communicate with me within 30 days after publication otherwise his/her claim shall not be entitled as per law.

**BRAJADULAL ADHIKARI**
Advocate, Enro : F/683/1144/2014
KGP SDO Court, Paschim Medinipur

**NOTICE**

This is to inform that, my client Jagannat Dutta S/o Late Molin Chandra Dutta R/o at Rajgram, P.O.- KGP, P.S.- KGP (T), Dist- Paschim Medinipur, WB- 721301 executed General Power of Attorney in respect of 09 Dec. property, vide Deed No IV-2905 on dated 12/04/24 at ADSR Kharagpur in favor of Arup Dutta S/o Jiten Chandra Dutta R/o at Rajgram, P.O.- KGP, P.S.- KGP (T), Dist- Paschim Medinipur, WB- 721301 in respect of 09 Dec. property, Plot No. R.S. & L.R- 289, 302 & 304, Khatian No. 590 L.R., J.L. No. 112, Mouza- Maheshpur, P.S.- KGP (L), Dist- Paschim Medinipur. Then said attorney is sold out approx 09 Dec. area of the said property to **Subrata Shit** & Soubik Shit S/o Ranjit Shit R/o at Kenduyapal, P.O.- Shyamraipur, P.S.- KGP (L), Dist- Paschim Medinipur, WB- 721301 through the Deed No. I-3376/24, on dated 19/04/24 at A.D.S.R. Kharagpur.

That, if any person have any objection, then he/ she may communicate with me within 30 days after publication otherwise his/her claim shall not be entitled as per law.

**BRAJADULAL ADHIKARI**
Advocate, Enro : F/683/1144/2014
KGP SDO Court, Paschim Medinipur

**শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১**

**ঘোষণা-** এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২১ জুলাই ২০২৫, ৪ শ্রাবণ ১৪৩১ সোমবার

# শহিদ সমাবেশ প্রস্তুতি...

ধর্মতলায় একুশে জুলাইয়ের মঞ্চের সামনে কর্মীদের ভিড়।

শহিদ সমাবেশের আগে গীতাঞ্জলি স্টেডিয়ামে পৌঁছলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

শহিদ সমাবেশে যোগ দিতে উত্তরবঙ্গ থেকে এসে পৌঁছলেন তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা।

## কলকাতা বিমানবন্দরে জঙ্গি হানার মহড়া

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার প্রস্তুতি আরও মজবুত করতে কলকাতা বিমানবন্দরে বৃহৎ মাপের যৌথ মহড়া চালাল সশস্ত্র বাহিনী ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলি। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আয়োজন করা হয় 'অগ্নিপথ কাউন্টার টেররিস্ট ড্রিল'।

এই মহড়ায় অংশ নেয় কলকাতা পুলিশ, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের এসটিএফ, সিএআইএসএফ, এনএসজি, এএআই, কুইক রেসপন্স টিম, ফায়ার সার্ভিস, এনডিআরএফ, ক্যাটস অ্যাম্বুল্যান্স এবং অন্যান্য জরুরি পরিষেবার দলগুলি।

মূলত এনএসজি -এর ব্ল্যাক ক্যাট কম্যান্ডোদের নেতৃত্বে 'অগ্নিপথ কাউন্টার টেররিস্ট ড্রিল' হয় রাত ৮টা থেকে ১০টা পর্যন্ত। এএআই অফিসে সন্ত্রাসবাদী হামলার দৃশ্য তৈরি হয়, যেখানে ১২ জন কর্মী বন্দি অবস্থায় ছিলেন এবং বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। এসটিএফ প্রতিরোধের পর এনএসজি টিম ৬ জন সশস্ত্র জঙ্গিকে 'নিষ্ক্রিয়' করে এবং সব বন্দিকে সুরক্ষিতভাবে উদ্ধার করে।

আতঙ্ক, চাপে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার সামর্থ্য, সমন্বয়ের দক্ষতা ও প্রযুক্তির ব্যবহার কেমন হওয়া উচিত, তা এই মহড়ায় প্র্যাকটিস করা হয়। কলকাতা বিমানবন্দরের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থানে যদি ভবিষ্যতে কখনও এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়, তার মোকাবিলায় প্রস্তুতির মান যাচাই ও শক্তি প্রদর্শনই ছিল এই মহড়ার মূল লক্ষ্য।

পুলিশ ও সেনা সূত্রে জানানো হয়েছে, এই ধরনের মহড়া নিয়মিত চলবে যাতে সর্বোচ্চ প্রস্তুতি বজায় রাখা যায়।

## আবার নিম্নচাপের চোখরাঙানি, দুই বঙ্গেই বৃষ্টির পরিমাণ বৃদ্ধির আশঙ্কা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** শ্রাবণের প্রথম সোমবারেই আকাশের মুখ গোমড়া রাজ্যজুড়ে। দক্ষিণবঙ্গের নানা প্রান্তে গত ক'দিন ধরেই দফায় দফায় বৃষ্টিতে ভিজছে জনজীবন। আজ সোমবারও সেই ধারা বজায় থাকবে বলেই পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর।

আবহাওয়াবিদদের মতে, উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের উপরে একটি নিম্নচাপ সৃষ্টির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। তার জেরে মৌসুমি অক্ষরেখা এখন বাঁকুড়া, কাঁথি হয়ে সোজা বঙ্গোপসাগরের বুকে। সেইসঙ্গে আরও একটি অক্ষরেখা উত্তর বিহার থেকে ওড়িশা পর্যন্ত বিস্তৃত। বঙ্গোপসাগর থেকে ক্রমাগত জলীয় বাষ্প ঢুকে পড়ায় আজও রাজ্যের বহু জেলায় ঝড়-বৃষ্টি অব্যাহত থাকবে।

সকালের দিক থেকে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকবে। দুপুরের পর থেকে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, দুই ২৪ পরগনা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, দুই বর্ধমান, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায়। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন ২৭ ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে বলে জানানো হয়েছে।

আবহাওয়াবিদরা জানিয়েছেন, ২৪ জুলাই (বৃহস্পতিবার) উত্তর বঙ্গোপসাগরের উপর ফের একটি নিম্নচাপ সৃষ্টি হতে পারে। তার প্রভাবে আগামী বুধবার থেকেই দক্ষিণবঙ্গজুড়ে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে পারে। কলকাতা, দুই মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা সহ একাধিক জেলায় বৃহস্পতিবার ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সোমবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং-সহ পার্বত্য জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। মঙ্গলবার থেকে কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারেও ঝড়-বৃষ্টির দাপট বাড়তে পারে। উত্তর দিনাজপুরে জারি করা হয়েছে হলুদ সতর্কতা। প্রশাসনের তরফেও নিচু এলাকা ও নদী উপচে পড়া অঞ্চলগুলিতে সতর্কতা জারি রাখা হয়েছে।

## ২১ জুলাই পালনেই ব্যস্ত স্বাস্থ্য আধিকারিক! তীব্র কটাক্ষ সুকান্তর

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** একদিকে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর বেহাল দশা, অন্যদিকে সেই জেলারই স্বাস্থ্য আধিকারিকদের 'রাজনৈতিক আনুগত্য' নিয়েই বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। শনিবার তিনি অভিযোগ করেন, এই রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা নামে কিছু নেই। প্রসূতি মায়েরা সঠিক চিকিৎসা না পেয়ে মৃত্যুর মুখে যাচ্ছেন। অথচ তৃণমূল নেত্রীকে খুশি রাখতেই ব্যস্ত সরকারি আধিকারিকরা!

সুকান্তবাবুর অভিযোগ, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হরিরামপুর ব্লকে স্বাস্থ্য পরিষেবার চূড়ান্ত অব্যবস্থার মধ্যেও ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক অনিরুদ্ধ চৌধুরী এবং চিকিৎসক

এরশাদ আলি ২১ জুলাই পালনে মত্ত। তিনি বলেন, স্বাস্থ্য দপ্তরের দায়িত্বে থাকা যাঁরা আছেন, তাঁদের কাছে জনগণের সেবা নয়, দলীয় আনুগত্যই মুখ্য। প্রসূতি মায়েদের জীবনের ঝুঁকি বাড়ছে। ওষুধ, অক্সিজেন বা পরিকাঠামোর ঘাটতির কারণ বাড়ছে, অথচ চিকিৎসকেরা তখন ব্যস্ত ফটো সেশনে। এমন দৃশ্যের জন্য তৃণমূল সরকারের লজ্জা হওয়া উচিত।

সুকান্ত মজুমদার আরও বলেন, একজন জেলার উচ্চপদস্থ স্বাস্থ্য আধিকারিক যদি তৃণমূলের '২১ জুলাইয়ের' মতো রাজনৈতিক কর্মসূচিতে এইভাবে মেতে ওঠেন, তাহলে গোটা রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের চিত্রই আন্দাজ করা যায়। এটা শুধু অপেশাদারিত্ব নয়, এটা দুর্নীতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতাও।

রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের এমন আচরণকে প্রশাসনিক ব্যর্থতার জ্বলন্ত উদাহরণ বলেও কটাক্ষ করেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, দল আগে, সরকার আগে, মানুষ পরে; এই তৃণমূল দর্শনের জেরেই আজ বাংলার স্বাস্থ্য পরিষেবা মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে।

## বটুকেশ্বর দত্তের স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি, মমতার নীরবতা নিয়ে কটাক্ষ শুভেন্দুর

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** মহান বিপ্লবী, দেশভক্ত এবং বাংলার গৌরবময় স্বাধীনতা সংগ্রামী বটুকেশ্বর দত্তের মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নীরবতা নিয়ে কটাক্ষ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার এক্স (সাবেক টুইটার)-এ একটি পোস্টে তিনি লেখেন, দেশভক্ত, বীর বিপ্লবী এবং বাংলার মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী বটুকেশ্বর দত্তকে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি। তাঁর ত্যাগ আমাদের মনে আজও রাষ্ট্রসেবার প্রেরণা জাগায়। এর পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি পরোক্ষভাবে আঙুল তুলে শুভেন্দু লেখেন, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এই দিনটি ভুলে গেলেও উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে ভোলেননি!

এই মন্তব্যের সঙ্গে শুভেন্দু শেয়ার করেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন বার্তা। যোগী লেখেন, ভারত মাতা'র বীর সন্তান, অমর ক্রান্তিকারী বটুকেশ্বর দত্ত-র মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁকে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি! আপনার বলিদান ও সাহসিক জীবন স্বাধীনতা সংগ্রামের অমর গাথা, যা চিরকাল আমাদের সকলকে রাষ্ট্রসেবার অনুপ্রেরণা জোগাবে। শুভেন্দুর এই পোস্ট রাজনৈতিক মহলে নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। একদিকে বটুকেশ্বর দত্তের উত্তরপ্রদেশে প্রয়াণ হলেও তিনি বাংলার সন্তান; সেই প্রেক্ষিতেই রাজ্যের শাসক নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন তাঁকে শ্রদ্ধা জানালেন না, তা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধী দলনেতা।

সল্টলেকে আয়োজিত বিজেপির বিশেষ সাংগঠনিক বৈঠক। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, ড. সুকান্ত মজুমদার-সহ অন্যান্যরা।

## শ্যামনগর এক্সাইড ব্যাটারি কারখানা

## বিজেপির শ্রমিক ইউনিয়নকে মান্যতা না দেওয়ার অভিযোগ পবন সিংয়ের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** লাভজনক সংস্থা এক্সাইড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের শ্যামনগর নিউ কর্ড রোডের ওপর অবস্থিত কারখানা 'মাদার' ইউনিট। আর এই কারখানার 'সিস্টার' ইউনিট রয়েছে হলদিয়ায়। এক্সাইড ব্যাটারি কারখানার শ্যামনগর ইউনিটে বিজেপির শ্রমিক ইউনিয়নকে মান্যতা না দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। রবিবার সাংবাদিক বৈঠক ডেকে বিজেপি সমর্থিত ভারতীয় জনতা মজদুর মঞ্চের সভাপতি তথা ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন কুমার সিং মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে দ্বিচারিতা করার অভিযোগ তুলে ধরলেন। বিধায়ক পবন কুমার সিং বলেন, এক্সাইড কারখানার হলদিয়া ইউনিটে কিছুদিন আগে ১৯টি আসনের ভোটাভুটিতে বিজেপির শ্রমিক ইউনিয়ন বিএমএস পেয়েছে ১৪টি আসন। আর তৃণমূলের আইএনটিটিইউসি পেয়েছে মাত্র ৫টি আসন। পবনের কথায়, কারখানার হলদিয়া ইউনিটে বিজেপির শ্রমিক ইউনিয়নকে মান্যতা দেওয়া হচ্ছে। অথচ মাদার ইউনিট শ্যামনগরে বিজেপি সমর্থিত ভারতীয় জনতা মজদুর মঞ্চকে মান্যতা দেওয়া হচ্ছে না। তার মানে কারখানা কর্তৃপক্ষ দ্বিচারিতা করছে। তাঁর অভিযোগ, শাসকদলের তরফে কারখানা কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। সেই কারণে হয়তো কর্তৃপক্ষ বিজেপির ইউনিয়নকে মান্যতা দিতে ভয় পাচ্ছেন। এদিন পবন সিং ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, শ্রমিক বিরোধী একাধিক ইস্যুতে গত ৩০ জুন শ্যামনগর এক্সাইড কারখানার গেটে সভার ডাক দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মালিকপক্ষ সভা করার অনুমতি দেয়নি। পবন আরও বলেন, গত দশ বছর যাবত এখানে ইউনিয়নের ভোটাভুটি হচ্ছে না। যার ফলে শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া আদায়ে বিরোধীরা ঠিকমতো আওয়াজ তুলতে পারছে না। যদিও শ্রমিকদের পাশে দাঁড়িয়ে গেট সভা করার অনুমতি পেতে তাঁরা আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। এবার দলীয় ইউনিয়নের মান্যতা আদায়ে তাঁরা আদালতের দ্বারস্থ হবেন। বিধায়ক পবন সিংয়ের দাবি, তৃণমূল সমর্থিত ইউনিয়ন আইএনটিটিইউসি ভয় পাচ্ছে। এখানে নির্বাচন হলে ওরা হয়তো হেরে যাবে। তাই শাসকদল এখানে নির্বাচন করাতে চাইছে না। তাঁর কথায়, বিজেপি ইউনিয়ন না থাকার সুযোগ নিয়ে শাসকদলের ইউনিয়ন ওখানে ছড়ি ঘোরাচ্ছে। ওদের নেতাদের কথামতো মালিকপক্ষ চলছে। ভারতীয় জনতা মজদুর মঞ্চের কার্যকারী সভাপতি সঞ্জয় সিং বলেন, আগে শ্যামনগর এক্সাইড কারখানায় প্রতি দু'বছর অন্তর শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচন হত। গত দশ বছর ধরে এখানে কোনও নির্বাচন হয়নি। শাসকদল মালিকপক্ষের ওপর প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করে রেখেছে, যাতে বিজেপির ইউনিয়নকে মান্যতা দেওয়া না হয়। তাঁর কথায়, বামেদের সিটু ইউনিয়ন এবং কংগ্রেসের ইনটাক ইউনিয়নকে এখানে মান্যতা দেওয়া হচ্ছে। অথচ বিজেপির ইউনিয়নকে মান্যতা দেওয়া হচ্ছে না। তার মানে শ্রমিক দরদী নেতা অর্জুন সিং-কে ওরা ভয় পাচ্ছে।

## 'নতুন সূর্যোদয় তথ্যপ্রযুক্তিতে', গর্বের সঙ্গে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের অভাবনীয় অগ্রগতি নিয়ে দেশজুড়ে এখন আলোচনা। এবার দেশের মূলধারার সংবাদমাধ্যমও স্বীকৃতি দিল এই সাফল্যকে। সেই খবর নিজের এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডেলে ভাগ করে নিয়ে গর্ব প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার এক্স পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, এই আনন্দের খবর সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পেরে খুশি। দেশের মূলধারার সংবাদমাধ্যম এবার স্বীকার করতে শুরু করেছে যে, তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগের দিক থেকে এখন নেতৃত্ব দিচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ।

তিনি জানান, ২১ জুলাই, ২০২৫ তারিখের ইন্ডিয়া টুডে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে একটি বিশেষ প্রতিবেদন; 'আ নিউ আইটি সানরাইজ'। সেই প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে, উৎকৃষ্ট পরিকাঠামো ও দক্ষ মানবসম্পদের টানে শীর্ষস্থানীয় তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলি এখন পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতার আইটি হাবগুলির দিকে ছুটছে। মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য, আজ দেশের উচিত পশ্চিমবঙ্গের এই নতুন তথ্যপ্রযুক্তির সূর্যোদয়কে স্বীকৃতি দেওয়া। আজ দেশের জানা উচিত, তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলার নতুন সূর্যোদয়ের কথা!

প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রীর দাবি অনুযায়ী রাজ্যে আইটি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বেড়েছে, তৈরি হয়েছে নতুন কর্মসংস্থান, এবং দেশের বুকে পশ্চিমবঙ্গ নিজের জায়গা করে নিতে শুরু করেছে; ঠিক সেই বার্তাই দেশবাসীর সামনে তুলে ধরলেন তিনি। যদিও মুখ্যমন্ত্রীর পোস্টের উল্লেখিত তারিখ নিয়ে হাসির রোল উঠেছে সোশ্যাল মিডিয়াতে। উদিত নামের এক ব্যক্তি লিখেছেন 'আপনি যে ধূমপান করছেন, আমিও সেটাই করতে চাই'। জিগনেশ প্যাটেল নামের আরেক ব্যক্তি তার কমেন্টে লেখেন, 'এই দাবি বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে। বাস্তব সত্য হল, পশ্চিমবঙ্গে শিল্পীদের লালফিতাশাহী, আইনশৃঙ্খলার সমস্যা ও রাজনৈতিক অস্থিরতার মতো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়। কথিত 'আইটি সানরাইজ' আসলে কেবল প্রচারের অংশ, মাটির বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন।'

## নাসার কেনেডি স্পেস রিসার্চ সেন্টারে গবেষণার সুযোগ পেল ব্যারাকপুরের ইন্দ্রজিৎ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** নাসার কেনেডি স্পেস রিসার্চ সেন্টারে গবেষণা করার সুযোগ পেল ব্যারাকপুরের মোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ছাত্র ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল। কলকাতার লা মার্টিনিয়ার ফর বয়েজ স্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্র ইন্দ্রজিৎ। ছেলের এহেন সাফল্যে বেজায় খুশি তার বাবা-মা। জানা গেছে, নাসার কেনেডি স্পেস রিসার্চ সেন্টারের তরফে প্রতি বছর গোটা বিশ্ব জুড়ে ছাত্রদের নিয়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। আর এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বাছাই করা ছাত্রদের গবেষণার কাজে অংশগ্রহণ করার অনুমতি মেলে। সেই প্রতিযোগিতায় একটি নির্দিষ্ট 'থিম' কিংবা বিষয় দেওয়া থাকে। গবেষণা করে সেই বিষয়ের ওপর একটি প্রজেক্ট জমা দিতে হয়। এবারে উক্ত প্রতিযোগিতায় গবেষণার মাধ্যমে ২০২৫ সালে আন্তর্জাতিক স্তরে সুযোগ পেল মোহনপুরের ইন্দ্রজিৎ। এবারে প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল মঙ্গলগ্রহ। দিনরাত পরিশ্রম করে এই প্রজেক্টের কাজ সম্পন্ন করেছে ইন্দ্রজিৎ। আর এতেই তাঁর সাফল্য এসেছে। ইন্দ্রজিৎ জানিয়েছে, এই প্রজেক্টে সুযোগ পাওয়ার ক্ষেত্রে মায়ের অবদান তো আছেই। তাছাড়া নিজের স্কুল থেকেও সে অনেক সাহায্য পেয়েছে। প্রতিযোগিতার বিষয়ে ইন্দ্রজিৎ জানায়, নাসার কেনেডি স্পেস রিসার্চ সেন্টারের প্রতিযোগিতায় একটা 'থিম' দেওয়া হয়। থিমের ওপর গবেষণার

বিষয় লিখে জমা করতে হয়। আঞ্চলিক, জাতীয় স্তর ও এশিয়ান স্তর পেরিয়ে সে আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিযোগিতায় সুযোগ পেয়েছে। ওটা চারদিনের প্রতিযোগিতা। ইন্দ্রজিতের মা জ্যোতি মণ্ডল জানান, মোট চারটি পর্যায়ে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়। প্রথমে রিজিওনাল লেভেল অর্থাৎ রাজ্যের স্কুলগুলির মধ্যে থেকে 'সেরা'কে বেছে নেওয়া হয়। এরপরে ন্যাশনাল লেভেলে দেশের মধ্যে সবচেয়ে 'সেরা'কে বাছাই করা হয়। এরপর এশিয়ান লেভেলে সেরা বাছাই।

## সম্পাদকীয়

### প্রশাসনের কানে তুলো আর পিঠে কুলো, কলকাতাই এখন অপরাধীদের প্রথম পছন্দ !

কলকাতা শহরটা ক্রমশ অপরাধীদের নিশ্চিত আশ্রয় হয়ে উঠছে। দীর্ঘদিন ধরেই এই অভিযোগ জানিয়ে আসছে এ রাজ্যের বিরোধীরা। কিন্তু তাদের কথা পত্রপাঠ উড়িয়ে দিয়ে পুলিশ, প্রশাসন জোরের সঙ্গে জানিয়ে দিয়েছে এসব নেহাতই বানানো গল্প। এরমধ্যে আধ ছটাকও সত্যি নেই। কিন্তু বাস্তব বলছে, অপরাধীদের এক বিরাট অংশের কাছে এই মুহূর্তে নিরাপদতম আশ্রয়ের নাম কলকাতা। অপরাধ করে কখনও আন্তর্জাতিক সীমান্ত, আবার কখনওবা আন্তঃরাজ্য সীমানা পেরিয়ে অপরাধীরা এসে ডেরা বাঁধছে এই শহরে। আগে এ প্রবণতা একেবারেই ছিল না, এমন নয়। কিন্তু তখন অপরাধীরা লুকিয়ে চুরিয়ে থাকতো। চেনা, জানা আত্মীয়,বন্ধুদের বাড়িতে। এখন তাঁরা অনেক বেপরোয়া। রীতিমতো মোটা টাকা খরচ করে শহরের বিভিন্ন অভিজাত আবাসনে ঘর ভাড়া করে থাকছে তারা। পুলিশ তাদের টিকিটিও ছুঁতে পারছে না। কারণ, তারা বুঝে গিয়েছে, এখানে কেউ তাদের৷ বিরক্ত করবে না। অতএব চলো কলকাতা। ছবিটা যে কতটা ভয়াবহ হয়ে উঠেছে৷ তার কিছুটা আন্দাজ পাওয়া গেল পাটনার একটি খুনের ঘটনায়। তিনদিন আগে পাটনার এক বেসরকারি হাসপাতালের আইসিইউতে ঢুকে এক রোগীকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেয় দুষ্কৃতীরা। হাসপাতালের সিসিটিভি ফুটেজ দেখে তাদের চিহ্নিত করে ফেলে বিহার পুলিশ। তারপরই অপরাধের সূত্র ধরে তদন্তে নেমে দেখা যায় অপরাধীদের কার্যত গোটা গ্যাংটাই ডেরা বেধেছে কলকাতার আশপাশের একাধিক জায়গায়। শনিবার ভোররাত থেকে সন্ধে পর্যন্ত বিহার পুলিশ ও কলকাতা পুলিশের এসটিএফ যৌথ অভিযান চালিয়ে নিউটাউনের সুখবৃষ্টি আবাসন ও আনন্দপুরের একটি গেস্টহাউস থেকে মোট দশজনকে পাকড়াও করেছে। যে গাড়িতে তারা কলকাতায় আসে তাও মিলেছে। এখানেই শেষ নয়, পুলিশের তথ্য বলছে, পুরুলিয়ার জেলে বন্দি এক গ্যাংস্টারই তাদের খুনের সুপারি দিয়েছিল। সোজা কথা, পুরুলিয়া থেকে সুপারি নিয়ে পাটনায় গিয়ে খুন করে সদলবলে ফের নিরাপদ কলকাতায়। পাঠক কিছু বুঝতে পারছেন? গ্যাংস্টার থেকে খুনি সবারই পছন্দ এখন কলকাতা!

### শব্দবাণ-৩৩৫

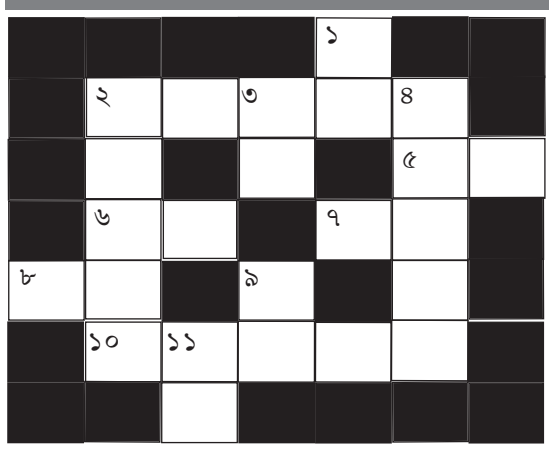

**শুভজ্যোতি রায়**

**সূত্র—পাশাপাশি:** ২. সর্বেসর্বা ৫. দেরি, বিলম্ব ৬. — কিঞ্চিৎ না করো বঞ্চিত ৭. শঙ্খ ৮. ক্রম, পরম্পরা ১০. সংগীতের রাগবিশেষ।

**সূত্র—উপর-নীচ:** ১. ছোটো বাসা ২. নিরন্তর, ক্রমাগত ৩. উদ্দাম ৪. হাড়ে হাড়ে বদমাশ ৯. প্রহর ১১. সবাই নয় কেউ কেউ পরে।

### সমাধান: শব্দবাণ-৩৩৪

**পাশাপাশি:** ১. আমোদ ৩. সহজ ৫. বচন ৬. শরম ৭. অমোঘ ৯. দরজা ১১. নয়না ১২. হনন।

**উপর-নীচ:** ১. আজব ২. দহন ৩. সকাশ ৪. জখম ৭. অজিন ৮. ঘরানা ৯. দশাহ ১০. জানান।

### জন্মদিন

### আজকের দিন

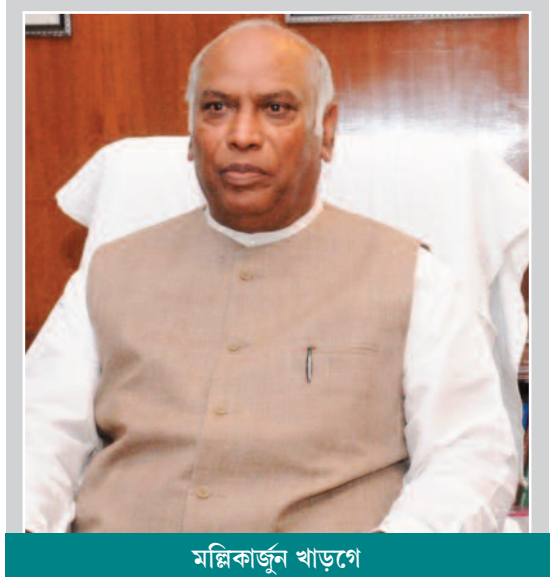

**মল্লিকার্জুন খাড়গে**

১৯৩০ *বিশিষ্ট কবি ও গীতিকার আনন্দ বক্সির জন্মদিন।*
১৯৪২ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মল্লিকার্জুন খাড়গের জন্মদিন।*
১৯৯৩ *বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় সন্দেশ ঝিংগানের জন্মদিন।*

# গণতন্ত্র মানে সংখ্যাগরিষ্ঠের একনায়কতন্ত্র নয়

**স্বপনকুমার মণ্ডল**

গণতন্ত্রের ছকবন্দি খেলায় নির্বাচন আসে আর যায়। তাতে আপাতভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠের বিজয়োল্লাসের নীচে চাপা পড়ে যায় সংখ্যালঘুর পরাজিত নীরবতা। অথচ গণতান্ত্রিক নির্বাচন যত এগিয়েছে,তত তার জনসংখ্যার ভিত্তিতে হার-জিতের খেলায় পরিণত হয়েছে, ততই তার গণতন্ত্র গণনাতন্ত্রে পরিণতি লাভ করেছে। শুধু তাই নয়, সংখ্যার আধিক্যে গণতন্ত্রের বুনিয়াদি চেতনাই আজ বিপথে বিপর্যস্ত। কথায় কথায় সংখ্যাগরিষ্ঠতাই গণতন্ত্রের ভিত্তিতে তার ধারণাতেই মূল্যবোধের সংকট অনিবার্য হয়ে উঠেছে। সেখানে 'Majority must be granted'-এর চেতনার মূলেও গণতন্ত্রের সংখ্যাগরিষ্ঠের জয়। যেন সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেই যা খুশি তা করার বৈধতা বা ছাড়পত্র মেলে। যেন সংখ্যালঘুর উপরে সংখ্যাগরিষ্ঠের দমনপীড়নের বা শোষণশাসনের অধিকার জন্মে! অথচ গণতন্ত্র মানে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন নয় বা সংখ্যালঘুর চেয়ে কোনো রকমের বাড়তি অধিকার সংখ্যাগরিষ্ঠের নেই। সকলের সমান অধিকারকেই স্বীকার করে না, সম্মানও করে গণতন্ত্র। অথচ নির্বাচনের পরম্পরায় যেভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠের আধিপত্যকামী শক্তির আস্ফালন ক্রমশ উগ্রতায় রাজকীয় বিজয় উদযাপনের ঘনঘটায় সামিল হয়ে পড়ে,তাতে গণতন্ত্রের আসল লক্ষ্যই দূরে সরে যায়। যেখানে জনগণকে গুরুত্ব প্রদান করাই লক্ষ্য,সেখানেই তার অবমূল্যায়নের প্রয়াস জারি! যেন জিতে রাজা,হেরে প্রজা। শুধু তাই নয়, প্রতিশোধের উগ্রতার পরাজিতকে জয়ীর শায়েস্তা করার অধিকার জন্মে যেন, নিজের হাতে তুলে নেওয়াতেও তার দ্বিধাহীন চিত্ত। ভোটের পরেও পরস্পরের মধ্যে রেষারেষি চলতে থাকে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্যই বিরোধিতা থেকে শত্রুতা শুধু সময়ের অপেক্ষা এবং তার শত্রুদমনেও চলে প্রতিশোধের পালা। অন্যপক্ষে জয়ী হয়ে পরাজিতের পূর্বের দমনপীড়নের কথা স্মরণ করে প্রতিশোধের খেলাও চলে অনতিবিলম্বে। অথচ গণতন্ত্রে হারজিতের কোনো অবকাশ নেই। তাতে কেউ হারে না, জেতেও না। গণতন্ত্রই সবাইকে জিতিয়ে দেয়। অথচ আজ অহিংস গণতন্ত্রই হিংসার বলি।

আসলে আমরা গণতন্ত্রের গণনাকে যেভাবে আপন করে নিয়েছি, তার গুণের সৌরভকে ধারণ করতে পারিনি। এজন্য তার গণনাতন্ত্রে যত দৃষ্টি স্থির হয়েছে,ততই তার গুণতন্ত্রের প্রতি উদাসীনতা নেমে এসেছে। খাঁচাকে বিশ্বস্ত করতে গিয়ে পাখিটির প্রতি নজর সরে গেছে। দেহের প্রতি দৃষ্টি দিতে গিয়ে তার প্রাণের হদিশ নিঃস্ব হয়ে পড়ে । এজন্য বাইরে আয়োজনের আভিজাত্যে গণতন্ত্রের সিস্টেম যত আলোকিত হয়েছে, ততই তার প্রাণের সৌরভ অন্ধকারে আত্মগোপন করেছে। খাঁচার যান্ত্রিকতায় পাখিটিও একসময় যান্ত্রিক হয়ে পড়ে। গণতন্ত্র যত গণনাতন্ত্রে তন্ত্রে সামিল হয়েছে,ততই তার প্রাণের পরশ অন্তর্হিত হয়ে চলেছে। এজন্য গণনায় জয়ী হতে গিয়ে তার সিস্টেমে যেমন বিচিত্র প্রকৃতির দুর্নীতি নিবিড় হয়েছে, তেমনই প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে শত্রুতার পরিসর তীব্রতা লাভ করেছে। নির্বাচনের আগের দেখে নেওয়ার হুমকিই তার অব্যবহিত পরের সময়েই 'দেখ কেমন লাগে'র পরিচয় উগ্র হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে পারস্পরিক বিদ্বেষ নির্বাচনে দেখিয়েও শেষ হয় না,পরে তার প্রতিশোধের খেলা চলতেই থাকে। এভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিরোধিতার পথে বিদ্বেষ ছড়িয়ে পরিবেশকে বিষাক্ত করে তোলে, হিংসা-প্রতিহিংসা মানুষে মানুষে স্বাভাবিক সম্পর্ককেই শত্রুতায় পরিণত করে। সংখ্যার জোরে সংখ্যালঘুর কণ্ঠরোধ করার প্রবণতায় গণতন্ত্রের সংখ্যাগরিষ্ঠের একনায়কত্ব একনায়কতন্ত্রের চেয়েও ভয়াবহ রূপ লাভ করে। গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত হয়ে যেভাবে লাগামহীন হিংসার স্বেচ্ছাচারিতা নির্বাচনের পরেও সক্রিয়তা লাভ করে, তার মধ্যে শুধু প্রতিশোধের ছায়া সুদীর্ঘ হয় না, মনের মধ্যে আত্মগোপন করে থাকা স্বৈরাচারী শাসকের ছায়াও কায়া লাভ করে । অন্যদিকে ক্ষমতার তখতাউসে বসলে মানুষের আসল চেহারা বেরিয়ে পড়ে। সেখানে গণতন্ত্রের ব্যালটই ক্ষমতার বুলেটে পরিণত হলে দুর্ভাগ্য চরমে ওঠে। সেদিক থেকে আমাদের দুর্ভাগ্য, গণতন্ত্রেও ক্ষমতার বুটের শব্দ, বুলেটের আওয়াজ এখনও সতেজ সরব, অথচ ব্যালটের শান্তি বহুযোজন দূরে।

গণতন্ত্রের ভোট রাজনীতিতে একদিকে যেমন জনগণের ক্ষমতায়নের পথ প্রশস্ত হয়েছে,অন্যদিকে তেমনই তার ক্ষমতাহীন হওয়ার পরিসরও প্রকট হয়ে উঠেছে। সেখানে নির্বাচনের মাধ্যমে পক্ষ-বিপক্ষের জয়-পরাজয়কে যেমন সুনিশ্চিত করে,তেমনই দলীয় মেরুকরণে একে অপরের বিরোধিতার মাধ্যমে পারস্পরিক শত্রুতাও তাতে নির্বাচিত হয়ে যায়। সেদিক থেকে নির্বাচনের ফলাফলের রেশ দলীয় পরিচয়েও সুদূরপ্রসারী হয়ে ওঠে। গণতন্ত্রে দলীয় পরিচয় আজ পক্ষে-বিপক্ষের মধ্যে গণশত্রুতে পরিণত হয়েছে । দলীয় জয় পরাজয়ের রেশ স্বাভাবিক ভাবেই নির্বাচনের ফলাফলের পরেও চিরস্থায়ী শত্রুতার আবহে প্রতিশোধের পালা নানাভাবে ছড়িয়ে পড়ে। তার ফলে সেখানে নিরপেক্ষতার কোনো বালাই নেই, নেই নিরপেক্ষ হওয়ার অবকাশ, শুধুই পক্ষ-বিপক্ষের উগ্র প্রকাশ। নির্বাচনে হেরে যাওয়া মানেই সেখানে বৈষম্যের শিকার হওয়া, নির্বিচারে মূল্যহীন হয়ে যাওয়া। তীব্র অস্তিত্ব সংকটে রাজনৈতিক পরিচয়ই আজ রাজনীতির বড় শিকার। সেখানে মানুষের অস্তিত্বে সামাজিক থেকে রাজনৈতিক উত্তরণই তার সংকটকে আরও ঘনীভূত করে তুলেছে। মানুষের Social Being থেকে Political Being -এ উত্তরণে গণতন্ত্রের ভূমিকা অনস্বীকার্য। অথচ সেই গণতন্ত্রেই মানুষের পরিচয় যতখানি না মানবিক,তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি রাজনৈতিক। তার উত্থানের মধ্যেই তার পতনের শব্দ শোনা যায়। রাজনৈতিক সচেতনতাই যেখানে মানুষের অধিকারবোধকে তীব্র করে তোলে, সেই বোধেই অন্যের অধিকারকে অস্বীকার করার প্রবণতা ক্রমশ আরও তীব্রতর হয়েছে। শুধু তাই নয়, একের অধিকার অর্জন নিরঙ্কুশ করতে গিয়ে অন্যের অধিকার হরণ করার প্রবণতা জারি সেখানে। নির্বাচনে ফলে ক্ষমতায়নে মাধ্যমে রাজত্বের আয়োজনেই দাসত্বের অস্তিত্বকে প্রকট করে তোলে। স্বাভাবিক ভাবেই তাতে আইনের শাসনের চেয়ে শাসকের আইন লাগামহীন হয়ে পড়ে। হিংসার নামাবলি পরে যে ভোট উৎসবের আয়োজন চলে,তার পরিণতি প্রতিহিংসায় প্রতিশোধ তো নেমে আসাই দস্তুর! শুধু তাই নয়, দলীয় শত্রুতার কোনো সীমা বা সীমানা নেই, সর্বত্র তার বিস্তার। ক্ষমতায় বিরোধী পক্ষের লোক হলেই সে যেখানে যেভাবেই থাকুক না কেন,তার প্রতি শত্রুতা নেমে আসে। এই বিরোধীমাত্রেই শত্রুর দৃষ্টি গণতন্ত্রে কোনো ভাবেই কাঙ্ক্ষিত নয়। শত্রুর প্রতি মিত্রের দৃষ্টিই তো গণতন্ত্রের আভিজাত্য। সেখানে বিরোধিতাও জরুরি, বিরোধী কণ্ঠও স্বাগত। তার উদার মানসিকতা, বিস্তারের হাতছানিই গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্বের নিদান।

আসলে ব্যক্তিগত বা দলীয় প্রাধান্য কখনওই গণতন্ত্রের আভিজাত্য নয়, বরং অভিশাপ। বনস্পতির আভিজাত্য সেখানে অভিশাপ হয়ে ওঠে। তার শাখা প্রশাখার নীচে আলো-বাতাস ও জল প্রভৃতি জীবনদায়ী রসদের অভাবে অসংখ্য গাছের অস্তিত্ব সংকট নিবিড় হয়ে ওঠে। সেখানে রাজার ইচ্ছেপূরণের রাজতন্ত্র অনাকাঙ্ক্ষিত, রানির একাধিপত্যের মৌমাছিতন্ত্র অপ্রত্যাশিত। স্বাভাবিক ভাবেই দলীয় মতাদর্শের চেয়ে দলীয় আধিপত্যের বিস্তারে গণতন্ত্রের নামে দলীয় একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা গণতন্ত্রের 'আমরা সবাই রাজা'র ধারণাকেই নস্যাৎ করেনি, বিরোধী শূন্যের মানসিকতায় মানবিক অস্তিত্বকে দানবিক করে তুলেছে। অন্যায় অত্যাচার করে অস্তিত্ব জাহিরের মাধ্যমে শুধু প্রতিশোধের ছায়া বিস্তৃত হয় না, ক্ষমতার প্রতাপও আভিজাত্য প্রকাশ করে। গণতন্ত্রে রাজত্বের সেই প্রতাপকেই প্রেমে পরিণত করার বার্তা ছিল যা আমরা মানববিদ্বেষী ভোটসর্বস্ব গণতন্ত্রের কোলাহলে শুনতে পাইনি বা চাইওনি। সেই কোলাহল আরও মুখর হয়ে তার হলাহলকে যত উগ্র করে তুলেছে,তত বিচ্ছিন্নতাবোধে গণতন্ত্রের সবাইকে নিয়ে চলার পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে,ততই জনজীবনের বৈষম্যবোধ মানবিকতাবিমুখ হয়ে উঠেছে। গণতন্ত্রের মানবিক মুখে আজ দানবীয় হাসি ভেসে আসে। ক্ষমতায় আরোহণ থেকে টিকে থাকার লড়াই-এ সংখ্যাধিক্যের লক্ষ্যেই গণতন্ত্র নিঃস্ব হয়ে পড়ে, সেই সুযোগে সংখ্যাগরিষ্ঠের একনায়কতন্ত্র শুধু শাসন-শোষণে সক্রিয় হয় না, বিপক্ষের অস্তিত্বকে অস্বীকারও করতে চায়। অথচ গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রাধান্য বা সংখ্যালঘুর অপ্রধান্য নয়,তা একান্ত ভাবেই প্রত্যেকের সমান অধিকারকে সুনিশ্চিত করাই নয়, প্রত্যেক নাগরিকের মর্যাদাকে সুরক্ষিত করে চলাও জরুরি। সেদিক থেকে গণতন্ত্রের খাঁচাটি মজবুত করা নিয়ে আমাদের মধ্যে যেভাবে তার ফাঁক ও ফাঁকি নিয়ে সতর্কতামূলক চর্চার পরিসর গণমাধ্যমে সোচ্চার হয়ে ওঠে, সেভাবে তার প্রাণপাখিটির প্রতি সক্রিয় সচেতনতা লক্ষ করি না। পাখি না বাঁচলে খাঁচাটিই যে অকেজো হয়ে পড়ে! আমাদের গণতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতার একনায়কতন্ত্রের খাঁচায় বন্দী হয়ে তার প্রাণপাখিটিকে কত দিন বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হবে,তা নিয়েই সবচেয়ে বড় প্রশ্নটি আজ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। আর তা ভাবলেই শেষের সেদিনের আতঙ্ক জেগে ওঠে মনে, ভাবা যায়!

*লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়*

# নীল বানর ও হরিশচন্দ্র মুখার্জি

**দিলীপ মজুমদার**

ইংল্যাণ্ডে বস্ত্রশিল্পের উন্নতির সঙ্গে নীলের চাহিদা বেড়ে যায়। ভারতবর্ষে তখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আগমন ঘটেছে। বাংলার উর্বর জমিতে সুলভ মজুরির সাহায্যে খাদ্য ফসলের পরিবর্তে নীল উৎপাদিত হলে বিপুল লাভের সম্ভাবনা দেখতে পায় ইংরেজ বণিকরা। তারা তাই বাংলার চাষিদের বাধ্য করে নীল চাষ করতে। নদিয়া, যশোর, বর্ধমান, মেদিনীপুর, বীরভূম, হাওড়া, হুগলি অঞ্চলে ব্যাপকভাবে নীলচাষ শুরু হয়।

নীলকরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে বাংলার চাষিরা। রানাঘাটের গোপাল পালচৌধুরী, শান্তিপুরের উমেশচন্দ্র রায়, উলার শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, লাটুদহের পরান পাল, কলকাতার প্রসন্নকুমার ঠাকুর, উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ জমিদাররাও নীলকরদের প্রতি বিক্ষুব্ধ হয়ে চাষিদের পাশে দাঁড়ান। জেমস লঙের মতে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি, কৃষকদের প্রতি জমিদার ও শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সহানুভূতি নীল বিদ্রোহের কারণ। সমগ্র বঙ্গদেশব্যাপী প্রায় ৬০ লক্ষ কৃষক যোগদান করেন নীল বিদ্রোহে। এই বিদ্রোহের সামনের সারিতে ছিলেন নফর দাস, পুলিন মণ্ডল, ভিখু মণ্ডল, নুসি জোরদার, মিনু শেখ, যদু বিশ্বাস, জালাল মল্লিক, বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস, সাদু শেখ, গদু বিশ্বাস, ইসলাম মণ্ডল, দুঃখি শেখ, মুন্সী হোসেন, জুড়ন মণ্ডল প্রমুখেরা। 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাম নীল বিদ্রোহের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িয়ে আছে।

হরিশচন্দ্র নীলচাষিদের আশ্রয়, উপদেশ ও পরামর্শ দান করতেন। রামগোপাল সান্যাল লিখেছেন যে নীল বিদ্রোহের সময়ে হরিশের ভবানীপুরস্থ চালপটির বাড়ি নীল রায়দের ধর্মশালায় পরিণত হয়। শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন, 'সে সময়ে যাঁহারা হরিশের দুরন্ত পরিশ্রম দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে রাত্রির কয়েক ঘণ্টা ব্যতীত হরিশের আর বিশ্রাম ছিল না। একে পত্রিকার সম্পাদকতার কাজ, তদুপরি দিবারাত্র নীলকরপ্রপীড়িত প্রজাবৃন্দের সমাগম। কাহারও দরখাস্ত লিখিয়া দিতে হইতেছে, কাহাকেও উকিলের নিকট সুপারিশ চিঠি লিখিয়া দিতে হইতেছে, কাহারও মোকদ্দমার হাল শুনিতে হইতেছে; বিশ্রাম নাই।'

হরিশচন্দ্রের সংবাদপত্র 'হিন্দু পেট্রিয়ট' হয়ে উঠেছিল নীল বিদ্রোহের মুখপত্র। তিনি গ্রাম বাংলার বিভিন্ন স্থান থেকে সংবাদ সংগ্রহের জন্য এক শিক্ষিত সাংবাদিক বাহিনী গঠন করেছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন যশোরের শিশিরকুমার ঘোষ, নদিয়ার দীনবন্ধু মিত্র ও মনোমোহন ঘোষ, কৃষ্ণনগরের দারোগা গিরিশচন্দ্র বসু, নদিয়ার স্কুল সমূহের ডেপুটি ইন্সপেক্টর রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

হরিশচন্দ্র নিজেও তাঁর পত্রিকায় নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন। তাঁর এই প্রবন্ধগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য Indigo Planting in Nuddia – Indigo Planting in Rajshaye – Indigo Planting – The Zaminders and the Planters – Planterós Portraits – Indigo Planting and the Mofussil Justice – The Planters and the Officials.

নীল চাষের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করে হরিশ দেখিয়ে দিয়েছেন যে এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে প্রতারণার বীজ। তিনি বলেছেন যে নীল চাষ রায়তদের সর্বের দুর্গতির গর্ভে নিক্ষেপ করে ক্রমিক শোষণের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে। তিনি বলেছেন নীলকরদের অত্যাচারী না হয়ে উপায় নেই , কারণ 'system makes him so' । নদিয়া জেলার মাথাভাঙা নদীতীরবর্তী নীলকুঠির নীলকরদের অত্যাচার, রাজশাহি জেলার নীলকরদের অত্যাচার, নীলকর কুকবার্নের অত্যাচার বিশদভাবে তুলে ধরেছেন তিনি।

অত্যাচারিত রায়তরা আইন-আদালতের সুবিচার পায় না, তার কারণ নীলকর ও জেলাশাসকদের আঁতাত থাকে। জাত্যভিমানের বশবর্তী হয়ে প্রশাসন নীলকরদের পক্ষ অবলম্বন করে। লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে নীলকরদের সমিতি জমিদার ও রায়তদের অত্যাচারের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য যে আবেদনপত্র পাঠিয়েছিল, তাকে তীব্র ব্যঙ্গে বিদ্ধ করেছেন হরিশচন্দ্র। তাঁর বক্তব্য অধিকাংশ চুক্তি নীলচাষিদের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয় আর জমিদারদের প্রতি নীলকরদের আক্রোশের মূলে আছে পল্লি অঞ্চলে ক্ষমতা কুক্ষীগত করার অভিপ্রায়।

নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাংলার কৃষকদের আন্দোলনকে স্বাগত জানিয়ে হরিশ লিখেছিলেন, 'বাংলাদেশ তার কৃষকদের সম্বন্ধে নিশ্চয়ই গর্ব করতে পারে। নীল আন্দোলন আরম্ভ হবার পর থেকে বাংলাদেশের রায়তরা নৈতিক শক্তির এ রকম স্পষ্ট পরিচয় দিয়েছে যে তা আর কোন কৃষকদের মধ্যে দেখা যায় না। দারিদ্র্য, রাজনৈতিক জ্ঞান ও ক্ষমতাবিহীন এবং নেতৃত্বহীন হয়েও এই সমস্ত কৃষক এ রকম একটা বিপ্লব ঘটাতে সফল হয়েছে, যা গুরুত্বে এবং মহত্বে কোন দেশের সামাজিক ইতিহাসের বিপ্লবের তুলনায় কোনক্রমে নিকৃষ্ট নয়।'

নীলবিদ্রোহের ব্যাপ্তিতে হোক অথবা শিল্পপুঁজির চাপে হোক শেষ পর্যন্ত ১৮৬০ সালের মে মাসে জে পি গ্রান্টের উদ্যোগে গঠিত হয় নীল কমিশন। কমিশনের সভাপতি ছিলেন মিঃ সিটনকার; সদস্য ছিলেন স্যার রিচার্ড টেম্পল, রেভারেণ্ড জে সেল, চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, ডব্লু এফ ফার্গুসন। ১৮৬০ সালের ৩০ জুলাই হরিশ এই কমিশনে জবানবন্দি দিয়েছিলেন। কমিশনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি নীলচাষের বিরুদ্ধে বলেন, বলেন তিনি দুর্গত নীলচাষিদের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন।

নীলবিদ্রোহে হরিশের বলিষ্ঠ ভূমিকা নীলকরদের ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল। তারা চিঠিপত্রের মাধ্যমে মাঝে মাঝে ভয় দেখাত হরিশচন্দ্রকে। এই রকম একটা চিঠির নমুনা 'ওহে কালা আদমি, দিনকে দিন তোমার বাড় বাড়ছে, ভদ্রলোকদের অপমান করে যাচ্ছ। তুমি যে বিজেতার দাস সে কথা ভুলেই গেছ বোধহয়। তোমার নোংরা কাগজখানার ভালো বিক্রি আর অবাঞ্ছিত প্রশংসা বোধহয় আমাদের মতো ভদ্রলোককে অপমান করার সাহস দিয়েছে। শয়তান, সতর্ক হবি। কলম যদি বন্ধ না করিস তাহলে কপালে কষ্ট আছে। এরপর শহরে বা মফস্বলে যদি তোর সাথে দেখা হয় তাহলে বেশ খানিকটা চাবকে দেব।'

নীলকরের চাবুক না খেলেও হরিশচন্দ্রকে নীলকর আর্চিবল্ড হিলসের চরম আঘাত সহ্য করতে হয়েছিল। কৃষ্ণনগরের কাছিকাটা নীলকুঠিতে এই আর্চিবল্ড হিলস হরমণি নামক নারীর শ্লীলতাহানি করেন। ঘটনাটি 'হিন্দু পেট্রিয়টে' প্রকাশিত হয় এবং দীনবন্ধু মিত্র তাঁর 'নীলদর্পণ' নাটকে তার প্রতিফলন ঘটান। নাটকে আর্চিবল্ড হিলস হয় রোগসাহেব আর হরমণি হয় ক্ষেত্রমণি।

যোগেশচন্দ্র বাগল লিখেছেন যে হিলস পেট্রিয়ট সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নামে ১০ হাজার টাকার খেসারত দাবি করে ২৪ পরগণার সদর আমিনের এজলাসে মানহানির মামলা আনেন। মামলা রুজু হবার পরে হরিশচন্দ্র ১৮৬১ সালের ১৪ জুন মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন প্রতিহিংসাপরায়ণ হিলসসাহেব হরিশচন্দ্রের বিধবা পত্নীর বিরুদ্ধে মামলা লড়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

*লেখক: সিনিয়র ফেলোশিপপ্রাপ্ত গবেষক*

*একুশে জুলাই শহিদ স্মরণে ধর্মতলা যাওয়ার উদ্দেশ্যে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা দলীয় কর্মীদের বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে জল, বিস্কুট ও প্রতিনিধি কার্ড বিতরণ করে বোলপুর স্টেশনে ট্রেনে তুলে দেওয়া হল। দলীয় কর্মীদের গন্তব্যে পৌঁছানোর উদ্যোগে হাজির ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী ও লাভপুরের বিধায়ক অভিজিৎ সিংহ।*

# ২১-এর প্রস্তুতি টোল প্লাজায়, খোলা হয়েছে হেল্প ডেস্ক



**নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা:** সোমবার কলকাতার ধর্মতলায় একুশে জুলাই উপলক্ষে তৃণমূলের শহিদ দিবস অনুষ্ঠিত হবে। সেই শহিদ দিবসে পশ্চিম বর্ধমান-সহ বিহার ও ঝাড়খণ্ড থেকেও বহু মানুষ কলকাতার ধর্মতলার সভা মঞ্চের উদ্দেশ্যে সড়কপথে রওনা দেবেন। কয়েক হাজার বাস এবং ছোট গাড়িতে করে কর্মী, সমর্থকরা প্রতিবছরের মতো এবছরও কলকাতার উদ্দেশ্যে যাবেন। কারণ, অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছর বিপুল সংখ্যায় তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে। এবারের একুশে জুলাই ঐতিহাসিক জনসমাগম হবে বলে আগেই দলের শীর্ষ নেতৃত্বরা জানিয়েছেন। তাই রাস্তায় যাতে সাধারণ মানুষের কোনও সমস্যা না হয়। কাঁকসার বাসকোপার টোল প্লাজার কাছে কলকাতা গামী রাস্তার ধারে খোলা হয়েছে হেল্প ডেস্ক। গত কয়েক বছর ধরে এই পরিষেবা দিয়ে আসছে টোল প্লাজার কর্মীরা।

রবিবার বিকেল থেকেই কলকাতাগামী বিভিন্ন নেতা-নেত্রীর গাড়ি সেখানে দাঁড়িয়ে সেই হেল্প ডেস্ক পরিদর্শন করেন এবং কর্মীদের উৎসাহ দেওয়ার পাশাপাশি ক্ষণিকের বিশ্রাম নিয়ে ফের কলকাতার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেন।

বাঁশকোপা টোল প্লাজার কর্মী তথা অল বেঙ্গল টোল প্লাজা, ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারি পুলক বিশ্বাস জানিয়েছেন, কলকাতায় শহিদ দিবসের উদ্দেশ্যে যে সমস্ত ছোট গাড়ি বা বড় বাসে করে যাত্রীরা যাবেন। তাদের মধ্যে যদি কেউ অসুস্থ বোধ করেন তাঁর জন্য তাঁরা অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা রাখছেন, তাঁদের এই হেল্প ডেস্কে থাকবে চিকিৎসক, থাকবে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র, পানীয় জলের ব্যবস্থা। ভিন রাজ্য থেকে আসা মানুষরা যদি ক্লান্ত বোধ করেন। তার জন্য রেস্ট রুমেরও ব্যবস্থা থাকছে। থাকছে ফার্স্টএইড বক্স, যাতে কেউ আহত হলে, তৎক্ষণাৎ তাঁর প্রাথমিক চিকিৎসাটুকু করা যায়। এছাড়াও দলের কর্মী, সমর্থকেরা সোমবার সকাল থেকেই সেখানে উপস্থিত থাকবেন যাতে, পথ চলতি মানুষের কোনও সমস্যা না হয়।




*হুগলির সিঙ্গুরে রতনপুরে দুর্গাপুর রোডে ভারত পেট্রোলিয়াম পাম্পের সামনে একুশে জুলাই শহিদ স্মরণে সহায়তা ক্যাম্পের উদ্বোধন হল। রবিবার বিকেলে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী বেচারাম মান্না, হরিপালের বিধায়ক ডাক্তার করবী মান্না-সহ বিশিষ্টরা। ছবি: বনস্পতি দে*

# আইসির গ্রেপ্তারির দাবিতে মিছিল বামেদের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট:** দক্ষিণ দিনাজপুরের বংশীহারী থানার আইসি অসীম গোপের গ্রেপ্তার ও বরখাস্তের দাবিতে কুমারগঞ্জ থানার আইসির কাছে ডেপুটেশন জমা দিলেন বালুরঘাটের বামফ্রন্ট নেতৃত্ব। পাশাপাশি মিছিলও করেন তাঁরা। উল্লেখ্য, গত ৯ জুলাই শ্রম কোড বাতিল, সমকাজে সম বেতন-সহ বিভিন্ন দাবিতে কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনগুলির ডাকা ধর্মঘটের সমর্থনে রাস্তায় নামা এক আন্দোলনকারীকে চড় মারার অভিযোগ ওঠে আইসির বিরুদ্ধে। পিকেটিং চলাকালীন পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন সিপিএমের বংশীহারী এরিয়া কমিটির সদস্য মাজেদার রহমান। অভিযোগ, বচসার এক পর্যায়ে তাঁকে চড় মারেন বংশীহারী থানার আইসি অসীম গোপ। সেই ঘটনার প্রতিবাদস্বরূপ রবিবার মিছিল ও গণ ডেপুটেশনের ডাক দেন বামফ্রন্ট নেতৃত্ব। এদিন দলীয় কার্যালয় থেকে মিছিল বের করে বামফ্রন্টের কর্মী, সমর্থকরা কুমারগঞ্জ থানার সামনে আসেন। সেখানে বংশীহারী থানার আইসির গ্রেপ্তার ও বরখাস্তের দাবিতে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। পরবর্তীতে বাম নেতৃত্বের একটি প্রতিনিধি দল আইসি'র কাছে লিখিত আকারে ডেপুটেশন তুলে দেন। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জেলা বামফ্রন্টের আহ্বায়ক নন্দলাল হাজরা, গৌতম গোস্বামী, মোফাজ্জল হোসেন- সহ আরও অনেকে। অন্যদিকে, ডেপুটেশন কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ঘটনাস্থলে মোতায়ন ছিল প্রচুর পরিমাণে পুলিশ বাহিনী।

# টপলাইন মোড়ে মৃত্যুর হাতছানি!

**নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল:** ১৯ নম্বর জাতীয় সড়ক অন্ডালের টপলাইন মোড় থেকে অন্ডাল মোড় পর্যন্ত রাস্তা সাক্ষাৎ মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে। রাস্তার ওপর কিছুটা দূর অন্তর তৈরি হয়েছে বড় বড় গর্ত। বিটুমিন ও পাথর উঠে গেছে। বর্ষার বৃষ্টিতে গর্তে জল জমে যাওয়ায় পরিস্থিতি ভায়বহ আকার ধারণ করেছে। একদিকে আসানসোল অন্যদিকে দুর্গাপুর। দু'দিক থেকে আসা গাড়ির গতি টপলাইন মোড়ে এসে শ্লথ হয়ে যাচ্ছে। প্রতিনিয়ত ঘটছে দুর্ঘটনাও। ভাঙাচোরা রাস্তায় যাতায়াতের সমস্যা হওয়ায়, ট্রাক চালক থেকে বাইক আরোহী, প্রত্যেকে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন। এই অবস্থায় অভিযোগ উঠেছে, ড্যামেজ কন্ট্রোল করতে গিয়ে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ প্রথমে ইঁটের টুকরো দিয়ে গর্ত ভরাট করে। তার ওপর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ফ্লাই অ্যাশ দেওয়া হয়। তাতে গর্ত বন্ধ হয়েছে ঠিকই। কিন্তু গাড়ি চালকদের কথায়, বৃষ্টির জলে ছাই ধুয়ে চলে যাবে। তখন ইটের টুকরো বেরিয়ে আসবে। বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি হবে। অন্যদিকে, জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে বর্ষা শেষ হলে রাস্তা মেরামত করা হবে।

# ব্যাঙ্ক প্রতারণার দায়ে গ্রেপ্তার যুবক

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম:** ভুয়ো পরিচয় পত্র বানিয়ে স্টেট ব্যাঙ্কের দহিজুড়ি শাখা থেকে ১০ লক্ষ টাকা লোন নিয়ে গা ঢাকা দেওয়া এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে বিনপুর থানার পুলিশ। ব্যাঙ্ক সূত্রে জানা গেছে, ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের স্টাফ পরিচয়পত্র দেখিয়ে ১০ লক্ষ টাকা লোন নেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাটুলির বাসিন্দা অভিজিৎ সরকার। দীর্ঘদিন ধরে তিনি ব্যাঙ্কের লোন পরিশোধ না করে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। তাঁর ঝাড়গ্রামের ঠিকানায় বারবার নোটিস পাঠিয়েও কোনও উত্তর পাচ্ছিলেন না ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ। ব্যাঙ্কের দহিজুড়ি শাখার ম্যানেজার ৫ মার্চ বিনপুর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন। থানার মেজবাবু উমাকান্ত পইড়া এই মামলার তদন্তে নেমে গত ১৫ দিন ধরে ফোনের টাওয়ার লোকেশন ট্র্যাক করে শনিবার রাতে তাঁকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাটুলি এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করেন। রবিবার অভিযুক্তকে ঝাড়গ্রাম আদালতে হাজির করা হলে, বিচারক ৮ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন।

# চলন্ত ট্রেনের সামনে ঝাঁপ, প্রাণ বাঁচাল রেল পুলিশ



**নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ:** এ যেন সিনেমার গল্প! প্রথমে এক যুবতী চলন্ত ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দেন। তা দেখতে পেয়ে কর্তব্যরত একজন আরপিএফ দুরন্ত গতিতে ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে যুবতীকে প্রাণে বাঁচালেন। ঘটনাটি ঘটেছে আরামবাগ রেল স্টেশনে। হাত ও পায়ে আঘাত লাগে আরপিএফ শিবাপ্রসাদ ঘোষের। রেল স্টেশনে থাকা রেল যাত্রী থেকে শুরু করে, রেল পুলিশ কর্মীরা ছুটে এসে তাঁদের উদ্ধার করে। আহত রেল পুলিশ শিবাপ্রসাদ বাবুকে উদ্ধার করে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়।

জানা গিয়েছে, এদিন খানাকুলের ওই যুবতী আরামবাগ স্টেশনে আসেন। এরপর হাওড়া থেকে আপের একটি ট্রেন আরামবাগ স্টেশনে আসছিল। সেই সময় ওই যুবতী চলন্ত ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দেয়। পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল রেল পুলিশ শিবা প্রসাদ। যুবতীকে ঝাঁপ দিতে দেখে তাঁর প্রাণ বাঁচাতে ওই রেল কর্মীও ঝাঁপ দেন। এরপর উড়োজাহাজের মত ভেসে যুবতীকে উদ্ধার করেন। খবর পেয়ে এ এস আই আরপিএফ উত্তম দেবনাথ ঘটনাস্থলে পৌঁছন। তাঁদের দু'জনকে উদ্ধার করেন। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, ২২ বছরের ওই যুবতী পাঁচ বছর আগে এক যুবকের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হয়। সেই সম্পর্ক দু'বছর পর ভেঙে যায়। এরপর নতুন করে দ্বিতীয়বার যুবতীর সঙ্গে আরও এক যুবকের প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়। কিন্তু সেই সম্পর্কেও বেশিদিন টিকলো না। বারবার ব্যর্থ প্রেমে ব্যার্থ হয়ে অবশেষে রাগে ও অভিমানে ওই যুবতী আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেন। কিন্তু বিধাতার আশীর্বাদে রেল পুলিশের তৎপরতায় বেঁচে যান তিনি।

---

**বিজ্ঞপ্তি**
**ক্যাপিটাল ইলেকট্রনিক্স এবং অ্যাপলায়েন্সেস লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)**
**CIN U31901WB2006PLC110699**

**"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", "যেমন অবস্থায় আছে" এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত"** -এর উপর দেউলিয়া ও দেউলিয়া বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (তরলীকরণ প্রক্রিয়া) প্রবিধান, ২০১৬ এর ৩৭এ-এর সাথে পঠিত দেউলিয়া ও দেউলিয়া কোড, ২০১৬ এর বিধান অনুসারে আগ্রহী পক্ষ/স্থানান্তরকারী বা স্বত্বাধিকারীর কাছে অপ্রয়োজনীয় সম্পদ "এনআরআরএ" হস্তান্তর বা স্বত্বাধিকারীর জন্য আগ্রহ প্রকাশ (ইওআই) আহ্বান করার জন্য এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে।

| সম্পদের ধরণ | সম্পদের বিস্তারিত |
|---|---|
| পিইউএফই লেনদেন অধীনে সমুদয় অধিকার | সংশ্লিষ্ট আইএ নং ৩৩৫/কেবি/২০২৪ অধীনে দাখিলকৃত ২০১৬ সালের আইবিসি ধারা ৬৬ এবং ৬৭ অধীনে ৩৯.৩৮ কোটি টাকার জন্য এনসিএলটি, কলকাতা অধীনে বিচারাধীন। |
| ব্যবসায় আদায়যোগ্য, অন্যান্য চালু সম্পদ, ঋণ এবং অগ্রিম এবং অচলতি বিনিয়োগ | সমুদয় অবিক্রীত /অনাদায়ী সম্পদ -নগদ এবং অবশিষ্ট (সমুদয়) কোম্পানির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ব্যতীত। |
| ট্রেডমার্ক নং ২৯৭৪১২২ শ্রেণি ৩৮ এবং ট্রেডমার্ক নং ২৯৭৪১২১ শ্রেণি ৩৫ | ট্রেডমার্কের নাম : "ক্যাপিটাল ইলেক্ট্রনিকস আপনার সঙ্গে আমাদের মনে" বৈধ ২৯.০৫.২০৩৫ পর্যন্ত। |

আগ্রহী পক্ষগণ লিকুইডেটরের নিকট আরও বিস্তারিত জানতে ইমেল **cirp.capitalelec@gmail.com** পাঠাতে পারেন বা গোপনীয়তার ঘোষণা দাখিলের পর। সংশ্লিষ্টের জন্য সময়সীমা নিম্নোক্ত মতে :

| | |
|---|---|
| ইওআই প্রকাশের তারিখ | ২১.০৭.২০২৫ |
| আইবিসি এর ধারা ২৯এ অধীনে গোপনীয় চুক্ত এবং ঘোষণা সহ উপযুক্ততার নথি দাখিলের শেষ তারিখ | ০৪.০৮.২০২৫ |
| উপযুক্ত অংশগ্রহণকারীদের ঘোষণার তারিখ | ০৬.০৮.২০২৫ |
| পর্যবেক্ষণ /অবধারণের শেষ তারিখ | ১৪.০৮.২০২৫ |
| সিল করা খামে বিস্তারিত প্রস্তাবের দাখিলের শেষ তারিখ | ২০.০৮.২০২৫ |

স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন কমিটি (এসসিসি) এর সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে গৃহীত প্রস্তাবের পর্যালোচনার পর লিকুইডেটর পরবর্তী প্রক্রিয়া, নিয়ম এবং শর্তাদি ইত্যাদির পরামর্শ দেবেন। লিকুইডেটর গৃহীত সমুদয় বা যেকোনও প্রস্তাব বাতিলের অধিকার রাখেন।

স্বা/-
শ্রী রাজনন্দন কুমার
লিকুইডেটর - ক্যাপিটাল ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েন্সেস লিমিটেড
আইপি রেজিস্ট্রেশন নং- IBBI/IPA-001/IPP-02721/2022-2023/14161
এএফএ নং AA1/14161/02/311225/107483 বৈধ ৩১/১২/২০২৫ পর্যন্ত
ঠিকানা- শিবানী কমপ্লেক্স, ৪৭সি, পটারি রোড, কলকাতা-৭০০০১৫
ই-মেইল আইডি cirp.capitalelec@gmail.com

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২১ জুলাই ২০২৫

---

**ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি**
**ক্যাপিটাল ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড অ্যাপলায়েন্সেস লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)**
**CIN U31901WB2006PLC110699**
**২০১৬ সালের আইবিবিআই (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশন ৩২ অধীনে সম্পদ বিক্রয়**

যোগ্য দরদাতাদের এখানে তালিকাভুক্ত কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার সম্পত্তি বিক্রয়ের ই-নিলামে "যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", "যেমন অবস্থায় আছে" এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত" অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী, ব্যাঙ্কনেট ওয়েবসাইট **https://baanknet.com/** এর মাধ্যমে পরিচালিত হবে, যা এখানে বর্ণিত বিস্তারিত বিবরণ অনুসারে :

| সেট নং | সম্পদের শ্রেণি | স্ট্যান্ডালোন ভিত্তিতে সম্পদের বিক্রয় | সংরক্ষিত মূল্য (টাকা) | ইএমডি (টাকা) | ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ (টাকা) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | স্টক (ইনভেন্টরি) | ৯টি ডিভিডি রাইটার, এমএস অফিস (হোম এবং স্টুডেন্ট ভার্সন) ১০১টি, মাইক্রোসফট (উইন্ডোজ ৭ ভার্সন) সফটওয়্যার ৪টি এবং ক্ল্যাম্প ৪টি | ২০,০০০/- | ২,০০০/- | ৫০০/- |
| ২ | স্টক (ইনভেন্টরি) | থানা বাগুইআটি, বারাসত আদালতে মামলা নং জিআর ২৭১৮/২১ অধীন ইনভেন্টরিস। পরবর্তী শুনানির তারিখ ১২-০৮-২০২৫। | ৩,১৪,০০০/- | ৩১,৪০০/- | ২,৫০০/- |

আগ্রহী পক্ষরা গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি জমা দেওয়ার পরে আরও তথ্যের জন্য লিকুইডেটরকে **cirp.capitalelec@gmail.com** ইমেল পাঠাতে পারেন। এই উদ্দেশ্যে সময়সীমা নিম্নরূপ হবে :

| | |
|---|---|
| নিলাম বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ | ২১.০৭.২০২৫ |
| গোপনীয়তা চুক্তি আপলোড করার শেষ তারিখ, আইবিসি এবং কেওয়াইসি নথির ধারা ২৯এ এর অধীনে অঙ্গীকার | ০৪.০৮.২০২৫ |
| পরিদর্শন/অবধারনের শেষ তারিখ | ০৬.০৮.২০২৫ |
| ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ | ১৪.০৮.২০২৫ |
| নিলামের তারিখ | ২০.০৮.২০২৫ (সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা, প্রতিটি সময় ৫ মিনিটের সীমাহীন বর্ধিতকরণ সহ) |

ই-নিলামের প্রধান শর্তাবলী নিম্নরূপ -

ক) অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের যৌথ ব্যবস্থা) এর মাধ্যমে "যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", "যেমন অবস্থায় আছে" এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত" ই-নিলাম পরিচালিত হবে।

খ) বিক্রয়টি ইনসলভেন্সি অ্যান্ড দেউলিয়া কোড, ২০১৬ এবং এর অধীনে প্রণীত লিকুইডেশন প্রবিধানের বিধান সাপেক্ষে হবে। নিলামের তারিখের আগে সিডি (ক্যাপিটাল ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েন্সেস লিমিটেড) এর যেকোনো দায়বদ্ধতার বিষয়ে সমস্ত দাবি সেই অনুযায়ী মোকাবেলা করা হবে। নিলামের তারিখের পরে নিলামের অধীনে থাকা সম্পদের বিষয়ে সমস্ত দাবি/দায় সফল দরদাতার একক দায়িত্ব হবে।

গ) সম্পদের বিবরণ, অনলাইন ই-নিলাম বিড ফর্ম, ঘোষণা এবং আন্ডারটেকিং ফর্ম এবং অনলাইন নিলাম বিক্রয়ের সাধারণ শর্তাবলী সম্বলিত সম্পূর্ণ ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথি **https://ibbi.baanknet.com/** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। আগ্রহী পক্ষগুলিকে তাদের ইওআই, আবেদন জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, নিলাম প্ল্যাটফর্মের **(https://baanknet.com)** মাধ্যমে ইলেকট্রনিকভাবে নির্ধারিত বিন্যাসে হলফনামা, অঙ্গীকারপত্র ইত্যাদি জমা দিতে হবে।

ঘ) আগ্রহী দরদাতাদের পোর্টালে ই-ওয়ালেট অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে তাদের নিজস্ব অর্থ জমা (ইএমডি) জমা দিতে হবে। নিলাম সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর, সর্বোচ্চ দরদাতার ইএমডি পরিমাণ 'ক্যাপিটাল ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েন্সেস লিমিটেড ইন লিকুইডেশন' শিরোনামের অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হবে, যা অ্যাক্সিস ব্যাংক লিমিটেড, বিবিডি বাগ শাখা, অ্যাকাউন্ট নম্বর ৯২৪০২০০৪৪৪০৭৮৭১, IFSC কোড UTIB0001138 দ্বারা রক্ষিত।

ঙ) প্রতিটি ব্লকের ই-নিলামের শেষ সময়ের শেষ ৫ মিনিটের মধ্যে দর জমা দেওয়া হলে, বন্ধের সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে ৫ মিনিটের জন্য বর্ধিত হবে এবং সীমাহীন বর্ধিতকরণ করা হবে। ই-নিলাম প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরে সর্বোচ্চ দর জমা দেওয়া দরদাতাকে স্টেকহোল্ডারদের পরামর্শ কমিটির সাথে পরামর্শের পরে সফল দরদাতা হিসাবে ঘোষণা করা হবে এবং ইলেকট্রনিক মাধ্যমে এই বিষয়ে একটি যোগাযোগ জারি করা হবে।

চ) আইবিসি কোডের ধারা ৩৫(১)(এফ) এর শর্ত অনুসারে, আগ্রহী দরদাতা দরপত্র জমা দেওয়ার যোগ্য হবেন না যদি এটি কোডের ধারা ২৯এ (সময়ে সময়ে সংশোধিত) নির্ধারিত যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণ করতে ব্যর্থ হয়।

ছ) সফল দরদাতার ইএমডি আংশিক বিক্রয় বিবেচনার জন্য রাখা হবে এবং অসফল দরদাতাদের ইএমডি কোনও সুদ, ব্যাংক চার্জ এবং অন্যান্য কোনও চার্জ ছাড়াই ফেরত দেওয়া হবে। এইভাবে জমা দেওয়া ইএমডি কোনও সুদ বহন করবে না।

জ) আগ্রহী আবেদনকারীদের ক্রেতা হিসেবে পোর্টালে লগ ইন করে প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দিতে হবে এবং ইএমডির পরিমাণ জমা দিতে হবে, এবং যোগ্যতার নথি **https://ibbi.baanknet.com/** এও জমা দিতে হবে।

ঝ) সম্ভাব্য দরদাতাদের একটি অঙ্গীকারপত্র জমা দিতে হবে যে তারা কোডের ধারা ২৯এ-এর অধীনে প্রযোজ্য পরিমাণে কোনও অযোগ্যতার শিকার নন এবং যদি কোনও পর্যায়ে অযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে জমা করা বায়না অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।

স্বা/-
শ্রী রাজনন্দন কুমার
লিকুইডেটর - ক্যাপিটাল ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েন্সেস লিমিটেড
আইপি রেজিস্ট্রেশন নং- IBBI/IPA-001/IPP-02721/2022-2023/14161
এএফএ নং AA1/14161/02/311225/107483 বৈধ ৩১/১২/২০২৫ পর্যন্ত
ঠিকানা- শিবানী কমপ্লেক্স, ৪৭সি, পটারি রোড, কলকাতা-৭০০০১৫
ই-মেইল আইডি cirp.capitalelec@gmail.com

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২১ জুলাই ২০২৫

---

**SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ ২, কলকাতা**
'জীবনদীপ বিল্ডিং', ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭১
ই-মেইল: sbi.18192@sbi.co.in

**ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি**

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: সুব্রত সাহা, ই-মেইল আইডি: clo4.samb2kol@sbi.co.in, মোবাইল নং - ৯৬৭৪৭৫৯১৩৭

পরিশিষ্ট-৪-এ
[রুল ৮(৬) ও ৯(১) -তে বন্দোবস্ত দেখুন]

**স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি**

**সিকিউরিটাইজেশন এন্ড ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট(এনফোর্সমেন্ট)রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) এর সঙ্গে পঠিত রুল ৯(১) বন্দোবস্ত অধীনে স্থাবর সম্পদের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।**

**ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ১৯.০৮.২০২৫**
**সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।**

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) -কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত উত্তমর্ণের কাছে বন্ধকীকৃত/চার্জড স্থাবর সম্পত্তির **বাস্তবিক দখলদারী**গৃহীত হয়েছে সুরক্ষিত উত্তমর্ণ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা, যা **"যেখানে যেমন আছে", "যা যেমন আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"**-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১৯.০৮.২০২৫** তারিখে **৩৯,৭২,০০,০০০ টাকা (উনচল্লিশ কোটি বাহাত্তর লক্ষ টাকা মাত্র)** এবং তদুপরি **৩১.০৩.২০১২ তারিখ থেকে আরও সুদ, চার্জ, ব্যয় খরচ ইত্যাদি** পুনরুদ্ধারের জন্য যা ঋণগ্রহীতা **কে কে এন রাইস মিল প্রাইভেট লিমিটেড,** যার **নিবন্ধিত কার্যালয়-** ৬০বি, চৌরঙ্গী রোড, মুখার্জী এস্টেট, তৃতীয় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০ ০২০ এবং **জামিনদারগণ- (১) শ্রী কৌশিক কুমার নাথ,** বাসস্থান- ৬৬২, পিকনিক গার্ডেন রোড, কলকাতা-৭০০ ০৩৯ **(২) শ্রীমতি মনীষা নাথ,** বাসস্থান- ৬৬২, পিকনিক গার্ডেন রোড, কলকাতা-৭০০ ০৩৯- এর বকেয়া আছে সুরক্ষিত ক্রেডিটরের কাছে।

**সম্পত্তি পরিদর্শনের** তারিখ এবং সময় : **তারিখ : ১২.০৮.২০২৫ সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ২.০০টা।**

| (জ্ঞাত দায়, যদি কিছু থাকে, সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ) | সংরক্ষিত মুল্য | বায়না জমা (ইএমডি) |
|---|---|---|
| সম্পত্তির বিবরণ: ফ্ল্যাট নং- ২/এ (দক্ষিণ-পশ্চিম দিক), পরিমাপ ৬৬০ বর্গফুট (সুপার বিল্ট এরিয়া)। এটি **"শ্রীমা"** নামক বিল্ডিংয়ের ২য় ফ্লোরে অবস্থিত যার অবস্থান- ৯৫৮, পূর্বাচল রোড, ওয়ার্ড নং- ১০৬, পোস্ট - কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৭৮, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ। | ১৮,০০,০০০.০০ টাকা | ১,৮০,০০০.০০ টাকা |
| | বিড বর্ধিত মুল্য: ২৫,০০০.০০ টাকা | |

ক) বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় প্রদত্ত লিঙ্ক, সুরক্ষিত ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট **www.sbi.co.in** এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন **https://BAANKNET.com**
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি / আরটিজিএস স্থানান্তরের মাধ্যমে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে তার ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে। যে কোনও প্রশ্নের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **Support.baanknet@psballiance.com** অথবা যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০

তারিখ: ২১.০৭.২০২৫
স্থান: কলকাতা

কোনো বিরোধের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

---

**SBI — এসবিআই, এইচএলসি রাজারহাট (১৬৮২২)**
বেঞ্চমার্ক, সিটি সেন্টার-২ এর কাছে, নিউ টাউন, সন্তোষ চেম্বার, ব্লক-এ, ২য় ফ্লোর, রাজারহাট নিউ টাউন, বাইপাস রোড, নোয়াপাড়া,
টেলি. নং: ০৩৩-২৬১০২২৭, ই-মেইল: sbi.16822@sbi.co.in

**ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি**

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ:- নাম: শ্রী রোহান এক্কা, মোঃ- ৯৬৭৪৭০০২৮৫/৯৬৭৪৭৪২৯৭৮, ই-মেইল আইডি: sbi.16822@sbi.co.in

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) সঙ্গে পঠিত রুল ৯(১) এর বন্দোবস্তের অধীনে ও সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পদের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি। এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ/বন্ধকদাতাগণকে নোটিশ দেওয়া হল যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধকীকৃত আছে, যার **বাস্তবিক দখল** (সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণের বিপরীতে যথাক্রমে বিশদ) **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** সিকিউরড ক্রেডিটর এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে **"যেখানে যেমন আছে", "যা যেমন আছে" এবং "সেখানে যা কিছু আছে"**-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে নিম্নবর্ণিত তারিখে।

**ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ২০.০৮.২০২৫ (বুধবার) সময়: ৩০০ মিনিট সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।**

| ক্র. নং | ঋণগ্রহীতার নাম | স্বত্ব দলিল জমা দেওয়া বন্ধকীকৃত সম্পত্তির বিবরণ | বকেয়া পরিমান | রিজার্ভ মূল্য / ইএমডি ১০% / বিড বৃদ্ধির পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|
| ১. | **শ্রীমতি অনুষ্কা সরকার,** পিতা- শ্রী সমীর রঞ্জন সরকার **ঠিকানা: ফ্ল্যাট নং ১১বি, ১১তম ফ্লোর, "ইডেন টলি সিগনেচার প্লাস",** ৩৪৪/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, পোস্ট ও থানা- হরিদেবপুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা ৭০০১০৪ **এছাড়াও ঠিকান:** ২০/৩০, এনএসসি বোস রোড, টালিগঞ্জ, পোস্ট- রিজেন্ট পার্ক, থানা- যাদবপুর, ইউবিআই ব্যাঙ্কের কাছে, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০০০৪। | সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ইউনিট বা অংশ নব নির্মিত ভবন ইউনিট নং ১১-বি, ১২শ তলে, কার্পেট **এরিয়া ৫৫২ বর্গফুট এবং সম্পূর্ণ অধিকারে খোলা টেরেস এরিয়া ইবিভিটি এরিয়া আনুমানিক ৮০ বর্গফুট** মোট নিট এরিয়া ৬৩২ বর্গফুট, সমপরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া **৮৮৯ বর্গফুট** কমবেশি ভবনে নাম **"ইডেন টলি সিগনেচার প্লাস"**, এবং একটি ছোট/মাঝারি মোটর কার খোলা পার্কিং স্পেস (মাথা ঢাকা) একই প্রেমিসেসে। উক্ত ফ্ল্যাট নির্মিত জমিস্থিত পরিমাণ কমবেশি **৩৭ কাঠা ১ ছটাক ১৫ বর্গফুট,** মৌজা : রামচন্দ্রপুর, পরগনা : মাগুরা, এলআর দাগ নং ২৫, এলআর খতিয়ান নং ৩৪৩৪,৩৪৩২, ৩৪৩৩, ৩৪৩৭, ৩৪৩৮, ৩৪৩৯ এবং ৩৪৪০, আরএস দাগ নং ১৬, আরএস খতিয়ান নং ১৭৪, আরএস নং ৩৩৪, তৌজি নং ৪১৬৮১, পরিচিত ৩৪৪/১, এম জি রোড, কলকাতা : ৭০০১০৪, থানা : পূর্বতন ঠাকুরপুকুর, বর্তমান হরিদেবপুর, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১৪২, পূর্বতন জোকা -১, গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, প্রেমিসেস | ৩৪,৭৩,১৭৮.২৯/- টাকা (চুয়ান্ন লক্ষ তিয়াত্তর হাজার একশত আটাত্তর টাকা উনত্রিশ পয়সা মাত্র) যা **১১.০৪.২০২৫** তারিখ অনুযায়ী **(দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী)** বকেয়া আছে, এর সাথে উক্ত পরিমাণের উপর চুক্তি অনুযায়ী সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি প্রযোজ্য। | ৪৩,০০,০০০/- টাকা / ৪,৩০,০০০/- টাকা / ১০,০০০/- টাকা; **পরিদর্শনের তারিখ ১৪.০৮.২০২৫** |

নং ৩৪৪/১ এম জি রোড, পো. আরসি ঠাকুরানি থানা - পূর্বতন ঠাকুরপুকুর এবং বর্তমানে হরিদেবপুর, কলরডাঙা বাজারের নিকট, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১০৪, দলিল নং - ১৯০৪০৯৯৭০ বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৯০৪-২০১৯, পৃষ্ঠা - ৪৮৮০৪১-৪৮৮০৯৭-২০১৯ সালের। এডিএ-৪ কলকাতা। **সম্পত্তি অনুষ্কার সরকার, পিতা শ্রী সমীর রঞ্জন সরকারের নামে। ভবনের চৌহদ্দি : উত্তরে :** তপন পাত্র এবং অন্যান্যর জমি এবং জমি আরএস দাগ নং ১৩ এবং ১৪, **দক্ষিণে :** জমি আরএস দাগ নং ১৭ এবং ২০, **পূর্বে :** ৩২ ফুট চওড়া মহাত্মা গান্ধি সড়ক, **পশ্চিমে :** জমি আরএস দাগ নং ১৫।

**দখলের ধরন: বাস্তবিক**

ক) বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট **www.sbi.co.in** -এ দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন, এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি করা নির্দিষ্ট লিঙ্ক:- **https://baanknet.com** দেখুন।
খ) ইচ্ছুক দরদাতাকে তার ইএমডির পরিমাণ চালানের মাধ্যমে হস্তান্তর করতে হবে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড দ্বারা রক্ষনাবেক্ষণ করা দরদাতার অ্যাকাউন্টে নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস স্থানান্তর মাধ্যমে। যেকোনো অনুসন্ধানের জন্য অনুগ্রহ করে **support.baanknet@psballiance.com** -এ যোগাযোগ করুন।
○ নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের আগে, আগ্রহী দরদাতাকে উপরে উল্লিখিত সাইটে আপলোড করা বিস্তারিত শর্তাবলী পড়ে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ: ২১.০৭.২০২৫
স্থান: রাজারহাট, কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

---

**SBI — এসবিআই বাঁশদ্রোণী শাখা (১১৫৩৬)**
২৫৫ এন এস সি বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০৪৭
ইমেল : sbi.11536@sbi.co.in

**সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি**

**শ্রী অজয় বার্নওয়াল এসবিআই বাঁশদ্রোনী শাখা** থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে স্বর্ণঋণ নিয়েছিলেন, এবং সময়সূচী অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। সংশ্লিষ্ট গ্রাহক নোটিশ/বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দেননি বা এই পরিস্থিতিতে নোটিশটি অবণ্টিত অবস্থায় ফেরত এসেছে। এই অবস্থায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার ঋণ(গুলি) নিলামের দিনের আগের দিন বিকাল **৪টার (২৯.০৭.২০২৫)** আগে ঋণ পরিশোধ করা না হয়, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে **(৩০.০৭.২০২৫) তারিখে** নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতার দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন।

**ঋণগ্রহীতার নাম : শ্রী অজয় বার্নওয়াল**

| ক্র. নং. | নিলামের তারিখ | নিলামের প্রস্তাবিত সময় | বিশুদ্ধতা (ক্যারট) | সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে) | আইটেম সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১. | ৩০.০৭.২০২৫ | বিকেল ৩টা থেকে বিকেল ৪টা | ২২ ক্যারট | মোট ওজন ১৪.৭৫০ গ্রাম নিট ওজন ১৩.০৫০ গ্রাম | ২টি চেন |
| ২. | ৩০.০৭.২০২৫ | বিকেল ৩টা থেকে বিকেল ৪টা | ২২ ক্যারট | মোট ওজন ৪.৩৯০ গ্রাম নিট ওজন ৩.৭৫০ গ্রাম | ২টি ঝুমকো |
| ৩. | ৩০.০৭.২০২৫ | বিকেল ৩টা থেকে বিকেল ৪টা | ২২ ক্যারট | মোট ওজন ১০.৩১০ গ্রাম নিট ওজন ৯.০০০ গ্রাম | ১টি টিকলি |
| ৪. | ৩০.০৭.২০২৫ | বিকেল ৩টা থেকে বিকেল ৪টা | ২২ ক্যারট | মোট ওজন ৫.৩৭০ গ্রাম নিট ওজন ৪.৬০০ গ্রাম | ৩টি রিং এবং নথ |
| ৫. | ৩০.০৭.২০২৫ | বিকেল ৩টা থেকে বিকেল ৪টা | ২২ ক্যারট | মোট ওজন ২.৫০০ গ্রাম নিট ওজন ২.২০০ গ্রাম | ২টি টপ |

তারিখ: ২১.০৭.২০২৫
স্থান: বাঁশদ্রোণী

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

---

**SBI — এসবিআই আরএসিপিসি, চুঁচুড়া (৬৪১৫৩)**
'রহরা প্লাজা' ২য় তল মিউনিসিপাল বাস স্ট্যান্ড, জে সি ঘোষ সরণি
চুঁচুড়া, জেলা - হুগলি, ৭১২১০১, পব, ই-মেল - sbi.64153@sbi.co.in

পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১)
**দখল বিজ্ঞপ্তি**
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

**A/c. No. 38883917189**

যেহেতু
**স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২৫.০৪.২০২৫** তারিখে **ঋণগ্রহীতা - শ্রীমতী চন্দ্রানী কর্মকার, স্বামী এবং আইনি উত্তরাধিকারীগণ প্রয়াত রমেন্দ্র সুন্দর কর্মকার এবং শ্রীমতী রীতিকা কর্মকার, প্রয়াত রমেন্দ্র সুন্দর কর্মকার-এর কন্যা এবং আইনি উত্তরাধিকারীগণ, উভয়ের ঠিকানা একই : ফ্ল্যাট নং ১/এ ২য় তল, "রবীন্দ্র আবাসন" ওয়ার্ড নং ১৭, শ্রীরামপুর পুরসভা অধীন, হোল্ডিং নং ৬৮, ভাগীরথী লেন, পো. মাহেশ, থানা - শ্রীরামপুর, জেলা - হুগলি, পিন - ৭১২২০২** নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **১৪,৪৭,১৯৯.০০ টাকা** (চোদ্দ লাখ সাতচল্লিশ হাজার একশ নিরানব্বই টাকা) **২৫.০৪.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিস ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা এবং/বা জামিনদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১৯ জুলাই ২০২৫ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি চুঁচুড়া শাখা ১৪,৪৭,১৯৯.০০ টাকা** (চোদ্দ লাখ সাতচল্লিশ হাজার একশ নিরানব্বই টাকা) **২৫.০৪.২০২৫ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ সহ।

ঋণগ্রহীতা এবং/বা জামিনদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

**স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ**

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের **ফ্ল্যাট নং ১/এ, ২য়তলে,** পরিমাণ এরিয়া **১১৯০ বর্গফুট** কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বহুতল ভবনে নাম **"রবীন্দ্র আবাসন"**, বাস্তু জমি পরিমাণ **১০ কাঠা ১৩ ছটাক ১৩ বর্গফুট** কমবেশি অবস্থিত মৌজা : বল্লভপুর, জেএল নং ১৪, আরএস দাগ নং ১৫৮৫, ১৫৮৬, ১৫৯০ এবং ১৫৯১/১৭৭০, আরএস খতিয়ান নং ৩৭৮ এবং পুরানো আরএস খতিয়ান নং ৯২, ৩৩৫ এবং ৬১২, এলআর দাগ নং ২২৯২, ২২৯৩, ২৩০১ এবং ২৩০২, এলআর খতিয়ান নং ২১৪৫ এবং ২১৪৬, ওয়ার্ড নং ১৭, শ্রীরামপুর পুরসভা অধীন, হোল্ডিং নং ৬৮, ভাগীরথী লেন, পো : মাহেশ, থানা : শ্রীরামপুর, জেলা : হুগলি, পিন : ৭১২২০২। স্বত্ব দলিল নং ০৬০৫০১৮০১, বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৬০৫-২০২০, পৃষ্ঠা ৫০৯৯৬ থেকে ৫০১০২৫-২০২০ সালের, এডিএসআর -শ্রীরামপুর।

**সম্পত্তি রামেন্দ্র সুন্দর কর্মকার (বর্তমানে প্রয়াত), পিতা প্রয়াত গদাধর কর্মকার এবং শ্রীমতি চন্দ্রাণী কর্মকার, স্বামী রামেন্দ্র সুন্দর কর্মকারের নামে।**

**উক্ত ভবন এর চৌহদ্দি : উত্তরে :** তারক চন্দ্র রক্ষিত এর ভবন; **দক্ষিণে :** ভাগীরথী লেন; **পূর্বে :** সুব্রত রক্ষিত, সন্তোষ কুমার দে এবং অন্যান্যর ভবন; **পশ্চিমে :** সাধারণ চলার পথ।

**ফ্ল্যাট নং ১/এ, এর চৌহদ্দি : উত্তরে :** খোলা জায়গা, লিফট এবং করিডর; **দক্ষিণে :** খোলা জায়গা; **পূর্বে :** খোলা জায়গা; **পশ্চিমে :** করিডর এবং ফ্ল্যাট নং ১/৮।

তারিখ - ১৯.০৭.২০২৫
স্থান - চুঁচুড়া, হুগলি

অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

---

**নিউ হিন্দ সিল্ক হাউস প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)**
রেজিস্টার্ড অফিস : ১১১এ, পার্ক স্ট্রিট, ৩য় তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত-৭০০০১৬
লিকুইডেটর : বিনয় কুমার সিংহানিয়া
আইবিবিআই ঠিকানা : প্রযত্নে বি কে এস অ্যান্ড কোং, ডায়মন্ড হেরিটেজ
১৬ স্ট্র্যান্ড রোড, ইউনিট ৫১৯, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০১
ইমেল আইডি : binay1@yahoo.com যোগাযোগ নম্বর : +৯১ ৯৪৩৩০৬৮৭৯০
ই-নিলাম - ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে সম্পদ বিক্রয়
কর্পোরেট ডেটরের ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ৭ অগস্ট, ২০২৫
সময় : সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত (প্রতিটির ক্ষেত্রে ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ)
নিলাম প্ল্যাটফর্মে প্রাক-যোগ্যতা নথি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ
৩০ জুলাই, ২০২৫ বিকাল ৫টা পর্যন্ত।
ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ৪ অগস্ট, ২০২৫ বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত

নিউ হিন্দ সিল্ক হাউস প্রাইভেট লিমিটেড- দেউলিয়াগ্রস্ত এর লিকুইডেশন এস্টেটের অংশ হিসেবে বিক্রয় করা হচ্ছে, যা ১৩.০৬.২০২৪ তারিখের আদেশ অনুসারে মাননীয় ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক নিযুক্ত লিকুইডেটর কর্তৃক। বিক্রয়টি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে করা হবে - **https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home**

| বিবরণ | সংরক্ষিত মূল্য (আইএনআর) | ইএমডি | ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| ব্লক এ (অ্যাসেট আইডি ২৩০৬) | | | |
| **ফার্নিচার এবং ফিক্সচার, প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি, কম্পিউটার, অফিস সরঞ্জাম এবং তালিকা,** ১১১এ, পার্ক স্ট্রিট, ৩য় তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭০০০১৬ বিক্রি এবং **অ-চলতি সম্পদ এবং স্বল্প মেয়াদি এবং দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ এবং অগ্রিম এবং অন্যান্য চালু সম্পদ সহ বিক্রি-** ১. অতালিকাভুক্ত পাবলি কোম্পানি এর শেয়ারে বিনিয়োগ ২. বিলম্বিত কর সম্পদ ৩. দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ এবং অগ্রিম ৪. সিকিউরিটি ডিপোজিট ৫. ট্রেড রিসিভেবল ৬. স্বল্প মেয়াদি ঋণ এবং অগ্রিম নগদ এবং নগদ সমতুল | ৭,০০,০০,০০০/- টাকা (সাত কোটি টাকা মাত্র) | ৭০,০০,০০০ টাকা (সত্তর লক্ষ টাকা মাত্র) | ১,০০,০০০ টাকা (এক লক্ষ টাকা মাত্র) |

*দ্রষ্টব্য : অনুগ্রহ করে কর্পোরেট ডেটরের মালিকানাধীন সম্পদ বিক্রির বিস্তারিত ই-নিলাম নথি দেখুন* EAUCTION/2025/01।

**বিক্রয়ের শর্তাবলী নিম্নরূপ :**

১. ই-নিলাম "যেখানে যেমন আছে" "যেখানে যা আছে", "যেমন আছে" এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত" পরিচালিত হবে কারণ এই ধরনের বিক্রয় আইবিবিআই ই-নিলাম পোর্টালে **https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home**-এ অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকারীর মাধ্যমে কোনও ধরণের ওয়ারেন্টি এবং ক্ষতিপূরণ ছাড়াই করা হবে।
২. সকল আবেদনকারীকে ইএমডি জমা দেওয়ার এবং প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের আগে ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথিতে উল্লিখিত শর্তাবলী পর্যালোচনা করার জন্য বাধ্যতামূলকভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে। লিকুইডেটরের সাথে **binay1@yahoo.com** এ যোগাযোগ করা যেতে পারে।
৩. এসসিসি-এর সাথে পরামর্শ করে দরপত্র ঘোষণার পর, লিকুইডেটর সফল দরদাতাকে একটি লেটার অফ ইনটেন্ট (এলওআই) জারি করবেন এবং অবশিষ্ট অর্থের বিবেচনা চাইবেন। (ই-নিলাম নথিতে উল্লিখিত বিস্তারিত শর্তাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে)। প্রাথমিক ইএমডি এবং আরও ইএমডি হিসাবে জমা করা পরিমাণ চূড়ান্ত বিক্রয় মূল্যের সাথে সমন্বয় করা হবে এবং সফল দরদাতাকে অবশিষ্ট অর্থের একটি সমন্বয়কৃত পরিমাণ বিক্রয় মূল্য পরিশোধ করতে হবে। উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে সফল দরদাতা কর্তৃক অবশিষ্ট অর্থ জমা না করলে সফল দরদাতা কর্তৃক জমা করা সম্পূর্ণ অর্থ (ইএমডি + অন্য যেকোনো পরিমাণ) বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৪. আগ্রহী ডাকদাতার ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় নথি সংযুক্ত করুন ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে।
৫. স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে যে এই আমন্ত্রণপত্রটি সম্ভাব্য দরদাতাদের আমন্ত্রণ জানানোর উদ্দেশ্যে এবং বিক্রয় কার্যকর করার জন্য লিকুইডেটর বা কোম্পানির পক্ষ থেকে কোনও ধরণের বাধ্যবাধকতা তৈরি করে না। লিকুইডেটর কোনও কারণ ছাড়াই এবং কোনও দায়বদ্ধতা ছাড়াই প্রক্রিয়াটি বাতিল বা পরিবর্তন করার এবং/অথবা কোনও আগ্রহী পক্ষ/সম্ভাব্য বিনিয়োগকারী/দরদাতাকে গ্রহণ না করার এবং/অথবা অযোগ্য ঘোষণা করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।
৬. দরদাতা BAANK NET প্ল্যাটফর্ম **https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home**-এ নিলাম এবং নিবন্ধনের নির্দেশিকা পড়তে পারবেন। আগ্রহী দরদাতাদের ওয়ালেটের মাধ্যমে BAANK NET-এ বায়না জমা (ইএমডি) পরিমাণ জমা দিতে হবে।
৭. BAANK NET-এর পক্ষ থেকে কোনও প্রযুক্তিগত ত্রুটি বা সিস্টেম সমস্যার ক্ষেত্রে, লিকুইডেটর দায়ী থাকবে না। ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য তাদের সক্ষমতা নিশ্চিত করার জন্য দরদাতা সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। তবে, কোনও প্রশ্ন বা সহায়তার ক্ষেত্রে আগ্রহী ক্রেতাকে নিলাম নথির আরও শর্তাবলী সাপেক্ষে নির্ধারিত নিলামের ২৪ ঘন্টা আগে লিকুইডেটরের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।
৮. ইচ্ছুক দরদাতাদের, তাদের দরপত্র জমা দেওয়ার আগে, ব্যক্তিগতভাবে সম্পদের মান বা নথি দেখতে পারেন নিজ ব্যয়ে এবং সন্তুষ্টির জন্য। উপরে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি সম্ভাব্য দরদাতারা প্রাক অনুমতি সাপেক্ষে স্থান পরিদর্শন করতে পারবেন; শ্রী বিনয় কুমার সিংহানিয়ার সাথে যোগাযোগ করতে হবে। পোর্টালে **(https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home)** ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য দরদাতাদের নাম লিকুইডেটর দ্বারা চিহ্নিত করা হবে। ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী নির্ধারিত সময়ে নিলাম পরিচালনা করবে।
৯. ই-নিলামের তারিখ ও সময় : ৭ অগস্ট ২০২৫ সকাল ১০.০০টা থেকে দুপুর ১২.০০টা পর্যন্ত (৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ)।

লিকুইডেটর
শ্রী বিনয় কুমার সিংহানিয়া
নিউ হিন্দ সিল্ক হাউস প্রাইভেট লিমিটেড
রেজিস্ট্রেশন নং IBBI/IPA-001/IP-P00041/2017-18/10102
ই-মেইল binay1@yahoo.com যোগাযোগ নং +৯১ ৯৪৩৩০৬৮৭৯০

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২১/০৭/২০২৫

# পাতানো ‘মা’র জাল নথি দিয়ে দীর্ঘদিন ভারতে বাংলাদেশি যুবতী, শেষে গ্রেপ্তার

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট:** ভারতের ‘মা’ ভাড়া করে বাংলাদেশি যুবতী জাল নথিপত্র তৈরি করে সীমান্তে বসবাস করছিল দীর্ঘদিন ধরে। অবশেষে পুলিশের জালে দুই। ঘটনাটি ঘটেছে বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর থানার বাংলানি গ্রাম পঞ্চায়েতের তেঁতুলিয়ায়। সেখানকার বাসিন্দা বিশ্বনাথ শিকদার ও তাঁর স্ত্রী শ্যামলী সিকদারের বাড়িতে চুমকি বলে একটি মেয়ে দীর্ঘদিন থাকতেন। স্থানীয় বাসিন্দারা অচেনা ব্যক্তিকে বাড়িতে আশ্রয় দেওয়া নিয়ে একাধিক প্রশ্ন চিহ্ন তুলেছিলেন। তারপরও কোনও কাজ হয়নি। সম্পূর্ণ অবৈধভাবে জাল নথিপত্র তৈরি করে চুমকি শিকদারকে আশ্রয় দিয়েছিলেন

শ্যামলী শিকদার। তারপর পুলিশের কাছে একটি অভিযোগ আসে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলা রুজু করে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করে। সেই তদন্তে উঠে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য। অর্থাৎ শ্যামলী সিকদার ও তাঁর স্বামী বিশ্বনাথ সিকদার প্রায় এক বছর আগে চুমকি নামে এক যুবতীকে অবৈধভাবে আশ্রয় দিয়েছিলেন। ওই যুবতীর বাড়ি বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলার নড়াইল থানা এলাকায়। সীমান্ত সুরক্ষার নজর এড়িয়ে ভারতের ভূখণ্ডে প্রবেশ করে চুমকি। আশ্রয় নেয় শ্যামলী ও বিশ্বনাথের বাড়িতে। তারপর তাঁদেরই সাহায্যে তৈরি হয় একাধিক জাল নথিপত্র। পাশাপাশি মেয়ে বলে ভুয়ো পরিচয় দিয়ে তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিলেন সীমান্তের ওই দম্পতি। রবিবার ভোর রাতে বাংলাদেশি যুবতী চুমকি এবং বাড়ির গৃহবধূ শ্যামলী সিকদারকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতদেরকে এদিন বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। পাশাপাশি সূত্রের খবর, ওই বাড়ির মালিক তথা বিশ্বনাথ সিকদারকেও আগামী দিন গ্রেপ্তার করা হতে পারে বলে জানা গেছে। এখন প্রশ্ন উঠেছে কীভাবে তাঁদের নাম পরিচয় ব্যবহার করে, জাল নথিপত্র তৈরি করে বাংলাদেশি ওই যুবতীকে তাঁদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন? যা নিয়ে উঠছে একাধিক প্রশ্ন। যদিও এই ঘটনার ইতিমধ্যে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে তদন্তকারীরা পাশাপাশি এর পেছনে অন্য কোনও বড়সড়চক্র আছে কি-না সেটাও খতিয়ে দেখছে তদন্তকারী অফিসাররা। সীমান্তের গ্রামে এদেশের দম্পতির সাহায্যে বাংলাদেশি যুবতীর আশ্রয় এবং জাল নথিপত্র তৈরি নিয়ে তথা গোটা ঘটনা নিয়ে তদন্তকারীদের মাথায় চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে।

## বন্যাকবলিত হেলান অঞ্চল

# নৌকো পরিষেবা ও স্থায়ী সেতুর দাবিতে পথ অবরোধ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ:** শতাধিক বছরের সমস্যার এখনও সমাধান হল না। কংক্রিটের ব্রিজ না হওয়ায় আট, দশটি গ্রামের মানুষ ঘরবন্দি। যোগাযোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। ২০২৫ সালের বন্যাতেও একই পরিস্থিতি। রবিবার সকালে ক্ষোভে ফেটে খানাকুলের হেলান এলাকার মানুষ। খানাকুলের হেলান পুরশুড়ার প্রধান সড়ক বাঁশ দিয়ে ঘিরে অবরোধ করেন তাঁরা। বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে চলে অবরোধ। স্থানীয় মানুষের দাবি, খানাকুলের একদিকে হেলান আর মাঝখান দিয়ে কানা মুণ্ডেশ্বরী বয়ে গিয়েছে। অন্যদিকে খামারগুঁড়ি, মইখণ্ড, গোবিন্দপুর-সহ আট-দশটি গ্রাম রয়েছে। বন্যার জল বাড়লেই নদীর দুই পারের গ্রামগুলির যোগাযোগ ব্যবস্থা একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বিগত দিনে নৌকো করে খেয়াপার হতে হচ্ছিল। কিন্তু বর্তমানে তা একেবারেই বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সমস্যা পড়েছে কয়েক হাজার মানুষ। এলাকার কৃষক থেকে সাধারণ দিন মজুর মানুষকে দুই, তিন কিলোমিটার ঘুরে হেলান বাজার আসতে হচ্ছে। কিন্তু প্রশাসনকে জানিয়েও লাভ হয়নি। তাই এদিন কংক্রিটের ব্রিজ ও নৌকো চালুর দাবিতে ওই এলাকার মানুষ রাজ্য সড়কে বাঁশ দিয়ে ঘিরে অবরোধের করেন। পাশাপাশি দীর্ঘ দিন রাস্তা সংস্কার না হওয়ায় আরও বেশি করে তাংরা ক্ষোভ উগরে দেন। জানা গিয়েছে, হেলান থেকে বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া রাস্তা মুণ্ডেশ্বরী নদীর জল পার করে যেতে হয়। কিন্তু স্থানীয় পঞ্চায়েত কোনও কাজ করেনি বলে অভিযোগ। এদিন ঘটনাস্থলে রামমোহন ২ অঞ্চলের উপপ্রধান সুজিত ঘোষ গেলে, তাঁকে ঘিরেও বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। এই বিষয়ে নীলকান্ত ধঁক, দেবাশিস শেঠ-সহ স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ‘হেলান থেকে খামারগুঁড়ি যাওয়ার মাঝে মুণ্ডেশ্বরী নদীর ওপর ব্রিজ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। এটা খুব স্বাভাবিক দাবি। কংক্রিটের রাস্তাটাও ভেঙে রয়েছে। শতাধিক বছরের এটি সমস্যা। কিন্তু প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা করেনি। যোগাযোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। অথচ একটা নৌকোর পর্যন্ত নেই। স্থায়ী সমাধান না হলে এই অবরোধ চলবে।’ অপরদিকে রামমোহন ২ অঞ্চলের উপপ্রধান সুজিত ঘোষ বলেন, ‘খানাকুল মানেই বন্যা কবলিত অঞ্চল। ক্ষোভটা বাস্তব। বিডিও সাহেবের সঙ্গে কথা হয়েছে। বলাগড়ে নৌকোর অডার দেওয়া হয়েছে। দু’এক দিনের মধ্যেই নৌকো চলে আসবে। বন্যা কমলেই রাস্তা সংস্কার করা হবে।’ সবমিলিয়ে এখন দেখার ওই এলাকার মানুষের স্বার্থে প্রশাসন কী পদক্ষেপ নেয়।

# খবরের জের, পানাগড়ের কারখানায় শুরু লরি থেকে ভুট্টা খালি করার কাজ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা:** খবরের জেরে অবশেষে নড়েচড়ে বসল পানাগড় শিল্প তালুকের বেসরকারি কারখানা কর্তৃপক্ষ। পানাগড় শিল্পতালুকে একটি বেসরকারি ইথানল প্রস্তুতকারি কারখানায় ভুট্টা বোঝাই করে আসা লরি খালি-না হওয়ায় প্রায় দশ দিনেরও বেশি সময় ধরে আটকে থাকেন লরির চালক ও খালাসিরা। দীর্ঘদিন ধরে পানাগড় শিল্পতালুকের মধ্যে আটকে পড়ার কারণে পানীয় জল ও খাবারের সংকট দেখা দিয়েছিল। বাধ্য হয়ে তাঁরা প্রশাসনের এবং সংবাদ মাধ্যমের দারস্থ হন। যদিও কাঁকসা থানার পক্ষ থেকে দ্রুত সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেওয়া হলেও, চালক এবং খালাসিদের সমস্যার কথা সংবাদমাধ্যমে তুলে ধরা হলে কারখানা কর্তৃপক্ষ সংবাদমাধ্যমের কাছে ২৪ ঘণ্টা সময় চেয়েছিল। কারখানা কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে জানানো হয়েছিল যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে তঁরা ভুট্টা বোঝাই লরিগুলি খালি করতে পারছিলেন না। তবে কথা দিয়ে কথা রাখলেন কারখানা কর্তৃপক্ষ। ২৪ ঘণ্টার কিছুটা সময় পার হয়ে যাওয়ার পরই একের পর এক লরি কারখানার ভেতরে ঢোকানো হয় এবং সেগুলি খালি করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। সংবাদমাধ্যমের খবরের জেরে এবং কারখানা কর্তৃপক্ষ দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করায় খুশি লরির চালক এবং খালাসীরা। তারা জানিয়েছেন, নম্বর অনুযায়ী একের পর এক ভুট্টা

বোঝাই লরি খালি করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তবে চালকদের দাবি, যদি কারখানার মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে গোডাউন তৈরি করা হয় এবং কারখানায় যতটা পরিমাণ কাঁচা মালের প্রয়োজন সেই হিসেব অনুযায়ী তাঁরা যদি কাঁচা মালের অর্ডার দেয়, তাহলে দীর্ঘদিন ধরে গাড়ির চালকদের আটকে থাকতে হয় না।

ওই বেসরকারি কারখানার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, বেশ কিছু যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে তাঁরা ভুট্টা বোঝাই লরি গুলি খালি করতে পারছিলেন না। তবে তারা সময়ের মধ্যেই যান্ত্রিক সমস্যা মিটিয়েনিয়ম মেনে নম্বর অনুযায়ী একের পর এক লরি খালি করার প্রক্রিয়া শুরু করেছেন। তিনি জানিয়েছেন চালকদের সুবিধার কথা মাথায় রেখেই পানাগড় শিল্পতালুকের মধ্যে যে গাড়ি পার্কিং-এর ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে শৌচাগারের এবং পানীয় জলেরও তাঁরা ব্যবস্থা করার পাশাপাশি ওই এলাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার উদ্যোগ নিয়েছেন। এই বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ শিল্প উন্নয়ন পর্ষদ-এর সঙ্গেও কথা হয়েছে। কারণ, পার্কিং এলাকায় সব থেকে বেশি তাদের কারখানায় আসা কাঁচা মাল বোঝাই লরি দাঁড়িয়ে থাকে। ফলে সেই সমস্ত চালকদের কথা মাথায় রেখেই তারা এই উদ্যোগ নিয়েছেন। কারখানার আধিকারিকের আরও দাবি, গত কয়েকদিন আগে যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল তা আগামী দিনে আর থাকবে না।

# মোবাইল চুরি, গণপিটুনি দুই নাবালককে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা:** কাঁকসা হাটে মোবাইল চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে দুই নাবালক। তাদের গণধোলাই দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয় জনতা। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়।

কাঁকসা থানা সংলগ্ন কাঁকসা হাটে রবিবার সকালে গিয়েছিলেন এলাকারই বাসিন্দা তরুণ দত্ত। তিনি জানান, সবজি কেনার সময় টের পান কেউ তাঁর প্যান্টের পকেট থেকে মোবাইল ফোনটি বের করে নিচ্ছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে মোবাইল চোরের হাত ধরে ফেলেন। কিন্তু ততক্ষণে ওই নাবালক মোবাইলটি অন্য জনের হাতে চালান করে দেয়। এরপরেই ওই দুই জন পালানোর চেষ্টা করে। এদিকে তরুণবাবুর চিৎকারে হাটের ক্রেতা, বিক্রেতারা জড়ো হয়ে যান। ওই দুই জনকে তাড়া করে ধরে ফেলেন। ক্ষুব্ধ জনতা এরপর তাঁদের মাঠে একটি গোলপোস্টের সঙ্গে বেঁধে বেধড়ক মারধর শুরু করেন। খবর যায় থানায়। কাঁকসা থানার পুলিশ গিয়ে ওই দুই নাবালককে জনতার হাত থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই দুই জনের সঙ্গে আরও তিনজন ছিল। কিন্তু অবস্থা বেগতিক বুঝে তাঁরা পালিয়ে যায়। ওই পাঁচ জনই ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। তরুণবাবু থানায় মোবাইল হারিয়ে যাওয়ার অভিযোগ জানান। পুলিশ ধৃত দুই জনকে জেরা করে বাকিদের ধরার চেষ্টা চালাচ্ছে। বিগত দিনে কাঁকসা হাটে মোবাইল চুরির ঘটনা প্রায় সময়ই সামনে আসছিল। মাঝে কমলেও তবে রবিবারের এই ঘটনায় স্থানীয়দের আশঙ্কা, তাহলে কী ফের মোবাইল চুরির চক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে কাঁকসায়?

# দণ্ডী কেটে তামিলনাড়ুর ইশা মন্দিরের উদ্দেশ্যে রওনা যুবকের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া:** ১২ বছর বয়সে বিরল রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষের বারিশিয়ালি গ্রামের বাসিন্দা যীশু মাঝি। মানত করেছিলেন দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তি পেলে তিনি দণ্ডী কেটে তামিলনাড়ুর ইশা মন্দিরের শিব মন্দিরের উদ্দেশ্য রওনা দেবেন। এবার রইল সেই মানত পূরণ করার পালা। হুগলি জেলার তারকেশ্বর থেকে দণ্ডী কেটে তামিলনাড়ু রাজ্যের কোয়েম্বাটুরে অবস্থিত ইশা শিব মন্দিরের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন তিনি। প্রাকৃতিক প্রতিকূলতাকে পিছনে ফেলে অদম্য ইচ্ছে শক্তির জোরে এগিয়ে চলেছে পূর্ব বর্ধমানের যুবক যীশু। এদিন বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়েরে এসে উপস্থিত হন ওই যুবক, তাঁকে ঘিরে উন্মাদনা সৃষ্টি হয় এলাকার ভক্তদের। যুবক যীশু জানান, ‘মানত ছিল, তাই সেই পূরণের উদ্দেশ্যেই এগিয়ে চলেছেন তিনি। তামিলনাড়ুর ইশা মন্দিরে পৌঁছতে তাঁর চার বছর সময় লাগবে, রাস্তায় বিভিন্ন মন্দিরে রাত্রিযাপন করার পাশাপাশি ভক্তরাই তাঁকে খাওয়ারের ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। এই হেন কঠিন মানত সত্যিই দুঃসাধ্য ব্যাপার। বাস্তবিকভাবেই অসাধ্যকে সাধ্য করছেন পূর্ব

বর্ধমান জেলার প্রত্যন্ত গ্রামের যুবক যীশু মাঝি। তাঁর এই দেব ভক্তি এবং অদম্য ইচ্ছে শক্তিকে যেন কুর্নিশ জানাতে বাধ্য সকলেই।

# উত্তরপাড়ায় ২১-এর শহিদ স্মরণে মহামিছিল

**নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া:** সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে ও উত্তরপাড়া কোতরং পুরসভার পুরপ্রধান দিলীপ যাদবের তত্ত্বাবধানে উত্তরপাড়া কলেজ মোড় থেকে বলাকা মাঠ পর্যন্ত একটি মহামিছিল অনুষ্ঠিত হল। উত্তরপাড়া শহর তৃণমূল যুব কংগ্রেসের আয়োজিত ‘অমর ২১শে জুলাই শহিদ স্মরণে ধর্মতলা চলো’ সমর্থনে মহামিছিল। উপস্থিত ছিলেন শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, হুগলি শ্রীরামপুর সাংগঠনিক তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক অরিন্দম গুঁই, হুগলি শ্রীরামপুর সাংগঠনিক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি প্রিয়াঙ্কা অধিকারী। উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়া টাউন তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তথা পুরসভার সিআইসি ইন্দ্রজিৎ ঘোষ-সহ অন্যান্যরা।

# প্রয়াত ২১ জুলাইয়ে গুলিবিদ্ধ অনিল মিশ্র

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান:** রাত পোহালেই রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের ঘোষিত কর্মসূচি ২১ জুলাইয়ের শহিদ দিবস। লক্ষ লক্ষ মানুষ ধর্মতলায় সমবেত হবেন। উল্লেখ্য, ১৯৯৩ সালে তৎকালীন যুব কংগ্রেস সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অন্তঃপ্রাণ হাওড়ার বাগনানের হাটুড়িয়া গ্রামের যুবক অনিল মিশ্র ‘নো আইডেন্টিটি কার্ড ও নো ভোট’ আন্দোলনে সামিল হন। সেই আন্দোলনে গুলি চলেছিল। তেরো জন মানুষ গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান বলে দাবি তৃণমূল কংগ্রেসের। সেই আন্দোলনে হাওড়ায় একমাত্র গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন অনিল মিশ্র। এরপর তার আর কোনও খোঁজ মিলছিল না। গুলিবিদ্ধ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। সহযোগিদের বাড়িতে না জানাতে বলেন। পরে আট দিন পর তিনি বাড়ি ফেরেন এবং তখন স্ত্রী জানতেপারেন। পরে তৃণমূল কংগ্রেস তৈরি করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে ছিলেন। গত শনিবার এ হেন মমতাপন্থী মানুষ মারা যান। ফলে এলাকার তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। জানা গিয়েছে, শুক্রবার পর্যন্ত বিছানায় শুয়ে তিনি এবছর ২১ জুলাই যেতে না-পারার আক্ষেপ করেছিলেন। সেই মানুষ আজ নেই। ইতিমধ্যেই তার পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জানানো হয়েছে বাগনান তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে। বাগনান কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নয়ন হালদার জানান, ‘উনি প্রথম দিনের তৃণমূল কর্মী। পাগলের মতো দলকে ভালো বাসতেন। ওনার মৃত্যুতে বিধায়ক অরুণাভ সেন-সহ গোটা তৃণমূল পরিবারের তরফে শোক জ্ঞাপন করা হয়েছে। পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই।’

*মাইন্ড মন্ত্র চ্যাম্পিয়নশিপ বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অ্যাবাকাস-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল সিউড়ি কলেজ পাড়ার শিশুদের জন্য তৈরি হওয়া নতুন লড্রিনিয়াম স্কুলে। এদিন প্রায় ১০০ শিক্ষার্থী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন।*

*ইস্টবেঙ্গলের হয়ে খেলতে শনিবার কাকভোরে শহরে পা রাখলেন ব্রাজিলীয় মিডফিল্ডার মিগুয়েল ফিগুয়েরা।*

## বাবার ‘অপকীর্তি’তে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মেয়ের মৃত্যু

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বাদুড়িয়া:** বিচুলি যাতে চুরি না-হয় বা অন্যের গবাদি পশু খেয়ে না ফেলে তার জন্য লোহার তার দিয়ে বিচুলির গাদা ঘিরে তাতে বিদ্যুৎ সংযোগ করেছিলেন বাড়ির কর্তা। ভোরে উঠোন ঝাড়ু দিতে গিয়ে সেই তারেই বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল বাড়ির মেয়ের। রবিবার সকালে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে, বসিরহাটের বাদুড়িয়া থানার সান্নিয়া সর্দার পাড়া এলাকায়। ঘটনাস্থলে গিয়ে দেহ উদ্ধার করে তদন্ত শুরু করেছে বাদুড়িয়া থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত যুবতী বছর ২০ ফিরদৌসি খাতুন। খালেক সর্দার তার বিচুলির গাদায় লোহার তার দিয়ে ঘিরে বিদ্যুৎ সংযোগ করে রেখেছিলেন। নিজের এই অপকর্মের খেসারত দিতে হল নিজের মেয়ের মৃত্যু দিয়ে। এলাকার মানুষের দাবি, শুধু নিজের মেয়ের মৃত্যু নয়, এই ঘটনায় এলাকার আরও অনেকে বাচ্চাই বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মারা যেত পারত। বাবার অপকীর্তিতে প্রাণ গেল নিজের মেয়ের। ঘটনার পর পুলিশ খালেক সর্দারকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

## ফের দ্বারকেশ্বর নদীতে দেহ উদ্ধার

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া:** চলতি বর্ষায় দ্বারকেশ্বর নদে জল বাড়ায় একের পর এক মৃতদেহ উদ্ধার হচ্ছে। বিষ্ণুপুরের দমদমা ঘাট সংলগ্ন দ্বারকেশ্বর নদ থেকে ৬০ বছর বয়সি এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করল বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত মহিলার নাম মালা সিট। বাড়ি ওন্দা থানার আলিথা গ্রামে। স্থানীয় সূত্রের খবর, এদিন দ্বারকেশ্বর নদের জলের স্রোতে এক মহিলার মৃতদেহ ভেসে আসতে দেখেন দমদমা ফেরিঘাটের মাঝিরা। তড়িঘড়ি ওই মৃতদেহ টেনে নদীর পাড়ে নিয়ে আসেন তাঁরা। এরপর খবর দেওয়া হয় বিষ্ণুপুর থানায়। তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছেপুলিশ মৃতদেহটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য দেহটি রাখা হয়েছে। তবে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, নদীতে স্নান করতে এসে কোন কারণে জলে তলিয়ে যান ওই মহিলা। যার ফলে জলের ডুবেই তাঁর মৃত্যু হয়। যদিও মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে ময়নাতদন্তে রিপোর্ট হাতে আসলে।

# ২১-এ জুলাইয়ের ভিড়ে জাতীয় সড়কে যানজট এড়াতে শক্তিগড়ে ‘ল্যাংচা মেলা’

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান:** সোমবার তৃণমূল কংগ্রেসের বার্ষিক ‘একুশে জুলাই’ শহিদ দিবস। ধর্মতলার সভাকে ঘিরে উত্তাল গোটা রাজ্য। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে সাড়া দিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকেরা দলে দলে রওনা দিয়েছেন কলকাতার উদ্দেশে। কলকাতার রাজপথ যেমন জমজমাট, তেমনি রাজ্যজুড়েই এই কর্মসূচিকে ঘিরে তৈরি হয়েছে এক উৎসবমুখর আবহ।

এই পথযাত্রার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র পূর্ব বর্ধমানের শক্তিগড়। ল্যাংচার জন্য বিখ্যাত শক্তিগড় বহু বছর ধরেই একুশে জুলাইয়ের আগে কর্মী-সমর্থকদের ‘যাত্রাবিরতির’ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গ থেকে কলকাতার

দিকে যাওয়ার পথে এই অঞ্চল পড়ে বলেই পথচলতি জনতা এক পশলা স্বস্তি নিতে শক্তিগড়ে থামে, সঙ্গে মিষ্টিমুখ করতে ভুলে যান না কেউই। তবে এবছর পরিস্থিতি কিছুটা ভিন্ন। কারণ, জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের কাজ চলছে শক্তিগড় এলাকায়। এই পরিস্থিতিতে হঠাৎ করে উপচে পড়া ভিড় সামাল দিতে না-পারলে সৃষ্টি হতে পারে যানজট এবং বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা। সেই সমস্যার সমাধানে এগিয়ে এসেছে জেলা পুলিশ ও প্রশাসন।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, জাতীয় সড়কের মূল ধারে ভিড় এড়াতে শক্তিগড় বাইপাস লাগোয়া একটি খোলা মাঠে আয়োজন করা হবে ‘ল্যাংচা মেলা’। সেই মত এই মেলায় শক্তিগড়ের নামী ও জনপ্রিয় ল্যাংচা দোকানগুলো একত্রিত হয়ে পসরা সাজিয়ে বসেছেন। এখানে কর্মী, সমর্থকেরা সহজেই মিষ্টির স্বাদ নিতে পারবেন, আবার জাতীয় সড়কের উপর যানজটের সমস্যাও হবে না। কমবে দুর্ঘটনা।

ইতিমধ্যেই ওই মেলার স্থান প্রস্তুত করে ফেলেছে জেলা প্রশাসন। পর্যাপ্ত নিরাপত্তা, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ এবং শৌচাগার-জল পরিষেবারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। থাকছে অস্থায়ী পার্কিংয়ের ব্যবস্থা। অন্যদিকে পুলিশের তরফ থেকেও থাকছে নজরদারি। ভিড় সামলাতে অতিরিক্ত ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েন থাকবে গোটা এলাকায়।

# কানওয়ার যাত্রাকে অপমান করার চেষ্টা: যোগী আদিত্যনাথ

**মেরঠ, ২০ জুলাই:** কিছু মানুষ কানওয়ার যাত্রাকে অপমান করার চেষ্টা করছে, উদ্বেগ প্রকাশ করে এমনটাই বললেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তাঁর কথায়, 'কিছুজন ক্রমাগত এই কানওয়ার যাত্রার উৎসাহ ও ভক্তির ক্ষতি এবং অপমান করার চেষ্টা করছে। এমনকি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে, ব্যক্তিগতভাবেও এই ধরনের প্রচেষ্টা করে কানওয়ার যাত্রাকে অপমান করার চেষ্টা করছে। প্রতিটি কানওয়ার সংঘের দায়িত্ব হল ভগবান শিবের এই পবিত্র যাত্রাকে অপমান করার জন্য গুন্ডাদের ছদ্মবেশে থাকা এই ধরণের সমস্ত উপাদানকে প্রকাশ্যে আনা। আমি সমস্ত কানওয়ারিয়া

এবং সকলের কাছে আবেদন করছি যে তারা অন্যদের সমস্যাগুলিও বোঝেন।'

উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ রবিবার মেরঠে কানওয়ার যাত্রীদের ওপর ফুলের পাপড়ি বর্ষণ করেন। এছাড়াও আকাশপথে চৌধুরী চরণ সিং কানওয়ার মার্গ এবং মেরঠ-মুজাফফরনগর সড়ক পরিদর্শন করেছেন। যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, 'আমার খুব ভালো লাগছে যে, কানওয়ার বহনকারী শিবভক্তরা সামাজিক সম্প্রীতি প্রদর্শন করছেন এবং ভক্তির সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছেন। তাদের 'সাধনায়' ভক্তির চেতনা দেখা যায়। এটি প্রচার করা উচিত। সরকার, এনজিও এবং বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠন ভালো প্রস্তুতি নিয়েছে।'

# আমদাবাদে আত্মঘাতী একই পরিবারের পাঁচ সদস্য, তদন্ত

**আমদাবাদ, ২০ জুলাই:** গুজরাতের আমদাবাদে বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হলেন একই পরিবারের ৫ সদস্য। আমদাবাদের বাভলায় একটি বাড়িতে ভাড়া থাকতেন তাঁরা। বিষাক্ত কিছু খেয়ে পরিবারের ৫ সদস্য আত্মঘাতী হয়েছেন। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন, বিপুল কাঞ্জি ওয়াঘেলা (৩৪), তাঁর স্ত্রী সোনাল (২৬) এবং তাঁদের দুই মেয়ে (১১ এবং ০৫) এবং এক ছেলে (০৮)।

রবিবার সকালে আমদাবাদ গ্রামীণের পুলিশ সুপার বলেছেন, 'বাভলার ভাড়াবাড়িতে বিষাক্ত তরল পান করে একই পরিবারের পাঁচজন সদস্য আত্মহত্যা করেছেন। তাঁদের আত্মহত্যার কারণ এখনও জানা যায়নি। তাঁরা সকলেই মূলত ধোলকার বাসিন্দা।'

## রাশিয়ায় ভূমিকম্প, জারি সুনামি সতর্কতা

**মস্কো, ২০ জুলাই:** প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলে পর পর তিনটি শক্তিশালী ভূমিকম্প। যার জেরে রবিবার সুনামি সতর্কতা জারি হল রাশিয়ায়। পেত্রোপাভলভস্ক-কামচাটস্কি উপকূলের একই এলাকায় শক্তিশালী ভূমিকম্প তিনটি অনুভূত হয়। এর উৎসস্থল ভূ-পৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার গভীরে। মার্কিন জিওলজিক্যাল সার্ভে (ইউএসজিএস)-র তরফে প্রাথমিকভাবে জানানো হয়েছে, এদিনের সবথেকে শক্তিশালী কম্পনের মাত্রা ছিল ৭.৫।

তার আগে আরও দু'বার কেঁপে উঠেছিল ওই এলাকা। মাত্রা ছিল যথাক্রমে ৬.৭ এবং ৫.০। কিন্তু তখন কোনও সুনামির সতর্কতা জারি করা হয়নি। পরে ৭.৫ মাত্রার কম্পন অনুভূত হওয়ার পরই সুনামির সতর্কতা জারি করা হয়।

**ভূমিধসে বিপর্যস্ত জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক:** ভূমিধসে বিপর্যস্ত জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক। রবিবার উধমপুরে সামরোলি গ্রামে দেওয়াল সেতুর কাছে ধস নামে। এর ফলে কাশ্মীরের দিকে যাওয়ার রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। আবহাওয়া খারাপ থাকায় বিগত দিনগুলিতেও এমন বিপদ দেখা দিয়েছে। জানা গেছে, অমরনাথের তীর্থযাত্রীদের সুরক্ষিত রাখতে সব রকম চেষ্টা চালাচ্ছে সেনা। জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ায় যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

## তাজিকিস্তানে ভূমিকম্প, ইরানেও অনুভূত কম্পন

**তেহরান, ২০ জুলাই:** ফের কেঁপে উঠল তাজিকিস্তান। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানায়, রবিবার সে দেশে কম্পন অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৪.০। ভূপৃষ্ঠ থেকে অন্তত ১৬০ কিমি গভীরে কম্পনের উৎসস্থল। এর আগে গত ১২ জুলাই, ১৮ জুলাই-সহ জুন মাসের বিভিন্ন দিন তাজিকিস্তানে ভূমিকম্প হয়েছে। এদিকে, উত্তর ইরানেও এদিন ভূকম্পন অনুভূত হয়। ইউরোপীয় ভূমধ্যসাগরীয় ভূকম্পন কেন্দ্র জানিয়েছে, রবিবার ভোরে উত্তর ইরানে ৫.৬ মাত্রার কম্পন অনুভূত হয়। কম্পনের উৎসস্থল ভূপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ৩ কিলোমিটার গভীরে। এর ফলে স্থলভাগে কম্পন ও ক্ষতির মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে। স্বল্প গভীরতার কারণে এ ধরনের ভূমিকম্পের পর আফটারশকের আশঙ্কা বেশি থাকে। এছাড়া, ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি উৎপত্তিস্থল হলে কম্পনের তীব্রতা ও ক্ষয়ক্ষতি বাড়ার ঝুঁকি থাকে। উল্লেখ্য, পর্বতময় ভূপ্রকৃতি এবং বৈচিত্র্যময় জলবায়ুর কারণে তাজিকিস্তান প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। দেশটি প্রায়ই ভূমিকম্প, বন্যা, খরা, তুষার ধস, ভূমিধস এবং কাদামাটির ধসের সম্মুখীন হয়। হিমবাহ-নির্ভর নদীর অববাহিকা, পাহাড়ি পরিবেশ এবং নদী তীরবর্তী এলাকা ভূমিধস ও ভূমিক্ষয়ের জন্য সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ।

# বিমানসেবিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ পাইলটের বিরুদ্ধে

**মুম্বই, ২০ জুলাই:** এক বিমানসেবিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল পাইলটের বিরুদ্ধে। মহারাষ্ট্রের নওঘর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন 'নির্যাতিতা।' তার ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। যদিও অভিযুক্ত বিমানচালক পলাতক।

পুলিশ সূত্রে খবর, রবিবার মুম্বইয়ের কাছে নওঘর থানায় অভিযোগ নিয়ে হাজির হন ২৩ বছরের এক তরুণী। পেশায় বিমানসেবিকা তিনি। তাঁর অভিযোগ, এক সহকর্মী তাঁকে ধর্ষণ করেছেন। অভিযোগকারিণীর বক্তব্য, গত সপ্তাহে একটি লন্ডনগামী উড়ানে 'ডিউটি' ছিল তাঁর। ওই বিমানেই মুম্বই ফেরেন তিনি। যাত্রাশেষে সংশ্লিষ্ট উড়ানের পাইলট তাঁকে শারীরিক অত্যাচার করেছেন।

অভিযোগকারিণী পুলিশকে জানিয়েছেন, গত সপ্তাহে একই উড়ানে লন্ডন থেকে মুম্বই ফিরেছিলেন দু'জনে। চালকের আসনে ছিলেন অভিযুক্ত এবং তিনি বিমানসেবিকার দায়িত্বে ছিলেন। মুম্বইয়ে ফিরে তাঁরা মীরা রোড পর্যন্ত একসঙ্গে যান। এই মীরা রোডেই দু'টি আলাদা আবাসনে তাঁদের বাস। ফেরার পথে ওই পাইলট তাঁর বাড়িতে যাওয়ার জন্য বিমানসেবিকাকে অনুরোধ করেন। বিমানসেবিকা রাজি হন।

অভিযোগকারিণী জানিয়েছেন, সহকর্মীর বাড়িতে সেই সময়ে কাউকে না দেখে তিনি অবাক হয়ে যান। কেন তাঁকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে এলেন তিনি, তা বুঝতে পারেন না। এ নিয়ে প্রশ্ন করায় ওই পাইলট নানা কথা বলতে শুরু করেন। তারপর একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে তাঁকে ধর্ষণ করেন। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযুক্ত গা-ঢাকা দিয়েছেন। তাঁর খোঁজে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চলছে।

# তিব্বতে কৈলাস যাত্রায় ঘোড়া থেকে পড়ে আহত মীনাক্ষী লেখি

**দেরাদুন, ২০ জুলাই:** পাঁচ বছর পর ফের শুরু হওয়া কৈলাস মানস সরোবর যাত্রায় বড় ধাক্কা। যাত্রাপথে তিব্বতের দারচিন এলাকায় ঘোড়া থেকে পড়ে গুরুতর আহত হলেন প্রাক্তন বিদেশ প্রতিমন্ত্রী ও বিজেপি নেত্রী মীনাক্ষী লেখি। তাঁর মেরুদণ্ডে চোট লেগেছে বলে জানা গিয়েছে। আপাতত তাঁকে চিকিৎসার জন্য ভারত ফিরিয়ে আনা হচ্ছে।

দ্বিতীয় দফার যাত্রায় ৪৮ জন যাত্রীর সঙ্গে ছিলেন লেখিও। শনিবার দারচিনের কাছে যাত্রার সময় দুর্ঘটনা ঘটে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালের চিকিৎসকেরা প্রাথমিক চিকিৎসা দেন। এক্স-রেতে স্পাইনাল ইনজুরির ইঙ্গিত মিলেছে। রবিবার পিথোরাগড়ের জেলাশাসক বিনোদ গোস্বামী জানিয়েছেন, লেখিকে নাভীঢাং পর্যন্ত আনা হচ্ছে। সেখান থেকে হেলিকপ্টারে দেরাদুনে স্থানান্তর করা হবে।

# পুরীর অগ্নিদগ্ধ নাবালিকার অবস্থা স্থিতিশীল, দিল্লিতে স্থানান্তরিত

**ভুবনেশ্বর, ২০ জুলাই: ভুবনেশ্বর এইমস থেকে আকাশপথে দিল্লির এইমসে নিয়ে যাওয়া হয় ওড়িশার পুরীতে অগ্নিদগ্ধ নাবালিকাকে। পুরীর বালঙ্গায় দুষ্কৃতীরা পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করে ১৫ বছর বয়সী মেয়েটিকে, ভুবনেশ্বরের এইমসে প্রাথমিক চিকিৎসার পর এখন দিল্লির এইমসে নিয়ে আসা হয় মেয়েটিকে। রবিবার সকালে ভুবনেশ্বর এইমস থেকে বের করে আনা হয় নাবালিকাকে। আরও ভালো চিকিৎসার জন্য তাকে বিমানে করে দিল্লির এইমসে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এইমস ভুবনেশ্বরের নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক (ডক্টর) আশুতোষ বিশ্বাস বলেন, 'মেয়েটি স্থিতিশীল এবং এখন আমরা রোগীকে দিল্লির এইমস হাসপাতালে স্থানান্তর করতে পারি। আমরা স্থানান্তরের পরিকল্পনা করছি, হয়তো দু'-আড়াই ঘণ্টার মধ্যে (তাকে স্থানান্তরিত করা হবে)। সে এখন স্থিতিশীল, রোগীকে স্থানান্তর করা নিরাপদ। তাকে বিশেষ চার্টার্ড বিমানে স্থানান্তরিত করা হবে। রোগী সেখানে যাবে, এটি ইতিমধ্যেই এইমস দিল্লিতে জানানো হয়েছে।'**

# বারাণসীতে সানডে অন সাইকেল ইভেন্ট

**বারাণসী, ২০ জুলাই:** সুস্বাস্থ্যকেই অগ্রাধিকার, অন্যথা হল না এই রবিবারও। রবিবার সকালে উত্তরপ্রদেশের বারাণসীতে আয়োজিত হল ফিট ইন্ডিয়া সানডে অন সাইকেল ইভেন্ট। কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া বারাণসীর বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ফিট ইন্ডিয়া সানডেস অন সাইকেল'-এর নেতৃত্ব দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া বলেন, 'কাশীতে বিকশিত ভারতের জন্য নেশা-মুক্ত যুবাদের নিয়ে তিন দিনের একটি শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। রবিবার

সাইকেল চালানো দেশের একটি অভিযানের মতো। প্রধানমন্ত্রী মোদী ফিট ইন্ডিয়া আন্দোলন শুরু করেছিলেন এবং রবিবার সাইকেল চালানোর মাধ্যমে দেশের যুবসমাজ ফিট থাকবে।' কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী মনসুখ এল. মান্ডভিয়া বারাণসীর বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিট ইন্ডিয়া ইভেন্টে অংশগ্রহণ করেন, যেখানে তিনি একটি সাইকেল র‍্যালির নেতৃত্ব দেন। এই প্রোগ্রামে বিএইচইউর শিক্ষার্থী এবং মাদকমুক্ত যুব অভিযানের স্বেচ্ছাসেবকদের অংশগ্রহণে একটি স্বাস্থ্য সচেতনতা অধিবেশন অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা যুবসমাজের মধ্যে ফিটনেস এবং মাদকমুক্ত জীবনযাত্রার বার্তা প্রচার করবে।

# ময়দান

# ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে চতুর্থ টেস্টে রেকর্ডের সন্ধানে টিম ইন্ডিয়া

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বুধবার থেকে ম্যাঞ্চেস্টারে শুরু হতে চলেছে ভারত ও ইংল্যান্ডের মধ্যে চতুর্থ টেস্ট ম্যাচ। সিরিজে এখন ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে ইংল্যান্ড। ফলে এই ম্যাচে হার মানেই ভারতের জন্য সিরিজ হাতছাড়া। তাই এই টেস্ট ম্যাচ শুধু জেতার লড়াই নয়, রেকর্ডেরও লড়াই। কারণ এই ম্যাচে একগুচ্ছ রেকর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ভারতীয় ব্যাটাররা। সবার আগে কথা বলা যাক অধিনায়ক শুভমান গিলকে নিয়ে। দুরন্ত ফর্মে থাকা এই তরুণ ওপেনার এখন পর্যন্ত সিরিজে ৬০৬ রান করেছেন। আর ২৫ রান করলেই তিনি ছুঁয়ে ফেলবেন প্রাক্তন পাকিস্তানি কিংবদন্তি মহম্মদ ইউসুফের রেকর্ড। ইউসুফ ২০০৬ সালে ইংল্যান্ড সফরে এক সিরিজে করেছিলেন ৬৩১ রান। শুধু তাই নয়, ভারতীয় হিসেবে ইংল্যান্ডের মাটিতে এক সিরিজে সর্বাধিক রানের রেকর্ডও গিল ভেঙে দিতে পারেন। এই রেকর্ড রয়েছে রাহুল দ্রাবিড়ের দখলে, যিনি ২০০২ সালে করেছিলেন ৬০২ রান। সুতরাং গিলের সামনে এক নয়, একাধিক রেকর্ড। অন্যদিকে উইকেটকিপার-ব্যাটার ঋষভ পন্থও রয়েছেন এক বিশেষ নজির গড়ার দ্বারপ্রান্তে। বর্তমানে ভারতের হয়ে টেস্টে সবচেয়ে বেশি ছক্কার রেকর্ড রয়েছে বীরেন্দ্র শেহওয়াগের; ১০৩ ম্যাচে ৯০টি ছক্কা। পন্থ ইতিমধ্যেই ৪৬টি টেস্টে ৮৮টি ছক্কা মেরে ফেলেছেন। ম্যাঞ্চেস্টারে আর তিনটি ওভার বাউন্ডারি মারলেই তিনি হয়ে যাবেন ভারতের টেস্ট ইতিহাসে সর্বোচ্চ ছক্কা মারার রেকর্ডধারী। এছাড়াও আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছেন কে এল রাহুল। দুই টেস্টে সেঞ্চুরি করে ইতিমধ্যেই নিজেকে প্রমাণ করেছেন তিনি। এই টেস্টে আর ৬০ রান করতে পারলেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তাঁর নামের পাশে যুক্ত হবে ৯ হাজার রানের গর্বিত সংখ্যা। এখন পর্যন্ত মাত্র ১৫ জন ভারতীয় ব্যাটার এই মাইলফলকে পৌঁছেছেন। পাশাপাশি নিজের কেরিয়ারের সেরা সিরিজ পারফরম্যান্সও ছুঁয়ে ফেলতে পারেন রাহুল। ২০১৭ সালে অস্ট্রেলিয়া সফরে ৩৯৩ রান করেছিলেন তিনি। এবারের ইংল্যান্ড সফরে আর ১৯ রান করলেই সেই রেকর্ড পেছনে ফেলে দেবেন। সুতরাং ম্যাঞ্চেস্টারের মাঠে বুধবার থেকে শুধুই বল-বাট নয়, সাক্ষী থাকবে ইতিহাস লেখার। ভারতের জন্য এটি একদিকে বাঁচা-মরার লড়াই, অন্যদিকে ব্যাটারদের জন্য এটি হতে পারে কেরিয়ারের অন্যতম স্মরণীয় ম্যাচ। এখন শুধু সময় বলবে, এই ম্যাচে কাদের ব্যাট কথা বলবে, আর কারা ইতিহাস গড়বে।

# ইস্টবেঙ্গল অনুশীলনে সমর্থকদের ভিড়

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** রবিবারের বিকেলে যুবভারতীর প্র্যাক্টিস গ্রাউন্ডের সামনে প্রায় জনা পাঁচশো ইস্টবেঙ্গল সমর্থকের ভিড়। বিকেল তিনটে থেকে ফুটবলার, কোচ অস্কার ব্রুঁজোরা মাঠে ঢুকলেন সমর্থকদের ভিড় কাটিয়ে। সেই চেনা 'ইস্টবেঙ্গল, ইস্টবেঙ্গল' স্লোগান। মাঠে যখন

বিষ্ণু, দিয়ামান্তাকোসরা অনুশীলন করছেন, বাইরে তখন সমর্থকরা তাদেরই নামে স্লোগান তুলছেন। বছর পাঁচেক দুই খুদে সমর্থক 'বিষ্ণু-বিষ্ণু' বলে ডেকেই চলেছেন। এই আবেগ, উৎসাহ, ভিড় দেখে কেউ বলবে, ইস্টবেঙ্গল দল গত মরশুমে আইএসএল পয়েন্টস টেবিলে নবম স্থানে ছিল? মরশুম চলাকালীন ও শেষে এই সমর্থকরাই ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন। নতুন মরশুম শুরু, নতুন আশায় লাল-হলুদ সমর্থকরা। এদিন প্রথম ইস্টবেঙ্গল অনুশীলনে নামলেন কোচ অস্কার ব্রুজো। অনুশীলনে আসলেও মাঠে নামলেন না বিদেশি কেভিন সিবিলে, মিগুয়েল ফিগুয়েরা ও সাউল ক্রেস্পো। মাঠে কিছুক্ষণ থেকে বেরিয়ে গেলেন। রবিবার ভোররাতে শহরে এসেছেন মিগুয়েল, ক্রেস্পো এসেছেন সকালে। সোমবার থেকে অনুশীলনে নামতে দেখা যেতে পারে তাদের। ২৩ জুলাই ডুরান্ড কাপের উদ্বোধনী ম্যাচে নামছে ইস্টবেঙ্গল। তার আগে সব বিভাগে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিতে চাইছেন হেড কোচ অস্কার। অনুশীলনে বেশ চনমনে দেখাল প্যালেস্টাইন মিডফিল্ডার মহম্মদ রশিদকে। হ্যামস্ট্রিংয়ের সমস্যা কাটিয়ে বিষ্ণুও পুরোদমে অনুশীলন করলেন। সৌভিক চক্রবর্তী ফিজিওর সঙ্গে সাইডলাইনে রিহ্যাব করছিলেন। কোচ অস্কার জানিয়ে গেলেন, গত বছরের থেকে এইবার দলে অনেক ভারসাম্য রয়েছে। সেই নিয়ে খুশি তিনি।

ডুরান্ডে প্রথম ম্যাচে বিদেশিদের খেলানো নিয়ে ধন্দ রয়েছে। কেভিন, মিগুয়েল-সহ অনেকেরই এখনও মেডিক্যাল হয়নি। অনুশীলন শেষেও দেখা গেল সমর্থকদের আবেগের বিস্ফোরণ। ভিড়, সেলফির আবদার, আতসবাজির রোশনাইয়ে মাঝে স্টেডিয়াম চত্বর ছাড়ল টিম বাস।

# উয়েফা উইমেন্স ইউরো টাইব্রেকারে ফ্রান্সকে হারিয়ে সেমিতে স্পেন-জার্মানি

**বাসেল, ২০ জুলাই:** উয়েফা উইমেন্স ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপের কোয়ার্টার ফাইনালে ফ্রান্সকে টাইব্রেকারে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছে জার্মানি। শনিবার বাসেলের সেন্ট জ্যাকব পার্কে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে ১-১ গোলে ড্রয়ের পর টাইব্রেকারে ৬-৫ ব্যবধানে জয় পায় জার্মানরা।

ম্যাচের শুরুতেই দশ জনের দল হয়ে যায় জার্মানির মহিলারা। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে এগিয়ে যায় ফ্রান্স। তবে ২৩ মিনিটে জার্মানির ক্লারা বুয়েলের কর্নার থেকে হেডে গোল করে সমতা ফেরান সজোকে নিউসকেন। প্রথমার্ধ ছিল ১-১। দ্বিতীয়ার্ধে জার্মানির নিউসকেনের পেনাল্টি রুখে দেন ফরাসি গোলকিপার পলিন পেইরো ম্যাগনিন। এরপর অতিরিক্ত সময়ে কোনও দল গোল করতে পারেনি। ম্যাচ গড়ায় পেনাল্টি শুট আউটে। সেখানে ফ্রান্সের দুই খেলোয়াড় আমেল মাজরি ও অ্যালিস সোমবাথের শট ঠেকিয়ে দিয়ে নায়িকা হয়ে যান জার্মান গোলরক্ষক বার্গার।

# ছাত্ররাই সন্তান, ময়দানে পরিচিত 'ক্রিকেট বাবা' নামে

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ক্রিকেট খেলায় কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ? কেউ বলবে ব্যাটসম্যান, কেউ বা বোলার। কেউ বলবে অধিনায়ক। কিন্তু ময়দানের ধারে দাঁড়িয়ে যিনি চুপচাপ নজর রাখেন প্রতিটি ক্যাচ, প্রতিটি ফুট মুভমেন্ট, তিনিই আসল গেম চেঞ্জার। তিনি হলেন কোচ। বড় বড় খেলোয়াড়দের পিছনে যেমন বড় মেন্টরের হাত থাকে, তেমনই শহরের কোণার মাঠগুলোতেও আছেন কিছু নিঃশব্দ সৈনিক, ক্রিকেট কোচ। তাঁদের গল্প খুব একটা আলোয় আসে না। আজ আমরা এমনই একজন কোচের কথা বলছি, বিপ্লব ঘোষ। বয়স ৪৮। থাকেন দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়াতে। নিজে একসময় কলকাতা লিগে খেলেছেন, বাংলার হয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ দলে সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু চোট, অভাব আর দায়িত্ব, সব মিলে খেলাটা থেমে যায়। তবুও ক্রিকেট ছাড়েননি। সেই ভালোবাসাকেই এখন ছড়িয়ে দিচ্ছেন ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে। বিপ্লববাবুর সকাল শুরু হয় ভোর ৫টায়। নিজের হাতে মাঠ ঝাঁট দেন, বাউন্ডারি লাইন কেটে দেন, স্টাম্প পুঁতেছেন কতবার নিজে! তারপর শুরু হয় কোচিং।

প্রথম ব্যাচে স্কুলপড়ুয়া ছেলেমেয়েরা আসে, যারা স্বপ্ন দেখে বিরাট কোহলি কিংবা স্মৃতি মন্ধানা হওয়ার। তাদের মধ্যে নিজেকে দেখি', বলছিলেন বিপ্লব। 'জানি, সবাই বড় ক্রিকেটার হবে না। কিন্তু ক্রিকেট শিখে ওরা ধৈর্য, লড়াই আর সম্মান করা শিখবে, এটাই চাই।' এই অ্যাকাডেমিতে চকচকে কিট নেই, ঝকঝকে টার্ফ পিচও নেই। কিন্তু এখানে আছে কোচের নিষ্ঠা। অনেক ছাত্রের পরিবার কোচিং ফি দিতে পারে না। বিপ্লববাবু বলেন, 'যদি ট্যালেন্ট থাকে আর মন ভালো হয়, আমি কখনও ফিরিয়ে দিই না।' কখনও নিজের টাকায় প্র্যাকটিস বল কেনেন, পুরনো ব্যাট সারিয়ে দেন। 'আমি নিজের ছোটবেলার দুঃখ ভুলতে চাই', এক ছাত্রের প্যাড নিজে পরে ঠিক করতে করতে বলছিলেন তিনি।

বিপ্লব ঘোষ শুধু খেলার গঠন শেখান না। মাঠে নামার আগে তিনি বলেন, 'প্রতিপক্ষকে শ্রদ্ধা করো। দলগত খেলা মানে সবাইকে নিয়ে চলা।' কারও পারিবারিক সমস্যা হলে কথা বলেন। পড়াশোনার খোঁজও রাখেন। প্রয়োজনে নিজের বই এনে দেন।

বিপ্লববাবুর এক ছাত্র এখন অনূর্ধ্ব-১৬ বাংলা দলের হয়ে খেলছে। আরেকজন রেলওয়ে ক্লাবের হয়ে চুক্তি পেয়েছে। এই খবর পেলে চোখে জল আসে তাঁর। 'ওরা বড় হলে আমি নিজেকে সফল ভাবব', বললেন বিনয়ী গলায়।

রবিবার মানেই ম্যাচ ডে। ভোর ৬টা থেকেই সব প্ল্যান করে রাখেন। কে কোন ব্যাটিং পজিশনে নামবে, কে বোলিং শুরু করবে, কাকে কতক্ষণ বল করতে দেওয়া হবে; সব চিন্তা তাঁর মাথায়। কখনও তিনি নিজেই স্কোর রাখেন। কখনও দলের সঙ্গে গিয়ে ঢাকুরিয়া থেকে বেহালা পর্যন্ত হেঁটে মাঠে পৌঁছন। বিপ্লববাবুর নিজের কোনও সন্তান নেই। 'এদের দৌড়, এদের চার, এদের উইকেটই আমার জীবন', বললেন একটুকু হাসিমুখে। ছাত্রদের কেউ অসুস্থ হলে হাসপাতালে যান, কেউ চাকরির জন্য ইন্টারভিউ দিচ্ছে জানলে কোচিং শেষে ফোন করে জেনে নেন। বিপ্লব ঘোষের মতো অনেক কোচ আছেন যাঁরা শহরের মাঠে বা গ্রামের মাটিতে ক্রিকেটের আসল বীজ বুনে চলেছেন। তাঁদের নাম বড় হেডলাইনে আসে না, তবু তাঁদের হাতেই গড়ে উঠছে আগামী দিনের ক্রিকেটাররা। এই গল্প শুধু এক কোচের নয়, এটা সেই হাজারো 'সাইলেন্ট কোচে'র গল্প, যাঁরা প্রতিদিন স্টাম্প হাতে দাঁড়িয়ে থাকেন, শুধু বলার জন্য, 'খেল, আমি আছি পাশে।'

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

**TENDER**

E- Tenders are invited by The Prodhan, Chhitka Gram Panchayat (Under Tehatta- I Panchayat Samity), P.O- Chhitkadaspara, Nadia. **NIET No - 12 of Chhitka GP of 2025-2026/15th/CFC/Tied, 13 of Chhitka GP of 2025-2026/15th/CFC/ Untied, 14 of Chhitka GP of 2025-2026/15th/ CFC/ Tied, 15 of Chhitka GP of 2025-2026/15th/ CFC/Untied,** Last date of submission **26.07.2025 up to 12p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Chhitka Gram Panchayat

**BOLPUR MUNICIPALITY**
**Bolpur, Birbhum**

i) **WBMAD/ULB/BM/PW/DMA/NIT-10/2025-2026 Memo no:-1505 /PWD/BM/2025-26 Date:-18.07.2025**
**Name of the Work:-** 4 (Four) Sl. No. 1-4 Construction of Cement Concrete Road in ward nos. 1, 4, 6, 10 under Bolpur Municipality.
ii) **WBMAD/ULB/BM/PW/DMA/NIT-11/2025-2026 Memo no:-1506 /PWD/BM/2025-26 Date:-18.07.2025**
**Name of the Work:-** 5 (Five) Sl. No. 1-5 Construction of Cement Concrete Road and Drain in ward nos. 5, 14, 15, 17, 20 under Bolpur Municipality. Last date of Submission 07.08.2025, for details see Bolpur Municipality Notice Board & Website:- **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

**TENDER NOTICE**

| N.I.T No. | Name of Work | Estimated Amount |
|---|---|---|
| WBMAD/ULB/ RSM/210/ 25-26 Dated 19.07.2025 | Roof Protection work with Tin Shed & Store Room at Rajpur Local Office In Ward No-17 under Rajpur-Sonarpur Municipality. | Rs.14,33,003.00 |

Bid Submission end date: **05.08.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

**নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড**-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

আরোগ্য

সোমবার • ২১ জুলাই ২০২৫ • পেজ ৮



# স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় গ্রামীণ চিকিৎসকদের ভূমিকা

**সন্ন্যাসী কাউরী**

গ্রামীণ চিকিৎসক, যাদের আমরা সাধারণত হাতুড়ে ডাক্তার বা আরও সম্মানজনকভাবে 'গ্রামীণ স্বাস্থ্যকর্মী' বলে থাকি। ভারতীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় এক অনস্বীকার্য ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন গ্রামীণ চিকিৎসকরা। আধুনিক স্বাস্থ্যসেবার অপ্রতুলতা এবং ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে, গ্রামীণ জনগোষ্ঠী প্রায়শই এই চিকিৎসকদের উপর নির্ভরশীল থাকে। তাঁদের ভূমিকা কেবল প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তারা গ্রামীণ জনজীবনে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রচারেও একটা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

বিভিন্ন রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর একটি বিশাল অংশ, যা প্রায় ৮০ শতাংশেরও বেশি মানুষ গ্রামীণ চিকিৎসকদের উপর প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার জন্য নির্ভরশীল। কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য অনুযায়ী, আয়ুষ (আয়ুর্বেদ, যোগ ও প্রাকৃতিক চিকিৎসা, ইউনানি, সিদ্ধা এবং হোমিওপ্যাথি) পদ্ধতির অধীনে ৭,৫১,৭৬৮ জন নথিভুক্ত চিকিৎসক রয়েছেন (এপ্রিল ২০২৫ এর তথ্য অনুযায়ী)। এদের অনেকেই গ্রামীণ এলাকায় কাজ করেন।

ভারতের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় এমবিবিএস চিকিৎসকের যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে । সেই ঘাটতি পূরণে অনেকটা সহায়ক হয়ে উঠেছে গ্ রামীণ চিকিৎসকরা। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ভারতে প্রতি ১,৫১১ জনের জন্য মাত্র একজন এমবিবিএস ডাক্তার রয়েছেন, যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশের (এক হাজার পিছু একজন) থেকে অনেক কম। গ্রামীণ এলাকায় এই অনুপাত আরও খারাপ, যা গ্রামীণ চিকিৎসকদের গুরুত্ব অপরিসীম । সূত্র অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ২ লক্ষ ৯ হাজার রেজিস্ট্রার হাতুড়ে ডাক্তার বা 'গ্রামীণ চিকিৎসক' রয়েছেন। ২০১৬ সালে নাম নথিভুক্ত করণের শেষ হয়। তারপরে অনেকেই গ্রামীন চিকিৎসক হিসেবে মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার কাজে যুক্ত হয়েছেন, তাদের সংখ্যাটা ধরলে প্রায় ৩ লক্ষ গ্রামীণ চিকিৎসক এখন পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করছেন। এই সংখ্যা রাজ্যের প্রায় ৩৮ হাজার গ্রামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন। সারাদেশের নিরিখে গ্রামীন চিকিৎসকের সংখ্যা প্রায় ৬৫ লক্ষ। গ্রামীণ চিকিৎসকদের সাধারণত কোনো সরকার স্বীকৃত কোনো ডিগ্রি না থাকলেও অভিজ্ঞতা এবং স্থানীয় জ্ঞানের ভিত্তিতে তাঁরা চিকিৎসা করে থাকেন।

ভারতের বিস্তীর্ণ গ্রামীণ অঞ্চলে সরকারি হাসপাতাল বা ক্লিনিকের সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত। যেখানে রয়েছে, সেখানেও অনেক সময় চিকিৎসক, নার্স, বা প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের অভাব দেখা যায়। এই পরিস্থিতিতে, গ্রামীণ চিকিৎসকরাই সাধারণ জ্বর, সর্দি-কাশি, ছোটখাটো আঘাত, বা পেটের সমস্যার মতো রোগের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করেন। তাঁরা স্থানীয় সহজলভ্য ঔষধপত্র এবং নিজেদের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে রোগীদের আরোগ্য লাভে সহায়তা করে থাকেন। অনেক সময়, গুরুতর অসুস্থতার ক্ষেত্রে তাঁরাই রোগীদের সরকারি হাসপাতাল বা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের কাছে যাওয়ার পরামর্শ দেন, যা সঠিক সময়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে সাহায্য করে।

গ্রামীণ চিকিৎসকরা কেবল রোগ নিরাময় নয়, বরং রোগ প্রতিরোধেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকেন। তারা স্থানীয় ভাষায় এবং সহজবোধ্য উপায়ে গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্যবিধি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ, এবং সংক্রামক রোগ প্রতিরোধের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করেন। উদাহরণস্বরূপ, জলবাহিত রোগ প্রতিরোধের জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবহার, মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধের জন্য মশারির ব্যবহার, বা টিকাকরণের গুরুত্ব সম্পর্কে তাঁরা গ্রামবাসীদের বোঝাতে সক্ষম হন। তাঁদের এই প্রচেষ্টা গ্রামীণ জনগণের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে, যা দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্যের উন্নতিতে সহায়ক।

বর্তমান সময়ে গ্রামীণ চিকিৎসকরা সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছেন। তারা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাস করার ফলে গ্রামবাসীদের সাথে তাদের এক গভীর আস্থা ও বিশ্বাসের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই ঘনিষ্ঠতা তাদের পক্ষে গ্রামবাসীদের ব্যক্তিগত সমস্যা এবং চিকিৎসার প্রয়োজন সম্পর্কে আরও ভালোভাবে জানতে সাহায্য করে। অনেক সময়, চিকিৎসা ব্যয়ের সামর্থ্য না থাকা রোগীদের ক্ষেত্রে তারা নমনীয়তা দেখান বা বিনামূল্যে পরামর্শ দেন, যা তাদের প্রতি মানুষের নির্ভরতা আরও বাড়িয়ে তোলে। দুর্যোগকালীন পরিস্থিতিতে বা মহামারীর সময়, যখন সরকারি স্বাস্থ্যকর্মীদের পৌঁছানো কঠিন হয়ে পড়ে, তখন গ্রামীণ চিকিৎসকরাই প্রথম মানুষের আস্থা অর্জন করে চিকিৎসা করে থাকেন। সম্প্রতি করোনা আবহে এই গ্রামীন চিকিৎসকদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ওই সময় জেলাগুলোতে হাতে গোনা কয়েকটি হাসপাতালেই করোনা রোগীদের চিকিৎসা করা হত। চিকিৎসার অপ্রতুলতা, রোগীর চাপ, ভৌগোলিক দূরত্ব, সচেতনতার অভাব, মানুষের মধ্যে আতঙ্ক নানাবিধ কারণে মানুষ যখন হাসপাতালে পৌঁছতে পারেনি তখন খুব সহজেই তারা গ্রামীণ চিকিৎসকদের কাছে পৌঁছেছেন। কোভিড পরিস্থিতিতে বা তার পরবর্তী সময়ে গ্রামীণ চিকিৎসকেরাই সামনের সারিতে থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষের চিকিৎসা করেছেন। এই কাজ করতে গিয়ে তারা অনেকেই কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন। এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটেছে। ভারতবর্ষের গ্রামীণ এলাকায় ফী বছর বন্যার পরবর্তী সময়ে মানুষ ও পশুর নানা রকম রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। সেই সময় সরকারি পরিষেবার পাশাপাশি গ্রামীন চিকিৎসকরা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার গ্ রামীণ চিকিৎসক চন্দন পাল। প্রাথমিক চিকিৎসা ক্ষেত্রে তাঁর হাত, যশ, খ্যাতি, চিকিৎসা পদ্ধতি যথেষ্ট আস্থা অর্জন করেছে মানুষের মধ্যে। জেলা সীমান্তে অবস্থান করায়, দুই মেদিনীপুর জেলার প্রায় ত্রিশটিরও বেশি গ্ রামের মানুষকে তিনি স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করে থাকেন। চিকিৎসক চন্দন পাল বলেন, গ্ রামীণ এলাকার মানুষের মধ্যে জ্বর সর্দি-কাশি নানান উপসর্গ দেখা দিলে প্রথমেই আমাদের কাছে আসেন। আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা দিয়ে চিকিৎসা করে থাকি। মানুষ সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরেন আবার জটিল রোগের ক্ষেত্রে আমরা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে বা হাসপাতালে যাওয়ার পরামর্শ দিই।

চন্দন পালের মতোই ধরণী দণ্ডপাট, নীলাশীষ পট্টনায়েক রবি সাঁতরা, মোহন সাঁতরা, দেবাশীষ শাসমল, সন্দীপ মাজী, রবিউল আলম, প্রাণতোষ মাইতি, দিলীপ পান, স্বপন পাল, রফিকুল ইসলাম, কাঞ্চন দত্ত, পঞ্চানন দাস, সুরজিৎ মহাপাত্র, প্রমুখ গ্রামীণ চিকিৎসকরা লক্ষ লক্ষ মানুষকে স্বাস্থ্য পরিষেবা দিয়ে চলেছেন।

গ্রামীণ চিকিৎসকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও, তাদের কিছু সমস্যা বা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়। এদের মধ্যে অন্যতম হল প্রশিক্ষণের অভাব এবং আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির জ্ঞান থেকে বঞ্চিত থাকা। অনেক গ্রামীণ চিকিৎসক প্রচলিত কিছু পদ্ধতির উপর নির্ভর করে চিকিৎসা করেন যা সবসময় বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত নয়। এছাড়া, ভুল চিকিৎসা বা অতিরিক্ত ঔষধ প্রয়োগের মতো ঘটনাও ঘটে থাকে।

এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় সরকার এবং স্বাস্থ্য সংস্থাগুলির উচিত গ্রামীণ চিকিৎসকদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা। তাদের আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি, ঔষধের সঠিক ব্যবহার, এবং রেফারেল সিস্টেম সম্পর্কে জ্ঞান প্রদান করা। একই সাথে, তাদের কাজের একটি আইনি স্বীকৃতি প্রদান করা এবং তাদের দক্ষতা অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট পরিসরে চিকিৎসা করার অনুমতি দেওয়া। এটি একদিকে যেমন তাদের ভুল চিকিৎসার প্রবণতা কমাবে, তেমনই অন্যদিকে গ্রামীণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে আরও সুসংগঠিত করবে। গ্রামীণ চিকিৎসকদের পক্ষ থেকে সরকারি ভাবে প্রশিক্ষণ, আইনি স্বীকৃতি এবং শংসাপত্র প্রদানের দাবি বারবার উঠলেও তা পুরোপুরি কার্যকর হয়নি। গ্রামীণ চিকিৎসকদের বিভিন্ন সংগঠন এ নিয়ে ব্লক, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকদের কাছে, জেলা প্রশাসনের কাছে এমনকি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি সহকারে ডেপুটেশন দিলেও তাদের দাবি পুরোপুরি পূরণ হয়নি।

গ্রামীণ চিকিৎসক সমিতি, প্রগ্রেসিভ রুরাল মেডিকেল প্র্যাকটিশনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন, প্রগ্রেসিভ মেডিকেল প্র্যাকটিশনার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া, ভিলেজ হেলথ এ্যাসোসিয়েশন সহ বিভিন্ন সংগঠন তাদের পেশাগত দাবি নিয়ে আন্দোলন করলেও তাদের সমস্ত দাবি পূরণ হয়নি। প্রগ্রেসিভ মেডিকেল প্র্যাকটিশনার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক রবিউল আলম বলেন, আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি চিকিৎসা বিজ্ঞানের সিলেবাস ভিত্তিক রেজিস্টার ডাক্তার দ্বারা সরকারিভাবে গ্রামীণ চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং প্রশিক্ষণ শেষে শংসাপত্র দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। তিনি আরো বলেন, ইনফরমাল হেলথকেয়ার প্রোভাইডার হিসেবে পঞ্চায়েত ও ব্লক স্তরে স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে যুক্ত করে সাধারণ মানুষকে স্বাস্থ্যপরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

কোভিড পরিস্থিতির আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণা মতো পশ্চিমবঙ্গে ২০১৭ সালে প্রাইমারি হেলথকেয়ার প্রোভাইডার নামে ছয় মাসের একটি কোর্স চালু হলেও ২০১৯ সালে তার বন্ধ হয়ে যায়। রবিউল আলম'দের দাবি কোর্সটি এক বছরের জন্য করতে হবে এবং এই কোর্স করার সুযোগ সকল গ্রামীন চিকিৎসককে দিতে হবে। এই দাবি নিয়ে স্বাস্থ্য ভবন, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দপ্তর, ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের দপ্তরে বারবার ডেপুটেশন দিলেও তা কার্যকর হয়নি বলে তিনি জানান।

গ্রামীণ চিকিৎসকরা ভারতের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার এক অপরিহার্য অঙ্গ। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং গ্রামীণ মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন রক্ষায় এবং স্বাস্থ্যের উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, স্বীকৃতি এবং সরকারি সহায়তার মাধ্যমে তাদের এই ভূমিকা আরও শক্তিশালী করা সম্ভব, যা সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান গ্রামীণ ভারত নির্মাণে সহায়ক হবে।




# অনুবীক্ষণ যন্ত্র এবং অ্যান্থনি ভন নিউহিয়েনহুক



**ডাঃ শামসুল হক**

চিকিৎসা বিজ্ঞানে অণুবীক্ষণ যন্ত্রকে অতি অপরিহার্য একটা অবলম্বন হিসেবেই ভাবা হয়ে থাকে। আর সেই কাজের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রটার নাম অপটিক্যাল বা লাইট মাইক্রোস্কোপ । সাধারণভাবে সেটা পরিচিত যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র নামেই। তাছাড়াও চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপও। বিভিন্ন রকম রোগ নির্ণয়, টিস্যু বিশ্লেষণ, রোগের অগ্ গতির বিষয়ে নজর রাখা এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ছাড়াও চিকিৎসা বিষয়ক নানান গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হয় সেগুলি ।

আর অতি প্রয়োজনীয় সেই যন্ত্রটাকে যিনি আবিষ্কার করেছিলেন সেই অ্যান্থনি ভন নিউহিয়েনহুক এর কাজের ধরণটিও কিন্তু ছিল বেশ অভিনব । কাঁচের টুকরো নিয়ে কাজ করতে করতেই তাঁর মাথার মধ্যে খেলে গিয়েছিল নতুন একটা নেশাও। আর নিজস্ব মেধাকে কাজে লাগিয়ে সেদিনের তাঁর সেই অসাধ্য সাধন ই আগামী প্রজন্মের মানুষজনদের কাছে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার অন্যতম এক অবলম্বন হয়েও উঠেছিল।

সেইসময় কাঁচের টুকরোগুলোকে অভিনব কায়দায় ঘষে মেজে পাওয়ার ওয়ালা কাঁচে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করতেন তিনি। আর তার মধ্যে তিনি যেমন মজা অনুভব করতেন, ঠিক তেমনই সেটাকে কিভাবে সব বয়সী মানুষজনের সেবার কাজেও লাগানো যায় দিবারাত্র চিন্তাভাবনা করতেন সেই বিষয়েও।

অবশেষে অনেক সাধ্য সাধনার পর সেই কাজে সফল ও হয়েছিলেন তিনি । সেই কাঁচ থেকেই তৈরি হয়েছিল লেন্স এবং তাতে দূর করা সম্ভব হয়েছিল মানুষের চোখের যাবতীয় সমস্যাও। আর সেই কাজে বিশেষ সাফল্য অর্জনের পর ও তিনি কিন্তু চুপচাপ বসে থাকেননি। তারপর সেই কাঁচের সাহায্যে নতুন জনকল্যাণমূলক আর কি কি কাজ করা যায় চিন্তা করতে শুরু করেন সেই বিষয়েও। সোজা কথায় বলা যায় কাঁচ নিয়ে কাজ করতে করতেই হিউইয়েন নিজেও যেন ঢুকে পড়েছিলেন কাঁচের ই ভিতর এবং শুরু করেছিলেন নতুন গবেষণার কাজও।



একটা লম্বা এবং ফাঁকা লোহার নল এবং তাঁর সেই নতুন আবিষ্কৃত লেন্স দিয়েই শুরু হল তাঁর দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ। লম্বা সেই নলের দু প্রান্তে তিনি লাগিয়ে দেন লেন্সের দুটো টুকরো। তারপর চোখ রাখেন নলের অপর প্রান্তে। আর সবকিছু দেখে পরম বিস্ময়ে হতবাক ও হয়ে ওঠেন তিনি। দেখেন নলের অপর প্রান্তের ছোট ছোট বস্তাগুলোকে দেখতে বেশ বড়সড়ই লাগছে। আর সবকিছু দেখে তাঁর উর্বর মস্তিষ্কে বিদ্যুৎ গতিতে হাজির হল নানান প্রশ্নমালাও। ভাবলেন এরপর এমনই একটা যন্ত্র আবিষ্কার করতে হবে যা থেকে জানা সম্ভব হবে এই মুক্ত প্রকৃতির অনেক অজানা রহস্যও।

ছোট্ট একটা কাঠের টুকরোকেই কাজের উপযোগী হিসেবে তখন বেছে নিয়েছিলেন তিনি। তারপর তার উপর লম্বা প্যাঁচ যুক্ত একটা স্ক্রু বসানোর ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। তার মাথার উপরই বসানো হয়েছিল তাঁর সেই নব আবিস্কৃত লেন্সটাও । আর সেটাকে এমনই কায়দায় বসানো হয়েছিল যাতে প্রয়োজন মতো তাকে দূরে ঠেলে দেওয়াও সম্ভব হবে। আবার প্রয়োজন মনে করলে কাছেও টেনে আনা যাবে।

প্রথমে জল পরীক্ষার মাধ্যমেই তিনি শুরু করেছিলেন তাঁর গবেষণার কাজ। পুকুরের জল, নলকূপের জল, নদীর জল এবং নর্দমার জল, সবকিছুই ছিল তাঁর সেই অনুসন্ধানের বিষয়বস্তুও। বাদ যায়নি আকাশ থেকে পড়া বৃষ্টির জলও।

তারপর একসময় হাজির হয় সেই ক্ষুদে বিজ্ঞানীর অতি প্রত্যাশিত সেই দিনটাও। সেটা ১৬৭৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি কোন একটা সময় । সকলের নজরে পড়ে তাঁর সেই মহান আবিষ্কারও । খবর পৌঁছে যায় রয়্যাল সোসাইটিতেও। প্রাথমিক পর্যায়ে সেখানে অনেকেই সমগ্র ব্যাপারটাকে কিছুটা অবজ্ঞার চোখে দেখলেও অনেকে কিন্তু ব্যাপারটাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করার চেষ্টাও করেন। এই ধরণের ঘটনা ঘটার সঙ্গত অনেক কারণ ও অবশ্য ছিল । কারণ সেইসময় রয়্যাল সোসাইটিতে যেমন দাম্ভিক লোকজনের সমাগম ছিল । আবার যাতায়াত ছিল অনেক বিচক্ষণ এবং নিরপেক্ষ মানুষ জনদের ও । তাঁরাই তখন দায়িত্ব নেন যন্ত্রটার সঠিক কার্যকরী ক্ষমতা যাচাইয়ের দায়িত্ব ও । কারণ তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, যদি ক্ষুদে বিজ্ঞানীর আবিষ্কার সঠিক হয় তাহলে সেটা নিশ্চিতভাবেই মানুষের নানা রকম কাজেও লাগবে। ঠিক এক বছর পর ই অর্থাৎ ১৬৭৭ সালের নভেম্বর মাসের ১৫ তারিখে প্রমানিত হয় যে, নিউইয়েনের সমস্ত তথ্য একশো শতাংশই নির্ভুল । ফলে রয়্যাল সোসাইটির তরফ থেকে বিশেষ সম্বর্ধনাও দেওয়া হয় তাঁকে। সঙ্গত কারণেই তাই তখন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে তাঁর নাম এবং সেইসঙ্গে অমর সেই কীর্তি কাহিনীও। তারপর সেই যন্ত্রটাকে আস্তে আস্তে আরও আধুনিক রূপে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করা হয় এবং সেটা বৈজ্ঞানিকদের নানান কাজে সহায়কের ভূমিকাও পালন করতে থাকে। সেটা ভীষণভাবে সহায়ক হয়ে ওঠে চিকিৎসার ক্ষেত্রেও। কারণ সেই যন্ত্রখানি এই মুহূর্তে চিকিৎসক মহলেও যে কতখানি অপরিহার্য বস্তু হয়ে উঠেছে সেটাও আমরা উপলব্ধি করছি এবং মনে মনে গর্ব অনুভব করছি বৈজ্ঞানিক নিউইয়েনের এই মহৎ সৃষ্টিকর্মের কথা ভেবেই।

# রাজ্যে দ্রুত গঠিত হোক মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট কাউন্সিল

**শুভজিৎ বসাক**

বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে মেডিকেল টেকনোলজিস্ট পরিসরটি আর বিশেষ অপরিচিত নয় এবং তাঁদের ভূমিকাও যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে তা বলাইবাহুল্য, এদের মধ্যে অন্যতম অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজি পরিসর যাদের কাজের দায়বদ্ধতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ২০ শে জুলাই 'জাতীয় অপারেশন থিয়েটার এবং অ্যানাস্থেসিয়া টেকনোলজিস্ট দিবস' হিসাবে পালিত হয়ে আসছে।

চিকিৎসাশাস্ত্রে অন্যান্য প্রশিক্ষিত মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের মতোই অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজিস্টেরা আধুনিক চিকিৎসা পরিসরে প্রযুক্তিগত বিষয়গুলিকে সঠিক দিশায় এগিয়ে নিয়ে যেতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। তাদের দিক নির্দেশে সহায়তা করেন অভিজ্ঞ অ্যানস্থেসিয়া এবং শল্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা আর এই মেলবন্ধনে চিকিৎসা পরিসর নতুন অভিমুখের সন্ধানী হয়েছে- একথা বলতে দ্বিধা নেই। অপারেশন থিয়েটারে অ্যানস্থেসিয়া এবং শল্য বিভাগে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার চিকিৎসাশাস্ত্রকে সহজতর করে তোলার চেষ্টা করেছে যার জন্য প্রয়োজন সঠিক পদক্ষেপকারী শিক্ষিত একটি পরিসর যেখানে অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজিস্টদের নিয়োগ সেই দিশাকে সঠিক রেখেছে। শল্য চিকিৎসার আগে প্রতিটি রোগীকে গভীরভাবে গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক কারণ রোগীকে অজ্ঞান কার্যে ব্যবহৃত প্রতিটি ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থেকে যেকোনও মুহূর্তে সংকটজনক পরিস্থিতি হাজির হতে পারে এবং তাকে হিমশীতল মানসিকতার সাথে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কৃত্রিম শ্বাসযন্ত্রের ব্যবহারিক প্রয়োগে বিপন্মুক্ত করার কৌশল জেনে চলা অপারেশন থিয়েটারে অতি গুরুত্বপূর্ণ অ্যানাস্থেসিয়া বিভাগে মূলতঃ নিয়োজিত এই অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজিস্টদের মূল দায়িত্ব। শুধু তাই নয়, প্রয়োজন সময়ের সাথে নিজেকে সবসময়ই সমসাময়িক তথ্যমূলক করে রাখা প্রয়োজন। মূলতঃ সেই দিককেই ভেবে এই রাজ্যে স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এদের স্নাতক এবং ডিপ্লোমা বোর্ড থেকে বিজ্ঞান ভিত্তিক পরিকাঠামোর সাথে পরিচিতি ঘটিয়ে প্রশিক্ষিত করে তোলা হয় এবং স্বাস্থ্য পরিসরে এদের আরও নিয়োগ প্রয়োজন।

স্বাস্থ্য পরিসরে তাদের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হয়ে ওঠার বিষয়টি কোথাও কোথাও গ্রহণ করে নিতে নারাজ অনেক নার্সিং ইনচার্জ কারণ অধিকাংশ হাসপাতালে এরা অনৈতিকভাবে নিজেদের অধীনে এদের ডিউটি রোস্টার তৈরি করে এক্তিয়ার বহির্ভূত বহু কাজ করতে বাধ্য করে তাদের এবং কোনও গাফিলতিতে ভুল বর্তায় শুধুই এই পরিসরের মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের ওপরে এবং এভাবে কালিমালিপ্ত হচ্ছে একটি বৃহৎ পরিসর। এখানেই থেমে না থেকে মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের ক্যাডারটিকে ছোট করে দেখানোর জন্য কোথাও কোথাও আবার এই ইনচার্জরা তাদের কার্যপ্রণালী অর্থাৎ স্বাস্থ্য ভবন থেকে প্রকাশিত জব ডেসক্রিপশন নোটিশ বোর্ডে সবার সামনে ঝুলিয়ে দিচ্ছে যা আইন বিরুদ্ধ এবং এতে যেকোনও পরিসরের পেশার কর্মীর কর্মদক্ষতাকে রীতিমতো অপমান করা হয় সেই নূন্যতম ভাবনার অবকাশটুকু তাদের মধ্যে যে গজিয়ে ওঠেনি তা দেখে হতাশ হতে হচ্ছে, অভিজ্ঞ এই স্বাস্থ্যকর্মীদের এমন আচরণ মোটেই কাম্য নয়। অথচ নার্সিং বা চিকিৎসকদের জব ডেসক্রিপশন চার্টগুলি সর্বসমক্ষে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় না অতএব সেটিও করা হোক- স্বাস্থ্য প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হোক বিষয়টি। এই আচরণ নিজেদের সময়ের সাথে মানিয়ে নিতে না পারার হীনমন্যতার লক্ষণ তা বুঝতে কষ্টকর হয় না। একইসাথে আক্ষেপ যে বহু হাসপাতালে এখনও প্রশিক্ষণাধীন বা কর্মরত অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজিস্টদের দিয়ে সারা ওটিতে ব্যবহৃত সিরিঞ্জ, নিডিল যেগুলো ভাঙ্গা ও পোড়ানোর কথা গ্রুপ ডি বা ঝঙ্গঙ স্টাফের সেগুলো করানো হচ্ছে যা আজও আমাদেরই অনেকে বিনা প্রতিবাদে একটু ভালো ব্যবহারের বিনিময়ে বুদ্ধি বন্দক দিয়ে করে যাচ্ছে কোন অজানা উন্নতির আশায় আর এতে যে কি নিদারুণ অগ্রাহ্যতা, অবহেলা, অপমান লুকিয়ে আছে সেটুকু বোঝার লোপ হারিয়েছে এই অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজিস্টদের একাংশ। অথচ জিডিএ-দের এসব কাজের জন্য স্বাস্থ্য প্রশাসন মাসিক মায়না ব্যয় করে। হতভাগ্য অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজিস্ট! অথচ বাস্তবিক প্রেক্ষাপটে বিদেশে ইংল্যান্ড, আমেরিকায় চিকিৎসা পরিষেবায় মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের প্রথম সারিতে গণ্য করা যা এদের অজানা থাকার দরুন সমগ্র মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের অপমানের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। এভাবে স্বাস্থ্য প্রশাসনের তরফে নির্দিষ্ট পরিসরের প্রতিটি মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের মত অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজিস্টদেরও নির্দেশিত কাজগুলি করতে না দিয়ে বা না করে স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষতি করা হচ্ছে বা করছে যেখানে স্পষ্ট নির্দেশিত আছে যে অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজিস্টরাও বাকি মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের মত শুধুই নির্দিষ্ট বিভাগের চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে কাজ করবে এবং স্বাস্থ্য পরিসরের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট করবে। এক্ষেত্রে বলাইবাহুল্য, প্রতিটি মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট পরিসরের কাজ নিজেদের করা উচিত যেমন ওটিতে নিউরো বা হাড়ের অস্ত্রোপচারে এক্সরে বা সিআর্ম দেখানো ওটি টেকনোলজিস্টদের কাজ নয়, সেটা রেডিও টেকনোলজিস্টদের কাজ আর সেই কাজ ওটি টেকনোলজিস্টদের ঘাড়ে অনৈতিকভাবে চাপিয়ে তারা কিন্তু নিজেদের পরিসরে নিয়োগ আবদ্ধ করেছে। প্রসঙ্গত, অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজিস্টদের পড়াশুনা করার মুহূর্তে মাত্র ২০ ঘণ্টার মধ্যে এই বিস্তর রিডিওলজি বিভাগের অন্তর্গত এক্সরে, এমআরআই, ইউএসজি, সিটিস্ক্যান সবই অল্পবিস্তর পড়তে হয় আর তার অবমূল্যায়ন করে অনৈতিকভাবে অন্য মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের কাজ করানো হয় যা একপ্রকার রোগী, উপস্থিত সকল স্বাস্থ্যকর্মী সকলের জন্যই ক্ষতিকারক। একইভাবে ক্রিটিক্যাল কেয়ার ওটি টেকনোলজিস্টদের পরিসর নয়, তারা যদি দীর্ঘদিন সেখানে কাজ করে তবে ওটি টেকনোলজিস্টদের দিয়েই ক্রিটিক্যাল কেয়ারের কাজ করিয়ে একটি পরিসরে নিয়োগ কমানো হবে একইসাথে ওটিতে দক্ষ ওটি টেকনোলজিস্টদের জায়গা নেবে অদক্ষ গ্রুপ ডি বা আয়া।

এরইসাথে সংযোজন করতেই হয় যে, স্বাস্থ্য পরিসর বৃহৎ হচ্ছে আর তাকে মনে রেখেই বাকি মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের মত অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজিস্টদেরও গুরুত্ব যতই আড়াল করার চেষ্টা করা হোক, বৃদ্ধি পেয়েছে। অতীতে শুধুই নার্সিং পরিসর দিয়েই অপারেশন থিয়েটার নিয়ন্ত্রিত হলেও অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাথে অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজিস্টদের তাদের পঠনপাঠনের শুরু থেকেই ধাতস্থ করে তোলা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাদের কাজের গুরুত্ব অনুযায়ী দ্বিতীয় শ্রেণীর আওতাভুক্ত করেছে একই আওতাভুক্ত নার্সিং পরিষেবা প্রদানকারীরা। একইসাথে রাজ্যে ২০১৮ সালের আগে অবধি প্রশিক্ষিত মেডিকেল টেকনোলজিস্ট হওয়া সত্ত্বেও ৬ই এপ্রিল ১৯৬০ সালে কার্যকরী এক আইন মোতাবেক 'নন মেডিকেল টেকনিক্যাল পার্সোনাল' (গুঙ্কঞ্চ) বিভাগীয় আওতাভুক্ত করা হয়ে থাকতো, এতে শিক্ষাগত যোগ্যতার মান ছিল না এবং মূলতঃ কাজ চালানোর মত টেকনিশিয়ান পদে তাদের যুক্ত করা হতো। পরবর্তীকালে মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের সমগ্র অবদান ও গুরুত্বকে মাথায় রেখে সম্পূর্ণ আলাদা বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য দফতরে ২০১৮ সালের জুন মাসে নির্মিত হয় এবং উন্নতমানের স্বাস্থ্যক্ষেত্রের লক্ষ্যে 'টেকনিশিয়ান' পদটিকে চিরতরে অবলুপ্ত করে প্রশিক্ষিত মেডিকেল টেকনোলজিস্ট স্বাস্থ্যকর্মী পদে উন্নীত করা হয় যেখানে অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজিস্টরাও আওতাভুক্ত। এগুলো মাথায় রেখে প্রতিটি অপারেশন থিয়েটারে সমান যোগ্যতাসম্পন্ন অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজিস্টরাও ইনচার্জ পদের দাবীদার এই বিষয়টা মান্যতা দেওয়া হোক যা সময়ের সাথে অতি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

এক্ষেত্রে বলাইবাহুল্য, সরকার স্বীকৃত একটি সম্মানীয় পদকে এভাবে হেনস্থা করার কোনও অবকাশই হতো না যদি রাজ্যে উচ্চ স্বাস্থ্য প্রশাসন কর্তৃক স্বীকৃত কোনও প্যারামেডিক্যাল কাউন্সিল বা সনদ গঠিত হয়ে থাকতো যেখানে নিয়মানুসারে রাজ্য সরকারি হাসপাতালে কর্মরত প্রতিটি মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট ক্যাডারের নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতা সম্পন্ন টেকনোলজিস্টদের থাকা বাঞ্ছনীয় অথচ সরকারি হাসপাতালে প্রায় প্রতিটি বিভাগে রোগীর সান্নিধ্যে কাজ করে ১০-১২ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন টেকনোলজিস্টদের অভাব নেই যাদের ভূমিকা এই পরিসরে ভবিষ্যতের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। অতএব রাজ্যে প্যারামেডিকেল কাউন্সিলের অভাবে এমন অনাকাঙ্ক্ষিত সমস্যাগুলো প্রকট হয়ে উঠেছে, তাই রাজ্যে দ্রুত মেডিকেল টেকনোলজিস্ট কাউন্সিল গঠিত হয়ে দীর্ঘকালীন এই জটিলতার হাত থেকে রেহাই দিয়ে আত্মসম্মান বজায় রাখার ক্ষেত্রে রাজ্য উচ্চ স্বাস্থ্য প্রশাসনের কাছে বিষয়টি জাতীয় অপারেশন থিয়েটার এবং অ্যানাস্থেসিয়া দিবসে তুলে ধরা হল যা যথাযথভাবে মূল্যায়িত হওয়া ভীষণ প্রয়োজন।